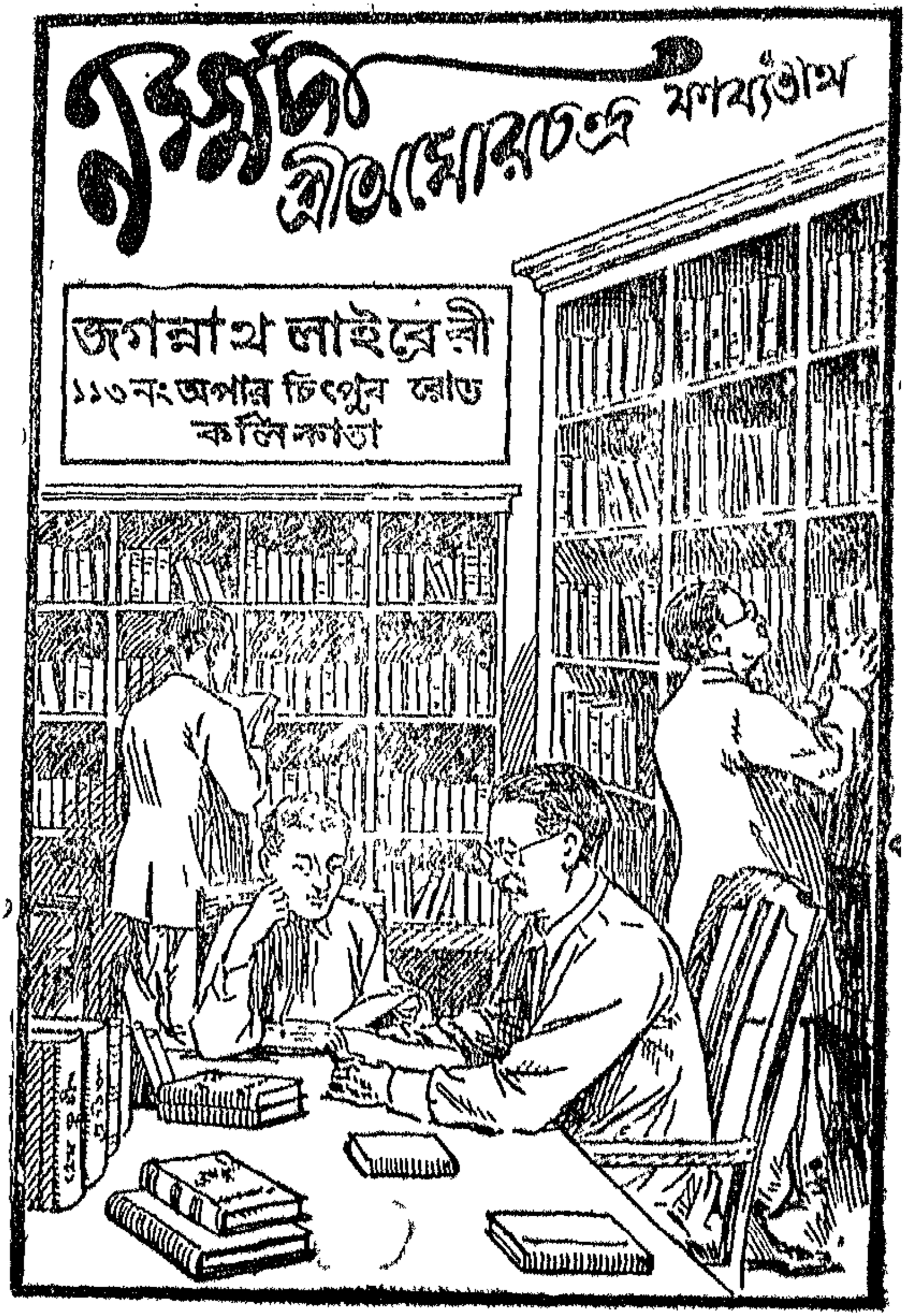

শ্রীঅঘোরচন্দ্র কাব্যতীর্থ
জগন্নাথ লাইব্রেরী
১১৩নং অপার চিৎপুর রোড
কলিকাতা

নর্ম্মদা

(গীতাভিনয়)

শ্রীঅঘোরচন্দ্র কাব্যতীর্থ প্রণীত।

[বীণাপানি ও মফঃস্বলের নানাদলে অভিনীত]

সন ১৩৩২ সাল।

মূল্য ১৷৷০ টাকা।

প্রকাশক—

শ্রীজগন্নাথ দাস।

জগন্নাথ লাইব্রেরী

১১৩ নং অপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

[প্রকাশক কর্ত্তৃক সর্ব্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

প্রিণ্টার—শ্রীহেমেন্দ্রকুমার শীল।

শ্রীকৃষ্ণ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্।

২৫৯ নং অপারচিৎপুর রোড, কলিকাতা।

নাট্যোল্লিখিত কুশীলবগণ।

দেবগণ।

নারায়ণ, ব্রহ্মা, শনি, সত্যনারায়ণ ও কাঞ্জিলাল (ছদ্মবেশী ধর্ম্ম)।

পুরুষগণ।

দুর্য্যোধন	... ...	প্রতিষ্ঠানপতি।
সুযোধন	... ...	ঐ কনিষ্ঠ সহোদর।
অবিন্দম	... ...	ঐ পুত্র।
জয়সেন	... ...	ঐ সেনাপতি।
সুখনন	... ...	তিব্বতের অনার্য্যরাজা।
কেবলরাম	... ...	ঐ সেনাপতি।
সুমেরু	... ...	ঐ পুত্র।
পুত্তরাম	... ...	ঐ রাজবয়স্য।
কর্ণসিংহ	... ...	কর্ণাট যুবরাজ।
দেবকণ্ঠাচার্য্য	... ...	দুর্য্যোধনের গুরু।
নীলকণ্ঠ	... ...	ঐ শিষ্য।
ঘোরানন্দ	... ...	ছদ্মবেশী সুযোধন।
বিঘোরানন্দ	... ...	ছদ্মবেশী কর্ণসিংহ।

লোভ, সৈন্যগণ, অনার্য্যগণ, বৈষ্ণবগণ, শিষ্যগণ ও ভিক্ষুকগণ।

দেবীগণ।

নিয়তি	... ...	মৃত্যুদেবী।

স্ত্রীগণ।

নর্ম্মদা	... ...	দুর্য্যোধনের মহিষী।
ওঘোবতী	... ...	ঐ কন্যা (ব্রহ্মাপত্নী)
সুরমা	... ...	তিব্বতরাণী।
পরিচারিকা	... ...	ঐ দাসী।
লালসা	... ...	লোভপত্নী।

হিন্দুরমণীগণ, সঙ্গিনীগণ, বীরবেশধারিণী নারীগণ,
নর্ত্তকীগণ ও বাইজীগণ।

সুমেরু। দেখি তোকে কেবা রক্ষা করে।

কেশে ধরি সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড ঘুরাইব, কুম্ভকার চক্র সম।

১৩৭ পৃঃ।

Sree Krishna Printing Works.

নর্ম্মদা

—:*:—

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

স্থান—মাহিষ্মতী নগর ক্ষেত্র।

তিব্বত দেশীয় অনার্য্য সৈন্য সহ মাহিষ্মতীর ক্ষত্রবীরগণের ঘোরতর যুদ্ধ; রাজপুতগণের রণভঙ্গ; বিপক্ষের আক্রমণ উদ্যমে—

গীত।

কোথায় পলাঁবি তুই হিন্দুবীর।
প্রচণ্ড শর নিকর, নিক্ষেপ কৌশলে, খণ্ড খণ্ড হবে শত্রু শির॥
আর্য্যস্থানে, বীর্য্যবান বলি, পূজ্য অযোগ্য হিন্দু,
তুচ্ছ তারা সবে, দেখেনি যারা, অনার্য্য শক্তি বিন্দু;
তাই অহঙ্কারে, পূর্ণ দম্ভভরে বামন হইয়া চাঁদ ধরিবারে ইন্দু,—
সিন্ধু যথা নাহি পারে লঙ্ঘিবারে নিজ তীর॥
গদা বা ভল্ল, তীর ধনু ঢাল তলবার,
ধরি করে, ছুটে চল্, মুখে বল্ মার মার,
বিপক্ষ বিজয় আশা, হ'য়ে যাক নিরাশা
সৈন্যদলে তোল্ হাহাকার,—
আর্য্য বিস্মিত, অনার্য্য ভবে, রবে চির উচ্চ শির॥ [প্রস্থান।

(রণবেশে জয়সেন আসিলেন)

জয়সেন। (প্রবেশ পথে) দাঁড়াও দাঁড়াও যত ক্ষত্রিয় পদাতি
পৃষ্ঠভঙ্গ দিয়ে রণে কোথায় পলাও ?
এই কিহে বীরত্বের পবিত্র আচার ?
ভাব দেখি একবার স্থিরচিত্ত হয়ে
কোন্ মহাপুণ্য বংশে জনম সবার,
কোন্ উচ্চকার্য্য হেতু মানব শরীর
কোন্ কর্ত্তব্যের তরে সম্মুখ সমর ?
ভারতের সুবিখ্যাত ক্ষত্রকুল মাঝে
লভিয়া জনম, যুদ্ধভীতি এতই প্রবল ?
মান দিয়ে প্রাণ দিয়ে কর পলায়ন—
পূর্ব্ব পুরুষ-প্রথা কলঙ্কিত করিবার তরে ?
পুনর্ব্বার পুনর্ব্বার দ্বিগুণ উৎসাহে
ধরি অস্ত্র, হান লক্ষ্য করি বিপক্ষ মণ্ডলে
পার কর শত্রুর পাতন ;
না পার সমরে প্রাণ কর সমর্পণ ,—
ভাব—যুদ্ধে মৃত্যু স্বর্গ ক্ষত্রিয়ের।
ঐ ঐ পুনঃ ফিরেছে সকলে —
বাহবা বাহবা বীর হিন্দুর সন্ততি
বাহবা বাহবা ত্যাগ ন্যায়ের কারণে
বাহবা বাহবা প্রীতি রাজার রক্ষণে।
ধন্য বীর বনবাসী ধন্য পরাক্রম।
শত্রু প্রশংসিত শত্রু তুমি মোর,
ভাগ্যবান নিজে, ভাগ্যবান আমি।

ঐই বাধিল বিষম যুদ্ধ অনার্য্য ক্ষত্রিয়ে
যুঝিছে অমিত তেজে রাজ সৈন্যগণ
আক্রমিছে প্রবল বিক্রমে যত তিনাত সেনানী।
যাই যাই অনার্য্যের আক্রমণ হ'তে
রক্ষিবারে সম্রাটের সম্মান সম্ভ্রম,
সেনাপতির কর্ত্তব্য করিগে পালন।

[সবেগে প্রস্থান।

(গম্ভীর চিন্তামগ্ন সুযোধন আসিলেন)

সুযোধন। কে আমি ?
কোন্ কার্য্য সাধন উদ্দেশে
জনম আমার,
ভারতের পূত রাজকুলে ?
কি হেতু সংসারে আসা,
কোন্ কার্য্য করিতে সমাধা ?
রাজকুলে চিরপ্রথা স্বার্থপর কথা
আছে চিরদিন কল্পিত ভাষায়
ঋষিবাক্য ধর্ম্মবাক্য ন্যায়বাক্য বলি।
সামান্য গৃহস্থমাঝে পাই দেখিবারে—
পিতৃঋণ সম অংশে করিতে গ্রহণ
পিতৃবিত্ত সম ভাগে করিতে বণ্টন
পিতৃকীর্ত্তি সম প্রাণে করিতে রক্ষণ।
কিন্তু রাজ সংসারের মাঝে,
পূর্ণভাবে বিপরীত লক্ষণ তাহার।

জ্যেষ্ঠপুত্র রাজ্যেশ্বর,
অন্যে প্রবঞ্চিত
বৃত্তিভোগী ভৃত্য সম রাজ পরিবারে।
রাজা বলি এই অবিচার!
দুর্ব্বল নিরীহ প্রজা—
নাহি শক্তি, নাহি অর্থ, নাহি আছে
তা সবার মনের সে বল,
কেমনে বিচার করে রাজার অন্যায়?
তারা না করিতে পারে মীমাংসা ইহার;
আমি কিন্তু না ভুলিব,
নিশ্চয় সিদ্ধান্ত এর করিব বাহির।
স্বার্থপরতার প্রতিশোধ করিতে গ্রহণ
ভ্রাতার দাসত্ব আর কভু না করিব!
বিদেশীর পদতলে
জীবন বিক্রীত মম
জ্যেষ্ঠভ্রাতা দুর্য্যোধনে করিতে দমন।
যাই দেখি কোথা তিব্বতের রাজা! [গমনোদ্যত]

(শশব্যস্তে দুর্য্যোধন আসিলেন)

দুর্য্যোধন। (বাধা দিয়া) কোথা যাও ভাই সুযোধন?

সুযোধন। কে? দাদা

দুর্য্যোধন। হাঁ ভাই?

সুযোধন। এ সময় তুমি কেন এখানে দাদা? দেখছ না কি আজ—কি একটা ভয়ঙ্কর জীবন সংগ্রামের পরীক্ষা-ক্ষেত্র সম্মুখে—

ভাবছ না কি একবার— কি একটা স্বপ্নাতীত অসম্ভব পরিবর্ত্তন, ধীরে ধীরে মাহিষ্মতীপুরীর প্রান্তভাগে সমুপস্থিত,— বুঝতে পারছ না। কি দাদা এখনও, কি যেন একটা অব্যক্ত যন্ত্রণাদায়ক অদৃষ্টচক্রের ঘোর ঘূর্ণাবর্ত্ত, রাজধানীর বুকের উপর দিয়ে বিঘূর্ণিত হ'তে হ'তে চ'লে যাচ্ছে।

দুর্য্যোধন। দেখেছি তাই এসেছি। দেখছি পূর্ণিমার জ্যোৎস্না স্নাত নিরমল শারদেন্দুকে গ্রাস ক'রতে, বিকট বদন বিস্তার ক'রে, কাল কেতু রাহু দুটো ছুটে আসছে। দেখছি মাহিষ্মতীপুরীর সৌভাগ্য গগনে একখানা করকাবর্ষণকারী রক্তিমাভ কালমেঘ ক্রমে ক্রমে দেখা দিচ্ছে। দেখছি—যেন একটা বিশ্বব্যাপী দিগদাহী বহ্নি-শিখা, সহস্র-রশ্মি বিস্তার ক'রে রাজান্তঃপুর সহ সমগ্র রাজ্যটাকে পুড়িয়ে দিতে যাচ্ছে। তাই এসেছি—এ সময় এই বিপদের সময়— জীবন মরণের সঙ্কট সময়—ভাই তুমি— তোমার কাছে ছুটে এসেছি।

সুযোধন। আহা! দাদা আমার স্বর্গের দেবতা! এমন দাদা যার, তার আবার ভয় কি—চিন্তা কি— অভাব কিসের?

দুর্য্যোধন। সে সময় এ নয়! এখন ভয় আনতে হবে—চিন্তা ক'রতে হবে—অভাব বুঝতে হবে। কেমন ক'রে রাজ্য রক্ষা হবে— কেমন ক'রে ক্ষত্রিয়ের মান রক্ষা হবে—কেমন ক'রে গৃহলক্ষ্মীদের ইজ্জৎ রক্ষা হবে তাও ভাবতে হবে।

সুযোধন। সে ভাবনা আমি কি ভাবব দাদা! রাজা তুমি, জ্যেষ্ঠ তুমি; কনিষ্ঠ বৃত্তিভোগী নফর আমি, চির পদানত—অনুগত আজ্ঞাবাহী ভৃত্য।

দুর্য্যোধন। এস ভাই! এস তবে দাও আলিঙ্গন। (তথাকরণ)

ছুটে এস কর্ম্ম-ক্ষেত্র রণ-ক্ষেত্র মাঝে,

ক্ষত্রিয়ের যুদ্ধক্ষেত্র পবিত্র সংসার
মৃত্যু তাহে জীবনের সুমহান ব্রত।
যায় রাজ্য, ধন, জন, যায় যশ, মান,
যায় হিন্দুদেব সেই বীরত্ব গৌরব,
যায় ক্ষত্রিয়ের নাম কীর্ত্তি, বীরপনা।
এ সময় তুমি ভাই সহায় আমার ;
আমি দাদা তুমি ভাই !
ভাই ! ভাই ! আসি তবে
শেষ বিদায়।

[উদ্ভ্রান্তভাবে দ্রুত প্রস্থান।

সুযোধন। উদ্ভ্রান্তচিত্তে দাদা যুদ্ধস্থলে ছুটে গেলেন, ডেকে গেলেন আমায় সাহায্য ক'রতে ! দাদা ! সে দিন আর নাই। সুযোধন এখন পথ চিনেছে—তোমার চাতুরী বুঝেছে—নিজের উন্নতির পথে ছুটেছে। আর সে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার ক্রীতদাস নয়—জ্যেষ্ঠের অনুগত নয়—জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার আজ্ঞানুবর্ত্তীও নয়। এখন সে স্বাধীন—স্বেচ্ছাচারী—অনার্য্যের করুণা ভিখারী। মর তুমি—বন্দী হও—মান যশ সব যাক তোমার ; আমার কি ! তুমি দাদা আমি ভাই—তুমি জ্যেষ্ঠ আমি কনিষ্ঠ—তুমি রাজা আমি ক্রীতদাস—তবে তুমি আমি কে কার ! কে কার ?

(কাঞ্চিলাল আসিল)

গীত।

কেন হে তোমার এ বিচার।
বল হে বল রাজকুমার, কে কার সংস্কার,

কোথা হ'তে অকস্মাৎ মনে তোমার হ'ল প্রচার ॥
কি ভাবে এ সিদ্ধান্ত, সীমান্ত তার কোন্ দেশে,
অনন্ত বিস্তৃত পথে তুমি যে পথিকের বেশে,
যতক্ষণ যেতে হবে, পথের অন্ত নাহি পাবে,
পথ ফুরালে দেখতে পাবে গন্তব্যের স্থানটী তোমার ॥
যে তুমি সেই আমি ভেদ ভাব ধ'র না
ভ্রমে প'ড়ে মোহ ঘোরে কুকর্ম্ম ক'র না,
কর্ম্মভোগী জীব, কর্ম্মে সজীব ; নির্জীব করমের দোষে
শেষে সব হাহাকার ॥

[চলিয়া গেল।

সুযোধন। উন্মত্তের অসার প্রলাপ শুনে,
কর্ম্মী কভু কর্ম্ম না ভুলিবে
উদ্যমী না হবে নিরুদ্যম
বীর নাহি হবে বিচলিত।
বুঝেছি যখন নিজের মঙ্গল
চিনেছি যখন সুখের আনন্দ
পেয়েছি যখন এমন সুযোগ
তখন কখনও আর
এ মতের অন্যথা হবে না আমার।
ভ্রাতার অধীন চেয়ে শ্রেয়ঃ শতবার
অনার্য্যের পদতলে আত্ম সমর্পণ।

(কর্ণসিংহ আসিল)

কর্ণসিংহ। (প্রবেশ পথ হইতে) সাহায্যকারী—চাই কি মহা-সুভব ?

সুযোধন। কিসের ?

কর্ণসিংহ। নির্ব্বিকার স্বাধীনতা প্রচারের !

সুযোধন। কে তুমি অযাচিত উপকারী ?

কর্ণসিংহ। আমি ! আমি একজন প্রতিহিংসা পরায়ণ—ভস্মাচ্ছন্ন বহ্নি—মেঘাবৃত শশধর।

সুযোধন। কোথা হ'তে আগমন ?

কর্ণসিংহ। কর্ণাট হ'তে।

সুযোধন। উদ্দেশ্য স্পষ্ট ব্যক্ত কর।

কর্ণসিংহ। মহাভাগ ! আমি কর্ণাটরাজ পুত্তসিংহের পুত্র কর্ণসিংহ। বোধ হয় বিদিত আছেন—মালব রাজনন্দিনী নর্ম্মদা আমার সহিত পরিণীতা হবে ব'লে—নিমন্ত্রণ পত্রদ্বারা আমায়, মালবের স্বয়ম্বর সভায় আহ্বান করে। দুর্ভাগ্য আমার—অত্যধিক আশায় আশ্বাসিত হ'য়ে নর্ম্মদা লাভ আমারই সুনিশ্চয় জেনে—হিতাহিত বিবেচনা না ক'রে—বরবেশে স্বয়ম্বরে গিয়েছিলুম। কিন্তু আপনার অগ্রজ—বর্ত্তমান মাহিষ্মতী পুরীর সর্ব্বেসর্ব্বা সম্রাট দুর্য্যোধন সে সভায় উপস্থিত থাকায় অবলা রমণী নর্ম্মদা—রূপ প্রলুব্ধা হ'য়ে, তাহারই গলে বরমাল্য অর্পণ ক'রে আমার জীবনের আশা—হৃদয়ের ভরসা—সংসারের সুখ শান্তির মূলে কঠোর কুঠারাঘাত করেছে। অপমানে অভিমানে হতাশ্বাসে সেই অবধি, এই বেশে দেশে দেশে ঘুরে বেড়াচ্ছি। আর রাজ্যে ফিরি নাই। এতদিন তিব্বতে ছিলুম। তিব্বতবাসী অনার্য্যগণকে আমাদের ভাষায় সুশিক্ষিত ক'রে—আমাদের প্রনালীতে যুদ্ধ শিক্ষা দিয়ে আজ এই সংগ্রামের আয়োজন। আমার উদ্দেশ্য দুর্য্যোধনকে ধ্বংস করা—আপনিও সেই সংকল্প ক'রছেন অদূর হতে শুনতে পেয়ে, এসেছি সাহায্যকারী হ'তে।

সুযোধন। পারবে ত? বিচলিত হবে না? প্রতীজ্ঞা ভুলবে না ত? দাদাকে পদচ্যুত ক'রে তিগর্তের সহায়তায় আমায় সার্ব্বভৌম সম্রাট ক'রে দিতে পারবে ত? পার যদি এস তবে বদ্ধপরিকর হও জীবন সমরে ঝাঁপিয়ে পড় -কাজ ক'রে চ'লে যাও -পরিণামের আশা ভবিতব্যের গর্ভে লুক্কায়িত। তবে স্থির জে'ন মন্ত্রের সাধন কিম্বা সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন।

কর্ণ সিংহ। হাঁ; মন্ত্রের সাধন কিম্বা সব বিসর্জ্জন।
একমাত্র রমণীর রূপের প্রভায়,
একমাত্র পূরাইতে কামিনী কামনা
একমাত্র লভিবারে সুন্দরী ললনা
মন্ত্রের সাধন কিম্বা সব বিসর্জ্জন।

[নিজমনে কহিলেন]

[উভয়ে একপথে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

স্থান— মহাশূন্য।

গীতকণ্ঠে লোভ ও লালসা আসিল।

গীত।

একটী বোঁটায় আমরা দুটী কুঁড়ি ফোটা ফুল।
এক সঙ্গে ফুটি, মজা লুটি, এক সঙ্গেই নির্ম্মূল॥

একের আদরে, দুয়ের আনন্দ, এক হয়ে দোঁহে রই,
একের মুখের মধুর হাসিতে হাঁসিয়া আকুল হই ;
একের পাপে উভয়ে দণ্ড মাথায় করিয়া বই,
একের ব্যথায় প্রাণ গ'লে যায় বুক পেতে দুখ সই।
একের প্রণয়ে প্রণয়ী মোরা একেরই বিরহে ব্যাকুল ॥
একের কারণে একত্র ভ্রমণ,
এক হারা—হ'লে উচাটন মন

লোভ। (লালসার চিবুক ধরিয়া) একই আমার একই আমার
লালনা। (লোভের গলা জড়াইয়া) একই আমার একই আমার
লোভ। তুমি আমি সব একাকার একের নাইকো সমতুল ॥
লালসা। (নৃত্য) ও (উভয়ে অদৃশ্য হইল)

তৃতীয় দৃশ্য।

স্থান—রণভূমির পার্শ্বদেশস্থ প্রবেশ পথ।

বীরবেশে অরিন্দম সহ ক্ষত্র বালক বীরগণ।

গীত।

বালক বীরগণ—

বীর মদে মাতি, অরাতি নিধনে চলরে সকলে যাই।
বীরের জাতি বৈরী বিজয়ে প্রাণ দিতে ভয় নাই ॥
বন্যবাসী অনার্য্য যত, অসভ্য, বর্ব্বর, চির পদানত,
তাদের ভয় করি, বৃথা প্রাণ ধরি—
বৃথা দেহ ভার বহিয়ে বেড়াই ॥

অরিন্দম। আবার গাও ভাই সব। বিজয় গর্ব্বে, পূর্ণ উৎসাহ ভরে, জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত ভেবে আবার গাও ভাই সব। মহা-প্রলয় কালীন শত বজ্র পাতের গুরু গম্ভীর আরাবে—আকস্মিক অসংখ্য জীবনের চির অবসান সময়ের আর্ত্তনাদের মত সুদূরগামী কর্কশ স্বরে—দামোদরের প্রবল জল প্লাবনের মত বিকট কোলাহলে—শত্রু শিবিরের শক্ত মাটী কাঁপিয়ে বিজয় গর্ব্বে আবার গাও ভাই সব। বালক বীর সৈন্যগণ—

গীত।

প্রাণ নিয়ে নিয়ে করি ধূলো খেলা, আমরা সবাই বীরের জাতি।
রাজার দেশটী রক্ষা করিতে, রণভেরী শুনে সমরে মাতি॥
কোথাকার কে, কোথা হ'তে এসে ক'রবে রাজার সর্ব্বনাশ,
রাজভক্ত প্রজা, আমরা থাকিতে, সফল হবে কি অভিলাষ,
ছোড় তীক্ষ্ণ তীর, কাটি পাড় শির, পরিচয় দেও রাজার দাস,
রাজার কার্য্যে প্রাণ দিয়ে আজ জ্বালাও জগতে যশের বাতি॥

অরিন্দম। এই ত চাই। যে দেশের অবলা রমণীগণ রণভেরী শুনে উল্লাসে মেতে, স্বহস্তে আপন আপন পতি পুত্রকে সাজিয়ে সমরাঙ্গণে পাঠিয়ে দেয় সে দেশের বীর কুমারগণের এই ত চাই। যে রাজ্যের রাজ কুল লক্ষ্মী মহিলারা নারীর সৌন্দর্য্য বর্দ্ধক সুগুচ্ছ কেশ পাশ ছিন্ন ক'রে ধনুকের ছিলা প্রস্তুত ক'রে দিতে পারে—সে রাজ্যের রাজপুত্রগণের এই ত চাই। যে কুলের কুল কামিনীরা কোমল—প্রাণা, শান্তিময়ী জননী মূর্ত্তিতে বিপক্ষের সম্মুখে সমরার্থে সজ্জিতা হ'তে পারে—সে দেশের কুলকুমারদের এই ত চাই। হায়! এমনি প্রাণ—এমনি সাম্য ভাব—এমনি ত্যাগ স্বীকার আজ যদি

সকলে ক'রতে পারতো ; তাহলে—তাহলে কি আজ রাজকুমার হ'য়ে আর এক রাজার সঙ্গে যুদ্ধ ক'রতে হ'ত—তাহলে—তাহলে কি আজ তিব্বত রাজ নিজের সম্পদে সন্তুষ্ট না হ'য়ে আমার পিতার সর্ব্বনাশ সাধনে এখানে সমুপস্থিত হ'তেন—তাহলে—তাহলে—কি আজ অনার্য্য নির্য্যাতনে আর্য্য দল সন্ত্রাসিত বিত্রস্ত স্তম্ভিত হ'ত। তা নাই—তাই এইরূপ অশান্তির গতিবিধি তাই এইরূপ সমরাগ্নির প্রজ্বলন নির্ব্বাণ—তাই এইরূপ ঈর্ষা দ্বেষের জোয়ার ভাটা। তবে চল ভাই সব মৃত্যু ক্ষেত্রে ছুটে চল কৃতান্তকে কোল দিতে হবে।

[দ্রুত প্রস্থান করিল।

বালক বীরগণ। জয় যুবরাজের জয়। বলিতে বলিতে দ্রুত চলিয়া গেল।

চতুর্থ দৃশ্য।

স্থান—রণস্থল।

যুদ্ধোন্মত্ত জয়সেন ও কেবলরাম।

কেবলরাম। (আক্রমণ ব্যর্থ করতঃ আঘাত করিতে অবসর পাইয়া) হুঁসিয়ার—হুঁসিয়ার বীর।

জয়সেন। (বাধা দিয়া) জয়সেন রণস্থলে সদা হুঁসিয়ার।
দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ রাজা দুর্য্যোধন
যার বাহুবল দর্পে—

বিশাল সাম্রাজ্য—
শান্তিময় প্রীতিময় করিয়া রেখেছে
সেই আমি
সেনাপতি জয়সেন,
হুঁসিয়ার চিরদিন—রহিব এখন (ও)।
কাণ্ড জ্ঞান হীন দুষ্ট বন্য পশু দল!
কি আশায় কি সাহসে হেথা আগমন?
পুনঃ পুনঃ নির্য্যাতিত হ'য়ে,
এই জয়সেন করে, প্রাণ নিয়ে যাস পলাইয়া।
আবার কেমনে কেন বা কোন্ মুখে
আসিস সমর সাধে বীরেন্দ্রের গহ।
ছি ছি ছি
লজ্জা, ঘৃণা, মান কিছু নাই তোর,
থাকিলে
মণ্ডুকের মত একবার গহ্বরে পশিয়া
আবার সলজ্জে কভু
আসিতিস্ না, মহিষ্মতী পুরী অবরোধে।
এত আশা
কেবলরাম। এত আশা
সেনাপতি! এত আশা
এতদিনে হইবে সফল।
পুনঃ পুনঃ পরাজিত বৈরী
আসে যদি রণে,
প্রস্তুত হয় না কিসে পূর্ব্বের অধিক?

যে উদ্যম উৎসাহে উপনীত
এবে মোরা ;
সে উদ্যমোৎসাহ হইবে সার্থক।
মাহিষ্মতী অধিকারে কঠোর সঙ্কল্প,
মাহিষ্মতী বিজয়ের বাসনা অটল,
মাহিষ্মতী অধিকারে শরীর পাতন।
এ প্রতিজ্ঞা হবে না অন্যথা
জীবন যদ্যপি যায়—

জয়সেন। তবু আশা না পূরিবে
জীবনে উন্নতি আশে—
একদেশ হতে,
আমাদের দেশ অধিকারে
প্রাণ পাত পণ—
"তুমি" পার করিবারে ;
আর যাহাদের দেশ
যার বক্ষে জন্ম লভি,
কর্ম্ম শিক্ষা করি,
এত নাম—এত বীরত্বের জ্বলন্ত গরিমা
ক'রেছে সঞ্চয় যারা—
তারা কি অক্ষম ভাব শরীর পাতনে।
মৃত্যু ক্ষত্রিয়ের চির প্রিয় বন্ধু
মৃত্যু ক্ষত্রিয়ের স্বর্গের সোপান
মৃত্যু রাজপুতের একদিন হবে ;
এত জ্ঞান এত বুদ্ধি এতই বিচার

এতই সমরে মৃত্যু নিশ্চিত ধারণা
যাদের পবিত্র হৃদে ক'রেছে আশ্রয়,
দেশ রক্ষা তরে,
দশের হিতার্থে
রাজার শান্তির তরে—
পারিবে না তারা,—
তোমাপেক্ষা শত গুণে বাঁধিতে মনেরে ?
পারিবে না তারা—
তোমাপেক্ষা কঠোর জীবনে
আত্ম প্রাণ. ধ্বংস যজ্ঞে দিতে বলিদান ?
পারিবে না তারা—
তোমাপেক্ষা প্রাণপাতে করিতে সমর ?

কেবলরাম। পারিলেও
হতাশ সে আশা
যুদ্ধে মৃত্যু কিম্বা বন্দী
শেষ ফল—

জয়সেন। তোমাদের,
ক্ষত্রিয়ের নয় !
বাল্যাবধি সুশিক্ষিত যাহারা সমরে
বীর রক্তে জন্ম যে বীরের
তাহাদের বন্দী যদি করিবে অনার্য্যে
তাহলে—ব্রাহ্মণ চণ্ডাল ভেদ রবে না জগতে,
দীপ সহ দিবাকরে হইবে তুলনা,
স্বরগে নরকে ভেদ রবেনা কিছুই।

পারিবে ক্ষত্রিয়ে রণে করিতে বিজয়
সেই দিন—
যেই দিন তিব্বতের প্রত্যেক সেনানী
ক্ষত্রিয়ের পদলেহী ভৃত্য সম
কাল গত কবি,
সুশিক্ষিত হবে—
সেই দিন।

কেবলরাম। সেনাপতি!
দ্বন্দ্ব যুদ্ধে নাহি প্রয়োজন,
হস্ত লাঘবতা
কর প্রদর্শন।

জয়সেন। প্রস্তুত জয়সেন।
আয়রে বর্ব্বর! মৃত্যুপুরে
করিতে বিশ্রাম।

(উভয়ে যুদ্ধ করিতেছেন; অকস্মাৎ অরিন্দম সহ
বীরগণ আসিয়া যুদ্ধে যোগ দিল)

কেবলরাম। (স্বগতঃ) অসহ্য অসহ্য এই হিন্দুর প্রতাপ!
মাংস ভোজী অনার্য্যের সবল শরীর
সহিতে পারে না হিন্দু বীরের বীরত্ব!
আমি ত চঞ্চল প্রাণে পলায়ন তরে
চতুর্দ্দিকে নিরখি সুপথ।
কিন্তু হায়! অন্ধকার ঘোর অন্ধকার
প্রস্থানের দ্বার নহে অবারিত।

বিপক্ষ বাহিনী আসি ঘিরেছে চৌদিকে
একা আমি তার মাঝে
প্রাণ আশা নাহি আর
পলায়ন উচিত বিধান। (পৃষ্ঠভঙ্গ দিল)

অরিন্দম। দূর হও ফেরু!
এই শক্তি বলে
এই সাহসে করিয়া নির্ভর
হিন্দু আর্য্যবীরে জিনিতে বাসনা?

জয়সেন। চল অরিন্দম!
দেখি কোথা গেল দুরন্ত অরাতি।

অরিন্দম। ভাই সব!
প্রস্তুত হও—

গীত।

সৈন্যগণ—অপ্রস্তুত কভু নই মোরা, প্রস্তুত আছি দিনরাত।
বীরকুলে জন্ম হরির ইচ্ছায়, বিনাশিতে দুষ্টের উৎপাত॥
যেমন দুরাশা, ধরিয়ে হৃদয়ে, এসেছে কুটীল দল,
খরশান শরে, তেমনি সবারে, কর ত্রাস্ত চকিত চঞ্চল,
সহে কিরে ভাই, দেশের রাজার, কখনও কোন অমঙ্গল
জিনি কিম্বা হারি, মরি কিম্বা মারি, করিতে বৈরী নিপাত॥
যে দেশে জন্ম, সে দেশের মাটী, করিতে অধিকার,
এসেছে হেথায়, তিব্বত হইতে, অনার্য্য দুরাচার;

২—

ধর্ম্মের আসনে, বসিবে কিরে, নরকের কুলাঙ্গার,
(যেমন) সোণার মন্দিরে, কুক্কুরের সেবা,
দেবতার—অভিসম্পাৎ॥

(সকলে চলিয়া গেল)

পঞ্চম দৃশ্য।

(স্থান—রণস্থলের পার্শ্ববর্ত্তী, নিভৃত স্থান)।

(অকস্মাৎ রণবাদ্য শুনিয়া উদ্ভ্রান্ত হতাশচিত্তে
দুর্য্যোধন আসিলেন)

দুর্য্যোধন। ঐ ঐ অসংখ্য সুশানিত শায়ক সকল তীর বেগে আমার কর্ণ প্রান্ত দিয়ে ছুটে যাচ্ছে তার মধ্যে একটা তীরও কি আমার মাথাটা উড়িয়ে নিয়ে যেতে পারে না? ঐ যে বিপক্ষ অনার্য্যের কামানের জলন্ত গোলা গুলো ঘুরতে ঘুরতে সৈন্যবৃন্দের মস্তক চূর্ণ বিচূর্ণ ক'রে দিচ্ছে তার মধ্যে একটা গোলাও কি আমার বুকের পাঁজরা গুলো ভেঙ্গে দিয়ে যেতে পারে না? ঐ যে তিব্বত সেনানী সমবেত শক্তিপুঞ্জের আরক্ত লোচন সমূহ হ'তে প্রলয়কালীন মার্ত্তণ্ডের মত, তীব্র জ্বালাময় মর্ম্মদাহী শিখা সমূহ ভীত সন্ত্রাশিত রাজ সৈন্যগণের চিত্তে ভীতির সঞ্চার ক'রে দিয়ে তাদের অক্ষম ক'রে তুলেছে সেই শিখাসমূহ হ'তে একটা স্ফুলিঙ্গও কি উড়ে এসে আমার

রাজধানীটা ভস্মস্তূপে পরিণত ক'রতে পারে না? পারবে কেন ক'রবে কেন ক'রতে চাইবে কেন? তাহলে পাপীর দণ্ড শয়তানের শাস্তি স্বার্থপরের নির্য্যাতন হয় কই? হায় হায়! আমি একজন প্রবল পরাক্রান্ত সার্ব্বভৌম সম্রাট দুর্য্যোধন—চির আজ্ঞাবহ বীরকুল-কেশরী ভাই স্থযোধন আমার প্রাণের সমান ভাগবন্ধু—প্রভুভক্ত বিশ্বস্ত বিশ্ববিখ্যাত সেনাপতি জয়সেন—যার সুনাম সুকীর্ত্তি সুযশ-প্রভা সর্ব্বত্র সমুজ্জ্বল রূপে প্রভাসিত; সেই সব বীর আপনাধারী পরমাত্মীয় পরমোপকারক সুহৃদগণ বর্ত্তমানে আজ আমি অনাথা আক্রমণে বিপন্ন। এ সময় তাদের কারও দেখা নাই কোথায় আছে জানা নাই কি ক'রছে শোনা নাই। তাই বলি মৃত্যু! এস—আলিঙ্গন দাও। তোমার শান্তিময় বুকে এক বিন্দু স্থান দাও আমি অনন্ত বিশ্রাম সুখে ডুবে থাকি।

(সসৈন্যে কর্ণসিংহ আসিল)

কর্ণসিংহ। অনন্ত বিশ্রামের সময় তোমার সম্মুখে মহারাজ!

দুর্য্যোধন। কে তুমি? তুমি কি মৃত্যু? মৃত্যু! ডাকছিলাম তোমার কোলে জুড়াতে—ডাকছিলাম তোমার সঙ্গে আলিঙ্গন করতে—ডাকছিলাম তোমার কাছে দুঃখের ব্যথার লাঘব ক'রতে। এসেছ যদি—ডাক শুনেছ যদি—ব্যথার ব্যথী হয়েছ যদি তবে আর কেন কিসের বিলম্ব কি জন্য অপেক্ষা? গ্রাস কর মৃত্যু! সন্তাপিত দুর্য্যোধনকে সাদরে আলিঙ্গন দিয়ে শান্তি নিকেতনে পাঠিয়ে দাও।

কর্ণসিংহ।　সর্ব্বজীব হন্তারক মৃত্যু নহি আমি
　　　মৃত্যু তোর; দুষ্ট দুর্য্যোধন।
　　　চেননা আমায় মূঢ়?

ভাব দেখি একবার যৌবনের কথা
মদ মত্ত দাম্ভিক ভূপতি।
মালব রাজ নন্দিনী নর্ম্মদা সুন্দরী সনে
বিবাহ প্রস্তাব হ'য়েছিল যার—
যার মুখে ভস্মরাশি করিয়া নিক্ষেপ
যাহার মুখের গ্রাস করিয়া হরণ
সুখে আছ রাজা হয়ে এই প্রতিষ্ঠানে,
আমি সেই কর্ণসিংহ—কর্ণাটের ভূতপূর্ব্ব রাজা।

দুর্য্যোধন। কর্ণাট রাজকুমার কর্ণসিংহ তুমি! তুমি আমার মৃত্যু? প্রতিহিংসা পরায়ণ—নৃশংস রাক্ষস! তোর মত হীন লঘুচেতা কাপুরুষের অঙ্কশোভিনী, নর্ম্মদার মত সতী সাধ্বী পতিব্রতা হ'তে পারে না। বীরবালা বীর পতিরই পক্ষপাতিনী। আমি তাকে স্বেচ্ছায় বিবাহ করি নাই সেই স্বেচ্ছায় আমার গলে বরমাল্য সমর্পণ ক'রেছে।

কর্ণসিংহ। তাই—তাই নয় হ'ল।
কিন্তু রাজা! তোমারও—কি বিবেচনা?
একবার চিন্তা ক'রে দেখেছিলে কভু
কি অবস্থা হইবে আমার?
পাগল ক'রেছ তুমি—
নর্ম্মদা রমণী রত্ন করি অপহৃত,
উন্মাদ উদ্ভ্রান্ত ক'রেছ আমায়!
তাই আজ হেন অঘটন॥
তিব্বতের সৈন্যাধ্যক্ষ হ'য়ে
সমাগত—তাই আজ তোমার বিপক্ষে;

IMPERIAL LIBRARY

নর্ম্মদা লাভের লোভে প্রলুব্ধ এখন (ও)
তাই আজ এই অভিনয়।

দুর্য্যোধন। এ অভিনয়ের নায়ক তবে তুমি? আমার স্বজাতি আত্মীয়—বান্ধব। এই ত ক্ষত্রিয়ের কাজ—এই ত ভাইয়ের উপকার—এই ত বান্ধবের সহৃদয়তা! আমি আজ অপমানিত নিগৃহীত পরাজিত হবার আশঙ্কায় ডাকছিলাম মৃত্যুকে—ম'রব ব'লে। তা সে নির্দ্দয় কৃতান্ত আসবে কেন? মারবে কেন—আমার কথা শুনবে কেন? কিন্তু তুমি আজ ভাই হ'য়ে সদর্পে—সগৌরবে সদর্পে আমার মৃত্যুরূপে দণ্ডায়মান; উপকার ক'রতে কৃতজ্ঞতা দেখাতে—ক্ষাত্র ধর্ম্মের গৌরব রক্ষা ক'রতে! এস ভাই বুক পেতে দিচ্ছি কামান দাগ! মাথা পেতে দিচ্ছি লাঠি মার—ঘাড় পেতে দিচ্ছি—অসি চালাও।

। এত আত্মীয়তা হয়েছে স্মরণ?
সুহৃদ বান্ধব ভাই! এত ভালবাসা—
এত দিন কোথা ছিল তব
যে দিন এ বান্ধবের হৃদয় চিরিয়া
হৃদয়ের দেবী সেই নর্ম্মদা সুন্দরী
বিবাহ বন্ধনে বেঁধে ছিল তোমা;
সে দিন এ ধর্ম্ম জ্ঞান কোথা ছিল তব?
পেয়েছি একাকী ধূর্ত্ত দুরন্ত শার্দ্দূলে
পলাবার অবসর নাহি দিব আর
বিতংসে আবদ্ধ এবে
নিস্তার নাহিক কোন রূপে!
বন্দী করি তোমা

তিব্বত রাজার পদে দিলে উপহার
প্রতিদানে নর্ম্মদারে পাইব আবার।

দুর্য্যোধন। রসনা সংযত কর কর্ণসিংহ! বার বার সতী নির্য্যাতনের কথা কর্ণ পথে প্রবেশ ক'রলে ধৈর্য্য থাকবে না—সহ্য হবে না।

কর্ণসিংহ। তুমিও যে নিরাপদে নর্ম্মদা সম্ভোগে সুখী হবে এ কর্ণসিংহের প্রাণেও তা সহ্য হবে না।

দুর্য্যোধন। তা হবে কেন? বীর তুমি—ক্ষত্রিয় তুমি—বাঙ্গালী তুমি! তোমার সহ্য হবে কেন? তোমার একজন স্বজাতি—এক দেশের অধিবাসী—একই রক্তে জন্ম—ভাই। সে স্ত্রী পুত্র নিয়ে সুখ সাচ্ছন্দ্যে থাকবে তা তোমার সহ্য হবে কেন? কামুক! লম্পট! ব্যাভিচারী! তোদের অত্যাচারেই জগতের এই দুর্দ্দশা—তোদের অত্যাচারেই বিশ্বজুড়ে মর্ম্মভেদী হাহাকার—তোদের স্বেচ্ছাচারেই আজ বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে অন্নাভাব অর্থাভাব শান্তির অভাব।

কর্ণসিংহ। বিদ্রূপ এখনও?

শ্লেষপূর্ণ তীব্র ভ্রুকুটী বিক্ষেপে
কর্ণসিংহে করহ উপেক্ষা?
সৈন্যগণ! বাঁধ ত্বরা।
অহঙ্কৃত রাজা দুর্য্যোধনে।

দুর্য্যোধন। স্থির হও সৈন্যগণ! দুর্য্যোধন পলাবার আশা রাখে না, তবে একটা কথা আজ যদি তিব্বত রাজ এই ভাবে আক্রমণ ক'রত তাহলে একটী মাত্রও দ্বিরুক্তি ক'রতাম না। তুমি এসেছ আমার স্বজাতি। তাই বলছি ভাই আমায় একটু অবসর দাও যুদ্ধ ক'রতে দাও অস্ত্র ধ'রতে দাও। পার পরাস্ত কিম্বা বন্দী কর। নচেৎ—

কর্ণসিংহ। নচেৎ কি ?

দুর্য্যোধন। নচেৎ তোমার কলঙ্ক কাহিনী—
চতুর্দ্দিকে হইবে প্রচার।
সমস্বরে বলিবে সকলে
কর্ণাটের যুবরাজ কাপুরুষ অতি,
নিশ্চেষ্ট নিরস্ত্র বীর দুর্য্যোধনে
অন্যায় রূপেতে করেছে নিধন।
তাই বলি যুদ্ধ কর—যুদ্ধ কর ভাই।

কর্ণসিংহ। সেই ঠিক! উদ্ধত অরাতি
যুদ্ধে বন্দী করা
ক্ষত্রিয়ের রীতি।
সৈন্যগণ! কর আক্রমণ।

দুর্য্যোধন। সৈন্যগণে কিবা প্রয়োজন ?
একা মাত্র আমি
প্রতিদ্বন্দী তুমি তার।

কর্ণসিংহ। ধর্ম্মক্ষেত্রে এইরূপ রণপ্রথা।
দুর্জ্জয় বিপক্ষ
ছলে বলে কিম্বা সুকৌশলে
করিবে বন্ধন—দমন কিম্বা পরাভূত।

দুর্য্যোধন। কর্ণসিংহ! এই বীর তুমি!
একাকী সমর্থ নও বীরত্ব প্রভাবে—
সৈন্যগণ সহায়তা বলে
কৌশলে বীরের প্রাণ করিবে আয়ত্ত ?
কুলাঙ্গার! তোর মত হেন যোদ্ধা

কয়জন আছে আর কর্ণাট নগরে ?
হিন্দু বলি দাও পরিচয়
ক্ষত্রিয়ের করহ গরিমা
বীর নামে খ্যাত হও ধরণী মণ্ডলে
এই বল—এই শক্তি—এই তেজ লয়ে
ধিক তোরে শত শত বার।

কর্ণসিংহ। ধিক্কারে লজ্জিত হ'লে—
প্রতিহিংসা হবে না সাধন।
সৈন্যগণ! কেনরে বিলম্ব
ধর ধর—বাঁধ ত্বরা—
অহঙ্কৃত রাজা দুর্য্যোধনে।

সৈন্যগণ। (তথা করণোদ্যগ)

(ধনুকে তীর সংযোগ করিয়া সুখনন আসিলেন)

সুখনন। সাবধান কর্ণসিংহ।
কাপুরুষ সম
বীরের জীবন করিলে বিপন্ন
এই তীরে যাবে যমালয়। (প্রদর্শন)

কর্ণসিংহ। কে তিব্বতের নৃপতি।
সরে যাও—দিও নাকো বাধা
তোমারি শত্রুর মূল করিব উচ্ছেদ।

সুখনন। এইরূপে ?
এ হেন অন্যায়রূপে পিশাচের মত,

নৃশংস দানব বৃত্তি ধরিয়া হৃদয়ে,
বিনাযুদ্ধে—
বীরের পাতন চেষ্টা কর হীনচেতা
মূলচ্ছেদ করিবারে তিব্বত রাজার ?
এই বুঝি হিন্দুর বীরত্ব
এই বুঝি হিন্দুর স্বধর্ম্ম
এই বুঝি শত্রু মূলচ্ছেদে
হিন্দুদের প্রশস্ত উপায় ?
শোনা ছিল—
ভারতের ক্ষত্রবীর
জলন্ত অশনি সম মহা ভয়ঙ্কর,
শোনা ছিল—
রাজপুত সাহসে প্রতাপে
দেবতার সমকক্ষ ছিল এককালে,
শোনা ছিল—
ক্ষত্রিয়ের অমিত বিক্রমে
বিত্রস্ত লাঞ্ছিত হ'ত বিধি বিষ্ণু শিব।
এই কি সে মহান আর্য্যের সন্ততি
এই কি সে রাজপুত কুলের কুমার
এই কি সে রাজাদের উদার প্রকৃতি ?
ধিক হিন্দু, ধিক আর্য্য, ধিক ক্ষত্রগণ।
কৌশলে সম্রাট হতে বাসনা সবার
আকাশ কুসুম সম;
দূর হও হিন্দুর কলঙ্ক—

দূর হও ভারতের প্রেত
দূর হও মর্ত্তের পিশাচ।

কর্ণসিংহ। উঃ এত অপমান!
প্রাণ দিই যাহার কারণে
সেই করে হেন অপমান!
থাক রাজা!
প্রতিফল লভিবে ত্বরায়। (নিজমনে বলিল)
(প্রকাশ্যে) এস সৈন্যগণ!

[সৈন্যগণ সহ প্রস্থান।

সুখনন বীর!

দুর্য্যোধন। কেন রাজা?

সুখনন। যুদ্ধ ক'রবে—না সন্ধি ক'রবে?

দুর্য্যোধন। ক্ষত্রিয়জাতি সন্ধির প্রার্থী নয়, যুদ্ধ করবার জন্য লালায়িত, ম'রতে প্রস্তুত।

সুখনন। তবে ধর অস্ত্র, মৃত্যুকে আলিঙ্গন জন্য প্রস্তুত হও।

(বালক সৈন্যগণ সহ অরিন্দম আসিল)

বালক সৈন্যগণ। গীত।

মরণের ভয় নাইকো মোদের, আমরা সবাই মরতে পারি।
প্রাণ দেওয়া ত তুচ্ছ কথা, মরেও মোরা শত্রু মারি॥
আমাদের ঘরের মাটী গাছের পাতা,
যুদ্ধের নামে তোলে মাথা,
আমাদেরই কথা পুরাণে গাঁথা;
আমরা রাজার তরে সমর করি॥

তুমি হে রাজা, এসেছ গৌদের, রাজারে করিতে বন্দী,
আমরা থাকিতে, খাটিবে না তব, এই দুরভিসন্ধি,
এখন ওহে কথা শোনো, কর কর পলায়ন ;
না হ'লে এখনই, রাজপুত শরে, লুটিবে ধরা'পরি ॥

সুখনন। ধন্য বীর রাজপুত—
ধন্য বীরবালক তোমরা
ধন্যা বীরা তোমাদের মাতা।
যাও রাজা—নিরাপদ তুমি
আসি তবে— (গমনোদ্যত)

অরিন্দম। কোথা যাবে রাজা ?
যুদ্ধে পরাভূত হ'য়ে
কোথায় পলাবে ?

দুর্য্যোধন। ক্ষান্ত হও অরি !
প্রাণ দাতা উনি মোর—
কুবাক্য ব'ল না।
যাও রাজা—
বিঘ্নহীন গন্তব্য তোমার।

সুখনন। চলিলাম—
দেখা হবে কবে পুনরায়
বলিতে পারি না তাহা।
তবে রাজা ! অনুরোধ মম
অনর্থক সৈন্যক্ষয়ে নাহি প্রয়োজন ;
ভাল যদি বোঝ সন্ধি ক'রো তবে।

[চলিয়া গেলেন।

দুর্য্যোধন। যাও অরিন্দম!
সৈন্যবৃন্দ সহ—বিপক্ষের সহিত সমরে।

অরিন্দম। শিরোধার্য্য পিতৃ-আজ্ঞা
এস বীরগণ— [সৈন্যগণ সহ চলিয়া গেল।

দুর্য্যোধন। (নিজমনে) কোথা যাই—কি করি এখন!
কি কর্ত্তব্য উচিত আমার? (চিন্তা)
বনে যাব রাজ্য ত্যাগ করি।
ছার রাজ্যলোভে কাজ নাই আর;
শান্তির আলয় সেই নির্জ্জন কাননে
নিরঞ্জন পদ চিন্তা করিব যতনে।
বিলাস বাসনা ত্যজি রাজা দুর্য্যোধন
বসাবে তাহার স্থানে বৈরাগ্য বিবেক! (গমনোদ্যম)

(লোভ ও লালসা গীতকণ্ঠে দেখা দিল)

গীত।

বঁধু আমাদের ভুলো না।
নিঠুর পরাণে, নবীন জীবনে, দাগা দিয়ে চ'লে যেও না॥
আমরা তোমার সঙ্গে সঙ্গে থাকব নিশিদিন
তোমার তরে প্রাণ দিব হে (মোরা) চির প্রেমাধীন,
হাত ধ'রে, নধর করে, কোলে তুলে নাও না
প্রেমিক প্রেমিকা, তোমার পরশে, পুরাইবে মন বাসনা॥

লোভ। আমি পুরুষ উনি নারী একটী কিন্তু প্রাণ
লালসা। মনের মত মানুষ পেলে দিই প্রতিদান,

উভয়ে। আমাদের যেমন মধুর গান,
তেমনি তাল মান,
তেমনি আবার রঙ্গ ভঙ্গ তেমনি রসের নাচনা
তার সঙ্গে, ভাব্‌তরঙ্গে, হয় না প্রেমের তুলনা॥

[অন্তর্ধান।

দুর্য্যোধন। দূর হও কুক্কুর কুক্কুরী।
আবার বিষয় মদে মজাতে বাসনা
আবার সংসার মোহে ফেলিতে কামনা
আবার রাজত্ব দিয়ে ভুলাতে আকাঙ্ক্ষা?
চাহিনা রাজত্ব সুখ ঐশ্বর্য্য সম্পদ
চাহিনা একাধিপত্য চাহিনা সাম্রাজ্য
চাহিনা বিলাস স্রোতে অঙ্গ ভাসাইয়া
নর্ত্তকীর রঙ্গরসে নরকে ডুবিতে।

[করজোড়ে]

দেখা দাও পূর্ণিমার শশধর মাঝে
দেখা দাও বাল সূর্য্য কিরণ ভিতরে
দেখা দাও প্রভাতের প্রভার পরতে।
কি ব'লে তোমায় ডাকি ভাবিয়া না পাই;
কতজন----কত শত বিশেষণে করি বিশেষিত
ডাকে তোমা কত ভাবে।
ভাব, ভক্তি, প্রেম হীন
মূঢ় নর আমি।
নাহি জানি ভজন সাধন

নাহি জানি যোগ ধ্যান ক্রিয়া
নাহি জানি ধারণা করিতে ;
নারায়ণ নাম মাত্র ভরসা আমার
মাত্র নারায়ণ ধ্যান স্তব মালা
নারায়ণ নাম শেষের সম্বল
জয় নারায়ণ জয় নারায়ণ জয় নারায়ণ।

(বেগে চলিয়া যাইলেন)

ষষ্ঠ দৃশ্য।

রাজান্তঃপুর।

(নর্ত্তকীগণ আসিয়া গান গাহিতেছে)

নর্ত্তকীগণ। মৃদু মন্দ মধুর মলয়ানীল বহিল প্রেম কাননে।
ফুল্ল নব কলিকাদল হাসিল বিমল আননে॥
পঞ্চম তানে গায় পিককুল, মধু ভরা ফুল সেফালি বকুল,
মকরন্দ পানে হইয়ে আকুল, উড়িল অলি গগনে॥
সুনীল সলিলা স্বচ্ছ সরসী, তরঙ্গ তুলিছে পবন পরশি
আশা করে হেরি সরলা যোড়শী, বঁধুর মধুর মিলনে॥

(নৃত্য)

[মন্থর গতিতে নর্ম্মদা আসিলেন]

নর্ম্মদা। সহচরীগণ!
সম্বরণ করলো আনন্দ!

যুদ্ধ রত পতি পুত্র সৈন্য প্রজাগণ
একো নহে আনন্দের কাল ?
আসিলে হেথায়
রাজা কিম্বা যুবরাজ
মনে কি করিবে তাঁরা।
ভাবিবেন—
নর্ম্মদার বড়ই আহ্লাদ
শত্রু পক্ষ রাজ্য আক্রমণে।
তাই বলি
বিষাদের দিনে
বিষাদের গান গাও
আনন্দ লহরী ভুলে।

(ব্যস্তে দুর্য্যোধন আসিতেছেন)

দুর্য্যোধন। (প্রবেশ পথে)

ভুলে যাও রাণী। আনন্দের আশা
ভুলে যাও স্বামীর সোহাগ
ভুলে যাও আমার মমতা।
যেতে হবে কাননে আমায়
এসেছি বিদায় নিতে।
প্রফুল্ল পরাণে
দাওলো বিদায় মোরে কানন নিবাসে।
রাজপুরে রাজ ভোগে শান্তি নাহি পাই
রাজ পরিচ্ছদ যেন

অগ্নিবৎ হয় অনুমান
রাজ সিংহাসন যেন অশান্তি আকর।
তাই আজ ক'রেছি সঙ্কল্প
সব মায়া পরিহরি, পশিব বিজনে
পরকাল চিন্তা তরে।

নর্ম্মদা। ইহ পরকালে, নারীর সর্ব্বস্ব পতি,
সেই পতি তুমি মোর গতির কারণ।
তোমাবে বিদায় দিয়ে বন ভূমি মাঝে
শূন্য গৃহে দাসী কি সুখে রহিবে ?
পতি অনুবর্ত্তিনী সতী চিরকাল
বিশেষতঃ রাজপুত বালা
বিরহে বড়ই ভীতা।
তাই নাথ! নিবেদি শ্রীপদে
যাবে যদি একা না যাইও
সঙ্গে লও আশ্রিতা দাসীরে!
বন কষ্ট হইবে লাঘব।
ক্ষুধায় গাছের ফল দিব জোগাইয়া
তৃষ্ণায় ঝরনার জল আনিব আপনি
ধর্ম্ম পথে অর্দ্ধাঙ্গিনী হইব তোমার।

দুর্য্যোধন। যাবে রাণী বনে ?
চল—ক্ষতি নাই।
কিন্তু বড় ভয়
পথে নারী বিবর্জ্জিতা
বিপদ বারণে।

নর্ম্মদা। পথে নারী বিবর্জ্জিতা শাস্ত্রের ভারতী ;
কিন্তু তবু পূর্ব্ব রাজাগণ
বিপদের ভয়ে ভীত হ'য়ে,
নিজ পত্নী ছাড়ি,
কেবা কবে গিয়েছে অরণ্যে ?
পূর্ণব্রহ্ম রামচন্দ্র রবি কুল পতি
সাধ্বী সতী সীতা সনে প্রবেশি বিজনে
কত কষ্ট লভিলেন পত্নীর কারণ।
শ্রীবৎস মহারাজ—চিন্তা ছাড়া
ছিল কত কাল শ্রীহীন হইয়া।
মহামান্য নলরাজ, বিদর্ভ নন্দিনী
দময়ন্তী সহ, কলিচক্রে
কত ক্লেশে যাপিল জীবন।
তবে কেন রাজা!
অধীনা কিঙ্করী বলি উপেক্ষা করিয়া
একা যেতে চাও ?
যেতে হয় দুজনেই যাব
ম'রতে হয় দুজনে মরিব
বিপদ আসিবে দুজনে ভুঞ্জিব—
তবু স্বামী-সঙ্গ ছাড়া হবে না নর্ম্মদা।

দুর্য্যোধন। কি দুঃখের কথা রাণী
আমি রাজা দুর্য্যোধন ক্ষত্রিয় ভূপাল
পরাজিত অনার্য্য সমরে ?
পুনঃ পুনঃ অত্যাচার করিয়া অরাতি

শান্তির সাম্রাজ্য মম,
অশান্তি আকরে
পরিণত করিয়াছে এতদিন পরে।
ঐ ঐ শোন রাণী
প্রজাদের কাতর রোদন ;
ঐ শোন উচ্চ কণ্ঠে আর্ত্তস্বরে ডাকিছে সকলে
কোথা রাজা দুর্য্যোধন রক্ষা কর বলি।
শুনেও শুনিনা হায় পুত্রদের কাতর বচন
বধির নিশ্চল স্থির কাষ্ঠ পুত্তলিকা
সিদ্ধান্ত ক'রেছি তাই
যে কদিন বাঁচিব জগতে
হরিনাম করিব সম্বল।
দেখিবে ব্রহ্মাণ্ড বাসী বিস্মিত নয়নে
বিলাসী নৃপতি আজ ; ভোগ লিপ্সা শূন্য
নির্ব্বিকার যোগী সম,
বসায়েছে হৃদয় ভিতরে সুখে বৈরাগ্য বিবেকে।
শত্রু অত্যাচারে রাজা ত্যজিল বিলাস।
বিলাসিতা করিয়া বর্জ্জন
পরমার্থ উপার্জ্জনে মত্ত হ'ল মন।

নর্ম্মদা। রাজা যদি দৃষ্টান্ত স্বরূপে
দেখায় জগত জীবে বিলাস বর্জ্জন
রাণী আমি—
পারিব না সংসারের কোন হিত করিতে সাধন ?
পারিবে না কেহ মম

যোগিনীর বেশ করি দরশন
অলসতা বিলাসিতা করিতে পারে না ?
না পারে যত্তপি বুঝিব তাহ'লে
জগতের ঘোর দুরদৃষ্ট
ক্ষত্রিয়ের ভীষণ দুর্দ্দিন
নগরের পতন সম্মুখে।

দুর্য্যোধন। সুনিশ্চয় রাণী।
নগরের পতন সম্মুখে
সৌভাগ্যের পতন সম্মুখে
আমারও পতন ঐ রয়েছে সম্মুখে!
তাই বলি সহচরী!
মান নিয়ে চ'লে যাই বনে।
এ রাজ্য ঐশ্বর্য্যে শান্তি সুখ কোথা ?
মারামারি কাটাকাটি বাদ বিসম্বাদ
এ রাজ্যের—প্রিয় সহচর।
কিন্তু রাণী! সেই যে বিশাল রাজ্য
বিরাট ব্রহ্মণ্যদেব স্বকরে সৃজিয়া
শান্তি রাজ্য বলি খ্যাত ক'রেছেন যাহা,
সেই রাজ্য—সেই শান্তিরাজ্য
সেই পুণ্য পূর্ণ পূত রাজ্য
বাস স্থান হইবে আমার।
সেথা শুধু ভালবাসা শ্রদ্ধা, ভক্তি, প্রীতি
সেথা শুধু প্রকৃতির সৌন্দর্য্য বিকাশ
সেথা শুধু ঈশ্বরের অব্যক্ত মহিমা।

সেই স্থানে বৃক্ষ মূ ল সিংহাসন পাতি
বন্য মৃগকুলে প্রজাপুঞ্জ ভাবি
পরম আনন্দে রাজ্য করিব বিস্তার।
এঁনশ্বর আধিপত্যে নাহি প্রয়োজন
হবিনাম সার করি সুখ পরিহরি
স্বেচ্ছায় দুঃখের অঙ্কে লভিব আশ্রয়।
দেখিব স্বয়ং—দেখিবে অমর
দেখাব সংসারে—
সুখ চেয়ে দুঃখ বড় ভাল।
সুখে সার চিন্তা সারাৎসার ধনে
মন নাহি হয় প্রা।।বিত—
অর্থ চিন্তা—অন্ন চিন্তা চমৎকারা ভবে।
কিন্তু দুঃখে পড়ি, দুঃখ হারী ধনে
ভক্তি ভাবে ডাকিবার হয় অবসর—
শান্তি পায় ভ্রান্তি যায় দুঃখের কৃপায়।

নর্ম্মদা। দুঃখ কি সংসারে নাথ
কারে দুঃখ বল ?
এ সংসার দুঃখের আগার।
রাজা যে রাজার মত দুঃখ আছে তাঁর
দরিদ্রের দুঃখ উপযুক্ত তার
অনুভূতি সুখ দুঃখ মনের কল্পনা।
কান্ত! নিতান্ত বাসনা যদি
যেতে বন প্রান্ত
বিলম্বের কিবা প্রয়োজন ?

দুর্যোধন । প্রয়োজন কিছু নহি অত,
থাক তুমি রাজপুরে—
একা যাব আমি ।

নর্ম্মদা । বেশ কথা !
পতি তুমি গুরু তুমি
বানপ্রস্থে করিবে গমন —
শত্রু করে উৎপীড়িতা হ'তে
দাসী রবে রাজপুরে
বিপদ ভুঞ্জিতে ?
না না ভুলে যাও ঐ কথা ।
যাবে যদি —চল—
যথা যাবে পতি —
অনুগতা সতী পত্নী
যাইতে তথায়
সতত প্রস্তুত জেনো ।

দুর্যোধন । প্রস্তুত হয়েছ রাণী ?
এত বড় এ রাজ সংসার
কার কাছে তার ভার দিয়ে
যাবে তুমি সঙ্গেতে আমার ?
পুত্র অরিন্দম কন্যা ওঘোবতী
কাহারেও কোন কথা হবে না বলিতে ?

নর্ম্মদা । না ।
আমার বলিবার কথা যাহা
বলিব তোমায় ।

পুত্র কন্যা কে কার—
ক'দিনের তরে ?
সংসার আসরে জীব মায়া অভিনয়ে
পুত্র, কন্যা, মাতা, পিতা,
ভ্রাতা, ভগ্নি, বন্ধু আদি
করে কত সম্বন্ধ সৃজন।
বিশ্ব কবির বিরাট কল্পনা।
যবনিকা হইলে পতন
সেই শেষের সময়
মৃত্যু সে দিনে
কেহ কোথা নাই সব চ'লে গেছে।
মাতার মনে না থাকে তনয় বলিয়া
পুত্র দেয় পিতৃ মাতৃ ভক্তি বিসর্জ্জন
কিন্তু সতী যায় পতির সঙ্গেতে
মিশিবারে পরপারে জলন্ত চিতায়।
সময় সংক্ষেপ—চল তবে প্রভু—

দুর্য্যোধন। এস রাণী! এস তবে
এত জ্ঞান এত দূর অটল বিশ্বাস
অন্তরে তোমার!
নহ তুমি বিপদ কারণ
যথার্থই উপযুক্ত সঙ্গিনী আমার
এই বাণপ্রস্থ কালে।
মাহিষ্মতী পুরী! জননী আমার!
বিদায় অযোগ্য পুত্র বিদায় তোমার।

দে'খ মা করুণা নেত্রে,
এ মিনতি চরণে তোমার।

(নর্ম্মদার হাত ধরিয়া বহির্গত হইলেন)

প্রভাবতী। ও দিদি! একি হ'ল লো—রাজা রাণী যে বনে গেল লো!

ননীবালা। গেল গেল বেশই হ'ল—আমাদেরই পড়্তা ফিরলো দর বাড়লো।

রাজবালা। তা বই কি আবার ত একটা নূতন রাজা হবে। কত ঘটা চলবে—কত কে আসবে—আমাদেরি পাওনা বাড়বে। হাত পাল্টালেই চড়া দর লো হাত পাল্টালেই চড়া দর।

কুঞ্জমনি। তাইত আমরা প্রাণের ব্যবসা খুলেছি। ব্যবসাদারের যত খদ্দের ততই লাভ।

নিভাননী। পুষ্যা নক্ষত্রে ধুনো গঙ্গাজল দিয়ে বউনী করা—যেমন ক'রেই হোক পুষিয়ে যাবে।

রাখালদাসী। আমরা এখন কি ক'রব দিদি?

প্রভাবতী। ভাবনা কিসের লো! বাজারের ধারে ঘর ভাড়া ক'রে ব'সব; তাতে আবার আরও মজা—গাঁজা ভাজলেও বুড়ী হ'তে হবে না। চির যৌবনী থাকব লো চির যৌবনী থাকব।

ননীবালা। সে কি রকম দিদি বলনা?

রাজবালা। বুঝতে পারছিস না। দাঁত বাঁধিয়ে—চুলে কলপ লাগিয়ে মুখে একটু রং ফলিয়ে, দাঁতে মিসি দিয়ে, কাল্তা কালার পাছা পেড়ে একখানা ধোয়া কাপড় প'রলেই বাস চির যৌবনী।

কুঞ্জমনি। আমাদের ঘরে দরে হাঁটুভর।

নিভাননী। যেমন শাঁকারীর করাত। যেতেও কাটে আসতেও কাটে।

রাখালদাসী। তবে এই খানেই থাকি—কি বল?

প্রভাবতী। তা বই কি—যাবি কোথা! এইখানেই কারবার চলবে। এখন একটু গায়ে বাতাস লাগিয়ে—নাচি গাই আয়। বলে বামুন গেল ঘর তো লাঙ্গল তুলে ধর।

গীত।

পথের ধারে প্রেমেরি দোকান।
এস পান্থ কেন শ্রান্ত, শান্ত কর প্রাণ॥
খাঁটি জিনিস দোকান ভরা, নাইকো কিছু ভেল্,
খদ্দের খুঁজে, নিইনা নিজে ক্রেতায় মাথায় তেল্,
যার পয়সা আছে সেই কিনছে অন্যের বাজ্‌ছে শেল,
পায়ে ধরা, সেধে পড়া, শেষে মড়া হয়রাণ॥
সস্তাদরে, গস্ত ক'রে, বাঁধি একটা দর,
হিসেব নিকেশ খতিয়ে দেখে অমনি প্রাণতর্
বিনি ময়ে ব্যবসা চলে পাই নাক অবসর
টাকা লাভে মাল কেটে যায় তবুও লোকসান॥

(নাচিয়া চলিয়া গেল)

—:*:—

সপ্তম দৃশ্য।

স্থান—ময়দান কাল পূর্ণিমার সন্ধ্যা।

(প্রার্থনা করিতে করিতে কাঞ্জিলাল আসিলেন)

প্রার্থনা গীত।

কোথায় রয়েছ তুমি।
জানিনা কি প্রকার, তোমার আকার ;
সাকার নিরাকার, সকলি নমি॥
বিশ্ব তোমার করুণার খনি,
সুদূর অম্বরে, শশী সূর্য্য তারা অমূল্য দীপ্ত মনি,
বৃক্ষ তোমার, অতি প্রশংসার—পক্ষী কূজন ধ্বনি,
তোমারি বিশ্বে, তোমারি দৃশ্য, তুমিই তাহার ভূস্বামী॥
তোমারি সৃজিত সলিল অনিল,
তোমারি গঠিত গগন সুনীল,
তুমি হে কেশব, তোমাতেই সব, তুমিই কশ্যপ কপিল ;
তুমিই আবার ধরাধর রূপে ধ'রে—আছ ধরা ভূমি॥
তুমিই আমি, তুমিই আমার, তুমি সবাকার সব,
তোমারি ইচ্ছায়, তোমারি মায়ায়, তোমারি বিশ্ব প্রসব
তোমার বিভূতি দেবেন্দ্র বাসব, কারণ সলিলে তুমিই তাই শব
উৎসব নিরুৎসব—
ভূধর অম্বর, নদী সরোবর, রয়েছে তোমার চরণ চুমি॥

(করজোড়ে ধ্যানমগ্ন চিত্তে ধীরে ধীরে প্রস্থান করিলেন)

ঐক্যতান।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক

মাহিষ্মতী—অন্তঃপুর।

(অরিন্দমসহ বালক সৈন্যগণ আসিল)

অরিন্দম। (হতাশ চিত্তে) মা! মা! কোথা গেলে মা?
এস ত্বরা,
লয়ে করে আশীষ পশরা,
পুত্র তব যুদ্ধ জিনি এসেছে ফিরিয়া।
মা! মা! কোথা গেলে মা?
শূন্য করি রাজ অন্তঃপুর,
শূন্য করি পুত্রের জীবন;
শূন্য করি বিশ্ব চরাচর,—
কোথা গেলে মা?
মায়ের চরণ ধূলি কথিয়া সম্বল
যুদ্ধ যাত্রা কালে,
বলেছিলে—অরিন্দম! জয়ী হও বাপ।
যথাকালে মাতৃ বাক্যে ফলেছে সুফল;
তাই আজ মাতৃ ভক্ত অরিন্দম তব
মা মা বলি উচ্চ কণ্ঠে করিছে আহ্বান
এস মা এসমা তুমি, কোথা আছ ভুলে?

পুত্র ডাকে—শুনিতে কি পাওনা জননী ?
ভাই সব। মা আমার
বোধ হয় কার্য্য ব্যাপদেশে
গিয়েছেন কোন দুর স্থানে।
একা আমি কত বা ডাকিব মা মা বলি
তোমারা ও সবে, সঙ্গেতে আমায়—
ডাক আজ আমার মায়েরে।

বালকগণ। রাজা যখন প্রজার পিতা—রাণী তখন সকলেরই মা।
আয় ভাই। সবাই মিলে আমাদের মাকে ডাকি।

গীত।

প্রজার জননী, দশের জননী, কোথায় তুমি গো মা।
তুমি যে মোদের দারিদ্র হারিণী, তুমি যে মা উমা রমা॥
মাতৃ ভক্তি জানিনা আমরা মুখে বলি কেবল "মা"
মাকে ডাকিতে মন্ত্র প্রণাম এক কথা ঐ "মা ;"
মায়ের মতন, কারও এমন, নাইকো মহিমা.
মায়ের ছেলে, মায়ের কোলে, কিসে মধুর মাধুরিমা॥
আমরা অবোধ তনয় তোমার কত দোষ করি নাই সীমা
করুণাময়ী জগজ্জননী ক্ষেমঙ্করী—তুমি শ্যামা
অধম অকৃতি, অজ্ঞান দুর্ম্মতি, নিজ গুণে সুতে কর ক্ষমা
আয় মা দেখা দেমা রাখ মা মায়ের গরিমা॥

অরিন্দম। এলে মা মা! সন্তপ্ত সন্তান রণশ্রান্তে তোমার শান্তির কোলে—সুমিষ্ট বচনে—স্নেহ সম্ভাষণে তৃপ্তিলাভ ক'রতে এসেছে—

তাকে দেখা দিতে এলে না মা? ঘোর ঘনাবৃত অমানিশিথিনীর মধ্য প্রহরে পথ ভ্রান্ত পথিকের নেত্র পথে বিদ্যুৎ বিকাশের মত, সন্তানকে সান্ত্বনা দিতে সম্মুখে এলে না না মা? কোথায় গেলে—কেন গেলে—কি কারণে গেলে? আমার যেন কেমন একটা সন্দেহ হচ্ছে যে মাকে আর দেখতে পাব না—মা ব'লে ডাকতে পাব না—মা বোধ হয় আর ফিরে আসবেন না? ভাই সব! কি হবে তাহলে? মা যদি আমার আর ঘরে ফিরে না আসেন তবে—তবে কি তোমরা "আমার মায়ের" অন্বেষণে কোমর বেঁধে বহির্গত হবে না? তবে তবে কি তোমরা সেই স্বর্গাদপী গরিয়সী জননীর কারণে এক ফোঁটা চ'খের জল কেউ ফেলবে না? তবে তবে কি সেই সন্তাপিতা ক্ষুব্ধিতা কেশবীণীর মন ব্যথা লাঘবের জন্য কেউ তাঁর কাছে গিয়ে মা মা ব'লে ডাকবে না?

(বিস্মিতভাবে জয়সেন আসিলেন)

জয়সেন। কেন অরি! কেন ভাই মা মা ব'লে এত ডাকাডাকি ক'রছ—মা কি ঘরে নাই?

অরিন্দম। না দাদা! মা কোথায় গেছেন জানিনা! ফিরে আসবেন কি না তাও বলতে পারি না।

জয়সেন। কি কি বল্লে অরি! মা আর ফিরে আসবেন না? তবে কার জন্য এত দূর প্রাণপাত পরিশ্রমে যুদ্ধ ক'রলাম রে? "মা" ই যদি চ'লে গেলেন তবে এ পোড়া রাজ্যে কাজ কিরে ভাই? মা হারা হ'য়ে শ্মশান সমান রাজ পুরে আবশ্যক কিরে ভাই? চল্ দেশে দেশে নগরে নগরে, বনে বনে, পর্ব্বতে পর্ব্বতে, মায়ের অনুসন্ধান করিগে—মাকে মা মা ব'লে ডাকিগে। সন্তানের ডাক মার কাণে একবার প্রবেশ

ক রলে মা তো স্থির থাকতে পারবেন না ভাই। বিশেষতঃ তোমার মত পুত্রের ডাকে, এ মা তো দূরের কথা—পরমা প্রকৃতি আদ্যাশক্তি কুলকুণ্ডলিনী 'মা" ও স্থির থাকতে পারবেন না। মা যে কি—মা যে কেমন—মা রবে যে কি সুধা—তা অরিন্দম! তুমিই যথার্থ জেনেছ। চল ভাই! দুই ভা'য়ে এক সঙ্গে—এক যোগে—মাকে খুঁজে আনি।

(গমনোদ্যত ও ওঘোবতী আসিল)

ওঘোবতী। (প্রবেশ পথে) কোথায় খুঁজতে যাবে দাদা! মা আর আসবেন না। আমরা আজ মা হারিয়েছি—শুধু মা নয় দাদা আজ আমরা পিতা মাতা দুইই হারিয়েছি। আজ আমাদের বিজয়া দশমী। সুখের ষষ্ঠী গেছে—সপ্তমী গত হয়েছে—অষ্টমীর অষ্টযামের উৎসব আনন্দ নিস্তব্ধ হ'য়েছে। নবমীর হর্ষ ভাব বিমর্ষ আনয়ন করে বিজয়ার প্রতিমা নিরঞ্জন হ'য়ে গেছে—এখন শূন্য মন্দির—শূন্য ভবন—শূন্য চণ্ডীমণ্ডপ।

অরিন্দম। ভগ্নি! ভগ্নি! শূন্য সব?

শূন্য ভবন,
শূন্য অন্তঃপুর
শূন্য প্রাণ মোরা?
বিজাতী অনার্য্য জাতি নিষ্তাড়িত করি
নিষ্কণ্টক করিলাম যেই সিংহাসন
সেই আসন শূন্য রবে?
রাজা না থাকিলে রাজ্যে
বিশৃঙ্খল হইবে নিশ্চয়।
দুরন্ত পরাস্ত রিপু শুনিবে যখন
পলায়িত রাজা রাণীর সঙ্গেতে;

দ্বিগুণ উৎসাহ ভরে তখন তাহারা
আক্রমণ করে যদি পুনঃ
ভগ্ন হৃদয় বলে কেমনে তাদের
গর্ব্ব দম্ভ করিব বিচূর্ণ ?
দাদা জয়সেন ! একি হ'ল আজ ?
জয় না হইয়া যদি যাইত জীবন
তা হলে এ মর্ম্ম জ্বালা হ'তনা সহিতে।
ওহো ! ভাগ্যহীন আমি
তাই আজ পৃতৃ মাতৃ হারা।
গেল গেল জনক জননী
রাণপ্রস্থে পরিণাম ভেবে,
পুত্রে কেন ব'লে নাহি গেল ?
ক'রেছি কি অপরাধ কোন
কিছু না বুঝিতে পারি,
সহসা মস্তিষ্ক মম হইল চঞ্চল
দাদা দাদা ! একি হ'ল
কেন হেরি অন্ধকার—
এ বিশ্ব ব্রাহ্মণ্ড।
জোনাকীর আলো যেন
খেলিতেছে নয়ন সম্মুখে
ধর ধর দাদা ধর মোরে একবার।

(চক্ষু মুদিয়া ঈষৎ চলিয়া পড়িলেন জয়সেন সাগ্রহে
বাম হস্তে ধরিয়া বলিতেছেন—)

জয়সেন। অরিন্দম ! অরিন্দম। একি হ'ল ভাই ! এমন ক'রে

চ'লে প'ড়লে কেন ভাই? মাতৃ শোক সহ্য ক'রতে পারলে না? মায়ের অদর্শনে আত্মহারা হ'লে? মা মা ব'লে ডেকে ডেকে উত্তর না পেয়ে—জ্ঞান হারা অচৈতন্য প্রায় হ'লে? ভগবন! একি তোমার বিচার ন্যায়বান? জগত সংসারে এমন অনেক পুত্র আছে যারা পিতার মাতার ভার বহন করা—তাঁদের ব্যাধিতে—শুশ্রূষা করা—বার্দ্ধক্যে যত্ন করা অনর্থক বোধে পরিত্যাগ ক'রেছে—যারা সেই চির পূজ্য জনক জননীর সহিত পৃথকান্ন হচ্ছে—তারা কি কখনও পিতা মাতার জন্য কাঁদে? কাঁদে কারা—না অরিন্দমের মত পিতৃ মাতৃ ভক্ত জ্ঞানবান—সুপুত্র যারা। কাঁদ অরি! হরি হরি না ব'লে—মা মা ব'লে কাঁদ। তুমি কাঁদ—ওযোবতী তুমিও কাঁদ—আমরাও কাঁদি বিশ্ব সংসার প্রণব ঝঙ্কারের মত মা মা রবে ঝঙ্কারিত হোক।

ওযোবতী। জয় দাদা! কেঁদে কি হবে? কাঁদলে কি মাকে ফিরে পাবে? চেষ্টা কর—অন্বেষণ কর কেঁদনা। পিতা মাতা আমাদের যখন জীবিত বাণপ্রস্থাবলম্বী—তখন ঘরে ব'সে না কেঁদে বনে বনে অন্বেষণ কর। চল দাদা তোমরাও চল আমিও যাব।

জয়সেন। কি বলছ স্নেহের ভগিনী! তুমি যে অবলা—অনূঢ়া বালিকা!

ওযোবতী। তাতে ক্ষতি নাই। অবলা হ'লেও আমি ক্ষত্রিয় কন্যা বীর পিতা বীরাঙ্গনা মাতার কন্যা বীর্য্যবতী হবেই হবে। আমিও সেই বীর্য্যবতী বামা। আজ আমার হৃদয় হ'তে রমণীসুলভ লজ্জা ভীতি অপনোদন ক'রে—রাজপুত বালার মত—বীরত্ব, সাহস, নির্ভিকতাকে প্রতিষ্ঠিত ক'রব—সম্মার্জ্জনী ছেড়ে দিয়ে তরবারি ধারণ ক'রব—গৃহপ্রাঙ্গণ মার্জ্জনা বিধৌত না ক'রে এ অবলা রণ প্রাঙ্গণ অরাতি রক্তে ধৌত ক'রব। যাও দাদা! তোমরা পিতা মাতাকে

খুঁজতে যাও। আর আমি—আমার সমবয়স্কা সমহৃদয়া সম প্রাণ সঙ্গিনীগণ সমভিব্যাহারে বীরাঙ্গনা বেশে বিপক্ষ বক্ষ ভেদ ক'রতে অগ্রসর হব। বিদ্যুৎ বেগে তীর চালাব—বজ্রের মত কামান দাগব—বন্যার মত বর্শা ছুড়ব। অস্ত্রে অস্ত্রে চন্দ্র সূর্য্য ঢেকে যাবে, অকালে প্রলয় হবে—ক্ষীণ স্তিমিত হিন্দু শক্তি আবার জেগে উঠবে।

(রণরঙ্গিনী মূর্ত্তিতে চলিয়া গেল)

জয়সেন। চ'লে গেলে বালিকা। উন্মাদিনীর মত আগুণের সম্মুখে ছুটে গেলে শোকাবেগে ধৈর্য্য হারা হ'য়ে অনার্য্যের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রতে গেলে? রমণী সুলভ চপলতার বশবর্ত্তিনী হ'য়ে সঙ্গিনী-গণকে সমরে লিপ্ত ক'রতে চলে গেলে? হা বালা বিফল প্রয়াসে এত উদ্যম পরিদর্শন? যে সমাজের বীর, ভিন্ন ইতিহাস বিখ্যাত পুরুষ ব'লে পরিচিত, তারাই যখন কাপুরুষোচিত পরতন্ত্র হ'য়ে—অন্তঃপুরে তরুণী যুবতীর মৃণাল ভুজপাশে তন্দ্রাভিভূত,—রাজার সাহায্যে উদাসীন—প্রাণপাতে যুদ্ধ ক'রতে সতত কাতর, সেই সমাজের সেই ঘৃণিত সমাজের সেই আচারভ্রষ্ট হিন্দু সমাজের কুল কামিনীগণ রাজার জন্য জীবন দেবে যুদ্ধ ক'রবে রাজ্য রক্ষা ক'রবে? তা যদি হ'ত তাহলে আজ আমাদের রাজা এত বিপন্ন হবেন কেন—আমাদের রাজার এত শত্রু বৃদ্ধিই বা হবে কেন—আমাদের রাজার রাজ্য এই সোণার ভারতে এত অন্নকষ্টই বা হবে কেন? যে দিন ভারতবাসী প্রজাপুঞ্জ এখনি হৃদয় পাবে যে দিন তারা রাজার জন্য জীবন উৎসর্গ ক'রতে পারবে যে দিন তারা রাজাকে ঈশ্বর জ্ঞানে, রাজভক্তির জলন্ত মূর্ত্তি ধারণ ক'রতে পারবে—সেই দিন শান্তি হবে সমৃদ্ধি বাড়বে—রাজার শত্রুর ধ্বংস হবে।

অরিন্দম। (চৈতন্য লাভে) আঃ—এতক্ষণে অনেকটা এঁ্যা—

হ্যাঁ—দাদা ! জয় দাদা ! মা আসেন নাই বাবার সংবাদ পাও নাই ? ওঘোবতী কোথা গেল ?

জয়সেন। পাগলিনী যুদ্ধে গেছে।

অরিন্দম। সেকি সেকি ! আমরা ক্ষত্রিয় সন্তান জীবিত আর আমাদের মহিলারা অনার্য্যের সম্মুখে যুদ্ধক্ষেত্রে যাবে ? হা ধিক ক্ষত্রিয়ের বীরত্ব শূরত্ব গৌরবে শতধিক তাদের সম্মান সুখ্যাতি সুনামে সহস্রাধিক ধিক তাদের পৌরুষ প্রাধান্য প্রশংসায়। চল দাদা বাধা দিতে, পাগলিনীকে প্রতি নিবৃত্ত ক'রতে বালিকাকে প্রবোধ দিতে।

(গমনোদ্যম প্রকাশ)

(সম্মুখে বাধা প্রদান করিয়া কাঞ্জিলাল গান ধরিলেন)

গীত।

কাঞ্জিলাল। কোথা যাস—কোথা যাস— কোথা যাস।
সমাগত সম্মুখে শত্রু সে দিকে না চা'স—না চা'স॥

জয়সেন। (বিস্ময়ে) কি বলছ কাঞ্জিলাল ?

কাঞ্জিলাল। বলছি ভাল বুঝে চল ভাব পরিণাম,
যুদ্ধ কর জীবন দাও গাও হরিনাম ;
ঘরের ঢেঁকি কুমীর হ'য়ে নাশে বংশের নাম,
গৃহ শত্রু ঘটিয়েছে আজ—ঘোর সর্ব্বনাশ॥

অরিন্দম। কার কথা বলছ তুমি ? কে ঘরের শত্রু—গৃহছিদ্র প্রকাশ ক'রেছে ? কার কাছে ?

গীত।

কাঞ্চিলাল। রাজ সহোদর সুযোধনের পাপ অভিলায়,
রাজা হবার লোভে প'ড়ে ঘরের কথা পরকে প্রকাশ,
ভ্রমের বশে অন্ধ হয়ে হারিয়েছে বিশ্বাস
তাই ভাইকে ছেড়ে পাপ কৌশলে অনার্য্যের
ক্রীত দাস॥

(চলিয়া গেল)

জয়সেন। ধন্যরে মানব চিত্র চিন্তার অতীত
কখন্ যে কি ভাবে হতেছ চালিত।
কভু ধর্ম্ম ভাব পরিপূর্ণ ভ্রাতার কিঙ্কর
আবার পাপের পথে প্রেত সহচর।
এতই কি উচ্চপদ রাজ সিংহাসনে
আত্মীয় অরাতি হয় যার প্রলোভনে?
(সুযোধন সঙ্গে সৈন্যগণ আসিল)

সুযোধন। আত্মীয় অরাতি হয় কিসে জয়সেন?

জয়সেন। স্বাধীনতা আশে
রাজত্বের লোভে
ঐশ্বর্য্য বিলাসে।
পূর্ব্বাপর এই ভাব
হয়েছে—হতেছে
হবে এখনও
তার নাহিক সন্দেহ।

সুবোধন। শোন কথা জয়সেন শোন অরিন্দম !
আসিলাম তোমাদের হিতের কারণ
তিব্বত রাজার কাছে সনন্দ লইয়া।
যে প্রকার সৈন্যক্ষয় হতেছে মোদের
যে প্রকার বিশৃঙ্খল সংগ্রাম প্রাঙ্গণে
যে প্রকার বলহীন আমরা সম্প্রতি
তাহাতে উচিত এবে, শত্রুর সহিত
সন্ধি সূত্রে বদ্ধ হওয়া।
তাই আমি নৃপবর সুথনন পাশে
একরূপ সন্ধির প্রস্তাব
করিয়াছি ইতিপূর্ব্বে ;
রেখেছি কেবল—
দাদা কিম্বা তোমাদের মতের অপেক্ষা।
বল এবে কিবা অভিপ্রায় ?
এ রাজ্যের শান্তির তরে সন্ধির প্রস্তাব
না—অন্যমত—আছে কিছু ?

অরিন্দম। শতবার—আছে অন্যমত—
সন্ধির প্রার্থনা নাহি করে তারা—
যুদ্ধ চির প্রিয় যেই ক্ষত্রিয়ের।
চাহিনা চাহিনা সন্ধি অনার্য্যের সহ
চাহি মাত্র যুদ্ধ-আর আত্ম সমর্পণ।

সুবোধন। অরিন্দম ! এখনও বালক তুমি
বয়ঃপ্রাপ্ত হ'লেও নহ তো প্রবীণ জ্ঞানে ?
রাজকার্য্য কূটতত্ত্ব বোঝনি এখন (ও)

রাজ্যান্তরে কূটনীতি পড়নি কখন (ও)
কূট কৌশলের ধার ধারনা বালক
তাই কহ হেন ভাষা।
বোঝ—দেখ—
যুদ্ধ চেয়ে সন্ধি ভাল
আমার ইচ্ছায়।

অরিন্দম। কাকা! তুমি কি সেই কাকা?
যে কাকা একদিন ন্যায়ের রক্ষায়
আত্ম প্রাণ উৎসর্গ করিয়া
ধর্ম্মের প্রত্যক্ষ মূর্ত্তি করিত ধারণ
সেই কাকা তুমি! আজ রাজ্যলালসায়
অনার্য্যের পদতলে বিকালে জীবন?
এত যদি রাজ্যলিপ্সা ছিল কাকা তব
কেন কাকা একবার
ঘুনাক্ষরে বল নাই পিতারে আমার
সত্যের আদর্শ পিতা রাজা দুর্য্যোধন
ভ্রাতৃপ্রীতি সম্পাদনে
পারিত না করিবারে সাম্রাজ্য অর্পণ?
যে পিতা আমার আজ মান রক্ষা তরে
রাজ্য ছেড়ে বনবাসী জননীর সহ
সেই পিতা—কাকা! সেই দেবতুল্য
পবিত্র চরিত্র সেই সে দয়ার খনি স্নেহ অবতার,
সেই ভ্রাতৃ অন্ত প্রাণ—পূণ্যের উজ্জ্বল দৃশ্য
মমতা আধার পিতা—

ভ্রাতৃবৎসলতা দেখাতে জগতে
পারিত না সহোদরে করিতে সম্রাট ?
হায় কাকা ! কি করিলে তুমি আজ
একবার দেখেছ ভাবিয়া ?
সিংহের শাবক তুমি শৃগালের দাস
দেব ভোগ্য পারিজাত প্রেত পদাশ্রিত
বীর্য্যবান যোদ্ধা তুমি চাতুর্য্যে মোহিত !
তোমার এই কলঙ্ক দৃষ্টান্ত
বিশ্ব মাঝে রবে গাঁথা
লেখা রবে হিন্দু ইতিহাসে
আঁকা রবে আর্য্যের হৃদয়ে।
তোমার কারণে আজ হতে ঘরে ঘরে
ভ্রাতৃবিচ্ছেদের বহ্নি উঠিবে জ্বলিয়া
তোমারই আদর্শে—
ভ্রাতার রক্তিম চক্ষু কেহ না সহিবে ;
বিকাইবে ইতরের—
পদতলে উন্নত মস্তক !
তোমারি চরিত্রে শিখে—
ভাই ভাই হইবে পৃথক।
ভ্রাতৃ দ্রোহী ভ্রাতৃপুত্রঘাতী
রাজ্যলোভী কাকা !
এ দুরাশা কর পরিহার ;
বিদায় করিয়া বরং তিব্বত সেনানী
ক্ষাত্র সনে যোগ দাও

ভ্রাতৃরাজ্য করহ উদ্ধার
পিতৃরাজ্যে রাজা হও পুনঃ।

সুযোধন। অরি! বাবা আমার!
শোক ক্ষুব্ধ চিত্তে
অনর্থক অযথা কলঙ্কারোপ
করিতেছ আমার উপর।
রাজ্য স্পৃহা কিছু নাহি মোর
তোমাদের হিতাকাঙ্ক্ষা সর্ব্বদা আমার
তাই এই সন্ধির প্রস্তাব।
তোমাদের মুখ চেয়ে
দাদার কারণে
প্রতিষ্ঠান পুরী রক্ষা করিবারে;
নিজ মান দিয়ে বিসর্জ্জন
অরাতির পদে ধরি
অনেক বিনয়ে, সন্ধির প্রস্তাবে তারে করেছি সম্মত॥
কোন স্বার্থ নাই ইথে
ধর্ম্মসাক্ষ্য—
করি অঙ্গীকার;—
"তোমাদের মঙ্গল ব্যতীত—"
"অন্য বাঞ্ছা থাকে যদি কোন"
"বিনামেঘে শিরে মোর হবে বজ্রাঘাত॥"
তুমি বংশধর জল পিণ্ড দাতা
পুত্রহীন আমি—
পুত্র সম তুমি মোর—

তোমারি হিতার্থী হয়ে
করিয়াছি সন্ধির প্রস্তাব ;
সম্মত হও—সন্ধি হবে
অবাধ্য হইলে
পুনরায় বাধিবে সমর। (সরল ভাব বদিলেন)

জয়সেন। (গম্ভীর স্বভাবে) ক্ষতি নাই তায়,
সমর ত বাঞ্ছনীয় ক্ষত্রিয় বীরের।
ভাল রাজ সহোদর !
সন্ধির প্রস্তাবে—
"স্বার্থ কাহাদের
রাজার না অনার্য্যের ?
"সম্মান সম্ভ্রম অক্ষুণ্ণ রহিবে ?
না—হীনবীর্য্য প্রায় হতে হবে
বিলুণ্ঠিত শত্রুর চরণে ?"
"মঙ্গল কার ?
রাজার না রাজ্যবাসী প্রজা সবাকার
কিম্বা বিপক্ষ পক্ষের ?"

সুযোধন। উভয়তঃ মঙ্গল, স্বার্থ সম্মান সম্ভ্রম
রহিবে অটুট ;
অথচ কার্য্যসিদ্ধি হবে
অকারণ রণ অনর্থক সৈন্যক্ষয় হবে নিবারণ।
সর্ত্ত এই—
রাজ কন্যা ওঘোবতী
তিব্বতের রাজপুত্র করে

সমর্পিতা হ'লে—
সখ্যতা সম্বন্ধে
উভয় পক্ষের দেখি মঙ্গল কারণ।

অরিন্দম। ছি ছি কাকা!
অত্যুজ্জ্বল প্রভান্বিত প্রভাকর
খদ্যোতের হবে পদানত,
বীর্য্যবতী—ক্ষত্রিয় দুহিতা
উপভোগ্যা হবে অনার্য্যের;
ক্ষত্রিয় বনিতাগণ
বন্য পাহাড়িয়ার—অঙ্কলক্ষ্মী হবে?
তার চেয়ে রাজ্য যাক,
মান যাক প্রাণ যাক;
সব যাক—অনন্তের অতল গহ্বরে।—
থাক মাত্র ক্ষত্রিয়ের স্মৃতি নিদর্শন
থাক মাত্র রাজপুত জীবন্ত স্বাধীন
থাক মাত্র আর্য্যকুলে সতীত্ব গৌরব।

জয়সেন। রাজ সহোদর! ক্ষমিবে হে শত অপরাধ!
রাজা রাণী রাজ্যে নাই
এ সময় স্বভাবতঃ মস্তিষ্ক বিকৃতি;
তাতে এইরূপ ঘৃণ্য মর্ম্মান্তিক বাণী
বজ্রাধিক প্রাণে বাজে।
তাই বলি সাবধান হ'য়ে—রসনা সংযত কর।
নতুবা উদ্ধত যুবা—ক্ষিপ্ত হ'লে
হিতাহিত হ'বে সংঘটিত।

সুযোধন। বুঝেছি জয়সেন!
বুঝেছি অরিন্দম!
সন্দিগ্ধ হৃদয় তোমা সবাকার—
মোর প্রতি;
তাই—মিত্রভাব ক'রেছ বর্জ্জন;
শত্রুরূপে নেত্রপথে হয়েছি পতিত,
তাই এ অযথা রূপে করিছ ভৎর্সনা।
আচ্ছা—বেশ—তাই হোক!
শত্রু ভাব মোরে—যুদ্ধ কর—
অস্ত্র ধর—
নয় রাজকন্যা ওঘোবতী দাও মম করে
বিনা বাক্য ব্যয়ে যাইব চলিয়া।
নতুবা—
অরিন্দম। নতুবা যুদ্ধ—
শেষ কথা এই ত তোমার?
তাই হ'ক—তাই এস—করিব সমর;
দেখিবে অমরবাসী—
হেন কলঙ্কিত চরিত্র যদি খুল্লতাত;
কি শাস্তি পরিণামে তাঁর।
যে জিহ্বায় পাপ ভাষা করিলে প্রকাশ
সেই সে রসনা তব, হইবে কর্ত্তিত
তব ভ্রাতষ্পুত্র করে।
সেই রক্ত তব ধরিয়া যতনে
ফেরু সারমেয় দলে করিব প্রদান।

ধর্ম্ম আছে মাথার উপরে,
হ'য়ে যাক পাপ পুণ্যের সূক্ষ্ম সুবিচার
হয়ে যাক দুষ্টের দমন
হয়ে যাক পাপ অবসান।

সুযোধন। সখ্যতায় বাধ্য নয় তবে

জয়সেন। কিছুতেই না।

সুযোধন। পরিণাম ভাল হবে না জয়।

অরিন্দম। মন্দও তো হবে।

সুযোধন। তোমরা তবে শান্তি চাওনা?

জয়সেন। শান্তি চাই—কিন্তু সন্ধি চাইনা।

সুযোধন। তবে ত যুদ্ধ অনিবার্য্য।

অরিন্দম। প্রাণ দেব।

সুযোধন। এত দৃঢ় পণ?

জয়সেন। সুনিশ্চয়।

সুযোধন। তাহলে আমার দোষ ধরনা জয়।

(সৈন্যগণ-আক্রমণে ইঙ্গিত করিল।)

অরিন্দম। (বালক সৈন্যগণকে লক্ষ্য করিয়া উত্তেজিত ভাবে বলিতেছেন) ভাই সব! বন্ধু সব! আজ বড় মজার দিন আশ্চর্য্যের দিন কৌতুহলের দিন। কাকার সঙ্গে যুদ্ধ ঘরে ঘরে হানাহানি রাজ্য নিয়ে টানাটানি; প্রলয় কালীন বন্যার মত মেতে ওঠ—রাষ্ট্র বিপ্লবের মত ক্ষেপে ওঠ—সর্ব্বভুকের মত ক্ষুধী হও। যুদ্ধ করতে হবে—রাজ্য রক্ষা ক'রতে হবে—মান বাঁচাতে হবে।

জয়সেন। (বংশীধ্বনি করিলেন ও অসংখ্য সশস্ত্র রাজসৈন্য আসিল) সৈনিক বৃন্দ! আজ জগতের বুকে প্রেতের তাণ্ডব নর্ত্তন—

মনোরম দেবালয়ে পিশাচের অট্ট অট্ট হাস্য—স্বর্গের নন্দনে শকুনি গৃধিণীর উচ্ছৃঙ্খলতা। আকাশ ভাঙ্গার মত গর্জ্জন কর -প্রশান্ত মহা-সাগরের গম্ভীর ভাব ধারণ কর—প্রলয়ঙ্কর ভূকম্পনের মত পৃথিবীটাকে ওলট পালট ক'রে দাও।

সুযোধন। অনার্য্য সৈনিক মণ্ডলি! সতর্ক হও সাবধানে অস্ত্র-ধর—অব্যর্থ সন্ধানে অরাতি নিধনের চেষ্টা কর। আজ তোমাদের কলঙ্ককালিমা বিলুপ্ত হবার প্রারম্ভ—আজ তোমাদের চির অধঃপতনের নূতন জয়াশা—আজ তোমাদের উন্নতির পথে এই প্রথম সোপান। মত্ত করীন্দ্রের কদলী কানন বিদলনের মত রাজ সৈন্য মর্দ্দন কর, ডম্বরু ধ্বনি শ্রুত—সুযুপ্ত বিষধরের আকস্মিক উত্তেজনায় ফণা সঞ্চা-লনের মত—বিপক্ষপক্ষের একটী মাত্র বালককে পর্য্যন্ত মুহূর্ত্ত অবসর না দিয়ে অস্ত্রাঘাত কর। মহাপ্রলয়কালীন অনন্ত অগাধ অতল সমুদ্রের বেলাভূমি অতিক্রমের মত মহোল্লাসে আর্য্য সৈন্যমধ্যে চেপে পড়, জয় হবে—যশ পাবে—জগত বিখ্যাত হবে।

(বীর বেশে সঙ্গিনীগণ ওঘোবতী আসিল ও যুদ্ধ করিতে করিতে গান ধরিল)

গীত।

দূর হরে ধূর্ত্ত ফেরুপাল।
পরাস্ত অরিপ্রতি, দেখাতে ক্ষমা বিভূতি
আর্য্য বীরকুল সতত কৃপাল ॥
কৌশলে হিন্দুস্থান করিতে অধিকার,
কেন হেন অসম্ভব আকাঙ্ক্ষা দুরাচার;

সাধ্য নাহি তাহা সাধিতে দেবতার
(হারে) ক্ষুদ্র কি হতে পারে ভারত ভূপাল ॥
তীক্ষ্ণ অস্ত্রধারী বালক সৈন্যদল
অদ্ভুত পরাক্রমে দলিবে বৈরীবল
বিচূর্ণ হবে বল বুদ্ধি কৌশল
ভাগ্যদোষে অনার্য্যের ভেঙ্গেছে কপাল ॥

(অরিন্দম ও জয়সেন ব্যতীত যুদ্ধরত ব্যক্তিগণের চলিয়া যাওয়া।)

জয়সেন। আশ্চর্য্য যুদ্ধ! (স্তম্ভিতপ্রায়)

অরিন্দম। কে এরা? (বিস্ময়ে)

জয়সেন। বেশ চিনতে পারলুম না—তবে বোধ হ'ল যেন—ওঘোবতী—আর—

অরিন্দম। ওঘোবতী! আরও আশ্চর্য্য! সে যুদ্ধ শিখলে কোথা?

জয়সেন! রাজপুতেরা মাতৃগর্ভে থেকে যুদ্ধ শেখে—শাস্ত্রের উক্তি।

অরিন্দম। বিশ্বাস হয় না।

জয়সেন। তবে দেখিগে চল কে এরা নবাগত—আমাদের—হিতৈষী—সাহায্যকারী—অযাচিত সুহৃদ। [প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

(কর্ণসিংহের শিবির)

(আনন্দোৎফুল্ল কর্ণসিংহের একাকী চিন্তা)

কর্ণসিংহ। কতক্ষণে—কতক্ষণে এই সুবিস্তৃত রণপয়োধি অতিক্রম ক'রে নর্ম্মদা সুন্দরীর সন্দর্শন লাভ ক'রব—কতক্ষণেই বা মাহিষ্মতী সম্রাট দুর্য্যোধনের উচ্ছেদ সাধন ক'রে—আমার প্রণয়-নন্দনের ফুটন্ত পারিজাত নর্ম্মদা রূপসীকে অঙ্ক সুশোভিনী ক'রতে পারব—কতক্ষণেই বা রাজ-সহোদর সুযোধন সহাস্য বদনে সমাগত হ'য়ে সংগ্রাম বিজয়ের শুভবার্ত্তা প্রদান ক'রে—সেই লাবণ্যময়ী ললামভূতা নবীনা নর্ম্মদা লাভে আশ্বাসিত করবে? যে দিন কল্পনাপ্রসূত স্বপ্নরাজ্যে নর্ম্মদাকে পাট রাণী ক'রে কর্ণাটের সিংহাসনে উপবেশন ক'রতে পারব—সেই দিন—আমার প্রাণের প্রতিহিংসা মাহিষ্মতীর রক্তনদীতে ধৌত হবে। বড় আশা—বড় উদ্যম—বড় ভালবাসায় দাগা দিয়ে দুর্ব্বৃত্ত দুর্য্যোধন আমার লাভের, বদনভরা বাসনার মুখে কুলোভরা ছাই ঢেলে দিয়েছে—আমর মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়ে এসেছে। সেই দিন হ'তে নানা দেশে—নানা দেশে ভ্রমণ ক'রে নানাবিধ কৌশল—চাতুরী উপায় উদ্ভাবন ক'রে এতদিনে আকাশ কুসুমের আকাঙ্ক্ষা সোপানে ধীরে ধীরে আরোহণ ক'রতে পেরেছি—দেখি এখন চেষ্টা ক'রে—শেষ ধাপ্ পর্য্যন্ত উঠতে পারি কি না?

(সহাস্যে পুত্তরাম আসিল)

পুত্তরাম। বলি ও সিংজী মশায়। এখানে একলাটী—চুপ্‌টী

ক'রে—ঘাপটী মেরে, এত ভাবনার ভাবটী বুকের ভেতর ভ'রে—জোয়ার-ভাটী চালাচ্ছেন যে? বলি স্ফূর্ত্তি কই—স্ফূর্ত্তিদায়িনী—বোতলমধ্যবাসিনী—অপবিত্র পবিত্রবা রূপিণী—সুরাসুন্দরী কই? আর সেই মৃদু মন্দ ঝঙ্কৃত—পিত্তলাঙ্কারাঙ্কৃত নূপুর মুখরিত—নিতম্ব পরিচালিত নর্ত্তকী দিদিমণিরাই বা কই? ভাব ভেসে গেল যে? হাল চাপ—মাঝি ডাক।

কর্ণসিংহ। কে পুত্তরাম! এস, এস—রাজ-বয়স্য! পুত্তরাম প্রকৃতই তুমি চিত্তারামদায়ক। এস—ব'স—সুরাপান কর—নর্ত্তকী-দের সঙ্গীতরসে রসিক হও—আনন্দ কর।

পুত্তরাম। এই ত কথা! একেই ত বলে বনেদী বড় মানুষের বড় চাল। তার প্রমাণ ঐ বুনো রাজা সুখনন—উনি সুখনন নন পুরো দস্তুর দুখনন! নামকরণটা উল্টোমুখী হয়ে গেছে। বেটা মহা কৃপণ—কঞ্জুস—কঞ্জুস। খরচের ধার দিয়ে যাবে না, কেবল টাকা টাকা টাকা। প'ড়েও আছে তেমনি হিমালয় পাহাড়ের উত্তর দিকের একটা জঙ্গলে—জঙ্গ্‌লী—জঙ্গ্‌লী—বেটা নেহাৎ জঙ্গ্‌লী। সভ্যও হবে না—সমাজেও মিশতে পারবে না—যে কুয়োর ব্যাং সেই তাই থাকবে। এই যে এত লড়াই ফড়াই ধানাই ফানাই সব পণ্ডশ্রম হবে—গোল্লায় যাবে—শুধু মুখে দেশে ফিরতে হবে।

কর্ণসিংহ। (সচকিতে) অঁ্যা—বল কি পুত্তরাম?

পুত্তরাম। বলি না দেখতে পাবে। বলি গতিক দেখে সমঝাতে পারছ না? এঁটোপাত কখনও স্বর্গে ওঠে না। যদি ভগবান না করেন—এই রাজ্যটা না হাতে আসে—তা হলে ঐ বুনো বেটাকে কুনো ইঁদুরের মত চাপা কলে চেপে তোমাকে রাজা হতে হবে—নর্ম্মদা রাণী হবে—আর আমি হব তোমার প্রধান মন্ত্রী—বুঝেছ?

এই রকম চা'ল চাল। দরকার হয় সাহায্য পাবে—প্রাণ দিয়ে তোমার কার্য্যোদ্ধার ক'রব—দেখতে পাবে কেমন ক'রে পরের ঘরে ঢুকে নিজের স্বার্থ বাগাতে হয়।

কর্ণসিংহ। মন্দ নয় এ যুক্তি তোমার।
এক সঙ্গে কামিনী কাঞ্চন
শুদ্ধ সুকৌশলে হবে হস্তগত।
এ সুবর্ণ সুযোগ কভু না ছাড়িব
যেমন কৌশলে আসা নর্ম্মদা লভিতে
সেইরূপ চাতুরীতে রাজত্ব লভিব,
সেইরূপে সুখননে বিনাশ করিব।
এই যুক্তি সৎযুক্তি ; বন্ধু তুমি পুত্তরাম
আজ হ'তে মোর।
সহায়তা করহে সুহৃদ
আমাদের সঙ্কল্প সাধনে।

পুত্তরাম। সব হবে—সব হবে। এখন এক কাজ কর। মদ খেয়ে মেয়ে মানুষ আনিয়ে সৈন্য দলকে একটু বিলাস স্রোতে ভাসিয়ে দাও—তাহলেই বাস্—এখন ডাক নর্ত্তকী আন সুরা। নিজে ফাঁদ পেতে জাত ভাইকে সেই ফাঁদে জড়িয়ে নিজে সাম্‌লে থাকতে হবে বুঝেছ ?

কর্ণসিংহ। বুঝেছি সকলই—সহজ উপায়ে
রাজৈশ্বর্য্য লভিবার অপূর্ব্ব সুযোগ।
সেই মত কার্য্য সম্পাদিব।
নিজে মদ্যপান করি রহিব সতর্ক
মিত্র ভাবে গুপ্ত শত্রু অধঃপাত হেতু।

কামিনী কুহকে মজাইব সবে
নিজে না মজিব ।
এইরূপে কার্য্যোদ্ধার করিতে হইবে
সহায় তাহার মোর প্রিয় পুত্ররাম ।
এই—কে আছ ? দূত—

(জনৈক প্রহরী আসিল)

প্রহরী । (কুর্ণিশ করতঃ করজোড়ে দণ্ডায়মান ।

কর্ণসিংহ । সুন্দরী নর্ত্তকী আর সুমধুর সুধা আন ত্বরা মম সন্নিধানে ।

প্রহরী । যে আজ্ঞা । (প্রস্থান)

কর্ণসিংহ । (স্বগতঃ) এইবার পূর্ণ হবে চির মনস্কাম ।
এতদিন ধরি যে মহান উদ্দেশ্য যজ্ঞেতে
রত ছিনু আহুতি অর্পণে
এবে তার পূর্ণাহুতি কাল সমাগত ।
এইবার স্থিরচিত্তে তীক্ষ্ণ বুদ্ধি বলে
কূটজাল করিয়া বিস্তার
অত্যাশ্চর্য্য প্রহেলিকা করি সংঘটন
মিত্র ভাবে গুপ্ত শত্রু করিব সংহার ।
হরিব কৃতান্ত সম সুযোধন প্রাণ
মারিব পশুর মত অনার্য্য রাজায় ·
মারিব ঘাতকরূপে রাজা দুর্য্যোধনে ;
সার্ব্বভৌম একছত্রী সম্রাটের পদ
অধিকৃত কর্ণসিংহ করিবে নিশ্চয় ।

তারপর এই পুত্তরাম—
এরও নাহি পরিত্রাণ
খাদ্য সনে বিষ দিয়ে বধিব পামরে।
বিশ্বাস ঘাতক যারা
যার কাছে থাকে
স্বভাব অভ্যাস দোষ পারেনা ভুলিতে,
এই হেতু একবার বিশ্বাস হ'রালে
চির অবিশ্বাস্য সেই শাস্ত্রের বচন।
কেহ না রহিবে এই মাহিষ্মতী পুরে
চতুর্দ্দিকে ধ্বংস চুল্লী দিব জ্বালাইয়া
গ্রাম্যদেব মহেশ্বরে দহিয়া চুল্লিতে—
চুল্লি মহেশ্বর নাম দিয়া নব রাজ্যে
রবে মাত্র কর্ণসিংহ। আর রবে সেই
যার তরে ঘটিতেছে এ সব অনর্থ,
যে আমার হৃদয়ের উপাস্য দেবতা
যে রত্ন লাভের আশে আসা এই দেশে।
সেই রত্ন—সেই—নর্ম্মদা সুন্দরী
বামে বসি যেই দিন কণ্ঠ আলিঙ্গনে
মিষ্টভাসে তুষিবে আমায়
সেই দিন পূর্ণ হবে বাসনা আমার।

(গীত কণ্ঠে কাঞ্চিলাল আসিলেন)

কাঞ্চিলাল। হায় কি তামাসা—কত মনে আশা বদন ভরা হাসি।
দাঁত পড়েছে, চুল পেকেছে, বেজেছে ঐ, কালের বাঁশী॥

কর্ণসিংহ। কে তুমি কি বলছ ?

গীত।

কাঞ্জিলাল। দেখে শুনে ধোকা লেগে যায় বুঝিনা ব্যাপার
কেন অত্যাচার অনাচার দেশে শুধু হাহাকার
সে সব বিচার ; আছে বল কার
পাপ আশায় তাই প্রয়াসী ॥

কর্ণসিংহ। যাও যাও—অত ভাবনা ভাবতে গেলে নিজের কাজ হয় না—উন্নতির পথে কাঁটা পড়ে।

গীত।

কাঞ্জিলাল। অন্ধ হয়ে অহঙ্কারে হয়ে আছ জীব আত্মহারা
ভাবছ নাকি আসছে সে দিন দিচ্ছে ঐ কালে সাড়া
সময় থাকতে বুঝে চল নইলে অকালে যাবে মারা—
পেছু পেছু ঘোরে নিয়তি নিয়ে কর্ম্মের ফাঁসি
সুযোগ পেলে, দেবে গলে সেই সর্ব্বনাশী ॥

(প্রস্থান)

পুত্তরাম। কর্ণাটরাজ কর্ণসিং মশায়। এ পাগলটা মহা ধড়িবাজ ও যেটাকে বিশ্বাস ক'রবেন না—ওটা শত্রুদের একটা গুপ্ত আড়কাটী ; আমাদের ঘাঁটীতে ঢুকে তল্লাস নিয়ে গেল। ফাঁক পেলেই—উন্নাস ভবে ইয়া ভুঁড়ি মোটা কেঁদো কেঁদো লাস পাঠিয়ে সব জলপট্—করে ছাড়বে।

কর্ণসিংহ। উন্মাদ—উন্মাদ ওটা জে'ন পুত্তরাম
পাগলের অসার কথায়

কর্ম্ম ভ্রষ্ট হয়না সবলা।
যে বদ্ধমূল আশা হৃদয়ে ধরিয়া
কর্ণাট নিবাস ত্যজি তিমতে আশ্রয়
যে উচ্চতর ভরসা সম্বল করিয়া
ঝাঁপ দিয়ে পড়িয়াছি অতল গহ্বরে।
সে উদ্দেশ্য— সে সঙ্কল্প—সে আশা ভরসা
সফল হইবে মোর।
কামিনী কাঞ্চন লাভ এক শুভযোগে
অগ্রসর সেই স্বার্থ-পথে,
স্বার্থসিদ্ধি কিম্বা আত্মদান
উত্থান স্বরগে কিম্বা নরকে পতন
এ কর্ম্মের চরম উদ্দেশ্যে
সফল বাসনা কিম্বা জীবন বিনাশ।

(সুযোধন আসিলেন)

সুযোধন। সফল বাসনা কিম্বা জীবন বিনাশ
এই পণ—এই পণ—এই মাত্র পণ!
অপমান নির্য্যাতন অযথা লাঞ্ছনা—
সামান্য শিশুর যুদ্ধে পরাজিত বীর
টিট্‌কারী ব্যঙ্গ উক্তি আমার উপর!
এ সবের একমাত্র আছে প্রতিশোধ
বাসনা কিম্বা জীবন বিনাশ।

পুওরাম। বলি ব্যাপার কি বিভীষণ মশায়? রাবণ কুমার ঘ ভাঙ্গা কালনেমী মাতুল মহাপ্রভু! এতটা আঁতে লাগা—এতটা

প্রাণের টানে জীবন বিনাশ পণ—অপমানের প্রতিশোধ নিতে—বলি বলছ কি ? অমন ভুঁদো দেহটা নিয়ে—যা দশটা শেয়ালে খেতে পারে না—তেমন একটা মাংসপিণ্ড দেহ নিয়ে—ঘর সন্ধান জেনে শুনে—এত আপালি দাপালি ক'রে লড়া'য়ে গিয়ে হেরে পালিয়ে এলে—আসতে পারলে—পথে কোন কষ্ট হয় নি ? আবার এখানে এসে কোমর বেঁধে—বুক ফুলিয়ে—চোখ কপালে তুলে জীবন পণ ক'রছ। তা তো বটেই তা তো বটেই। এমন একটা দিগ্‌গজ বীর না হ'লে নিজের ভাইকে নাস্তানাবুদ ক'রতে এত আস্থা হবে কেন ? বাহবা বীর—যেন হীরের ছুরির ফীরের ধার।

কর্ণসিংহ। ছেড়ে দাও বাজে কথার আড়ম্বর। ব্যাপার কি রাজ সহোদর ? এত অপমান, লাঞ্ছনা কার কাছে ? দাদার কাছে। বলি দাদার সঙ্গে যুদ্ধে ভাই পরাস্ত হলে—লাঞ্ছনা অপমান কি ! বরং জিততে পারলে পৌরুষ পাওয়া যায়। নইলে দাদা যখন বড়—তখন বড়র কাছে ছোট ভাইয়ের চিরকাল হা'র।

সুযোধন। দাদা নন—সেনাপতি নয়—ভ্রাতষ্পুত্র নয়। অতীব আশ্চর্য্য—চিনি না—জানি না—কখনও দেখি নাই। কৌশলে যে সময় জানতে পারলাম যে রাজা রাণী ঘরে নাই সেই সময় ওঘোবতী হরণ উদ্দেশ্য বলবতী ক'রে সেনাপতি ও যুবরাজকে আক্রমণ কর'লাম—উভয় পক্ষের সংগ্রাম প্রারম্ভেই কোথা হ'তে অকস্মাৎ দলে দলে পিঁপড়ের সা'র ধ'রে—অস্ত্র সস্ত্র প্রস্তুত ক'রে নিয়ে বাল বৈশাখীর উচ্ছৃঙ্খল ঝটিকার মত—আমার সৈন্যদল ভেদ ক'রে—মধ্যস্থলে প'ড়ে অদ্ভুত রণদক্ষতায়—অসাধারণ ক্ষিপ্রহস্তে—অলৌকিক বুদ্ধিমত্তায় আমাদের হটিয়ে দিলে, সৈন্যগণ পশ্চাদভাগে হ'টে আসছে—ইত্যবসরে আর একদল এসে তাদের টুক্‌রো টুক্‌রো ক'রে ফেললে।

ঘৃণা লজ্জা অপমানের জলন্ত আগুণ বুকে জেলে নিয়ে এসেছি। আরও সৈন্য দাও—অন্ততঃ দুই শত।

পুত্তরাম। তোমার হাতে সৈন্য দিয়ে কি হবে। বাবা ভাতমারা বাঙ্গালী? এইত এক হাজার সৈন্য পাঁচ দণ্ডের মধ্যে পার ক'রে দিয়ে—জানটা নিয়ে—মানটা দিয়ে পালিয়ে এসেছ। আবার যাবে আর এমনি ক'রে তাদিগে কালের মুখে ধ'রে দিয়ে চম্পট লাগাবে! তুমি যে বাবা বৃহৎ নাবব শর্ম্মা। মুখেই প্রাণ দাও কাজে প্রাণ বাঁচাও—আঁচ লাগতে দাও না। এখন থাম- আর তোমার লেজ নাড়ায় কাজ নাই। বলে যার কাজ তার খপর নেই- অন্যের কেবল মাথা ব্যথা—সেই কথার কথা। এখন থাম-- ব'স---একটু মদ খাও। তারপর মাথা ঠাণ্ডা ক'রে—যুক্তি ক'রে— স্ফূর্ত্তি ক'রে বেরিয়ে প'ড়বে।

কর্ণসিংহ। সেই ভাল রাজ সহোদর
স্বস্থ হও—করহ বিশ্রাম
পরে হবে সমরের কথা।

(প্রহরী মদ্য আনিল ও সকলে পান করিল--- পশ্চাতে নর্ত্তকীগণ আসিতেছে দেখিয়া গললগ্নীকৃতবাসে করজোড়ে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিতে করিতে পুত্তরাম বলিতেছে।)

পুত্তরাম। (অভ্যর্থনা করিয়া) স্বাগতম—স্বাগতম--- স্বাগতম।
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু সেওড়াবৃক্ষবাসিনী
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমঃ নমঃ। (প্রণাম)
যা দেবী পেচকবর্ণাং ডাকিনীচক্ষু ধারিণীং
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমঃ নমঃ। (প্রণাম)

যা দেবী ছারপোকারূপাং টাট্কা রক্ত শোষিণীং
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমঃ নমঃ। (প্রণাম)
যা দেবী নব্য সভ্য বাবুবৃন্দং মনস্তুষ্টি কারিণীং
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমঃ নমঃ। (প্রণাম)

লাগাও লাগাও হরদম গান লাগাও—দম ধ'রনা—বেদম হরদম দমাদম চালাও।

নর্ত্তকীগণ।—

গীত।

যৌবন জীবনে, প্রেমসুধা ভরা
আমরা অবলা রমণী।
রসিক প্রেমিকবর, সুন্দর নৃপবর,
আশ্রিতা রক্ষিতা কামিনী॥
পরকীয়া প্রণয়ে প্রীতি প্রদানে
অর্থ বিনিময়ে আত্ম নিবেদনে
চঞ্চল নয়নে—মন্থর গমনে
রতিরস প্রীত নর নয়ন মণি॥
বুঝিয়া প্রাণ দিই তবে প্রাণ,
চ'খে দেখে মজিয়া দিই না মান,
শোন রসের গান—কর কিছু দান
তোমার আশায় বঁধু ব'সে দিবা যামিনী॥ (নৃত্য)

(শশব্যস্তে সুখনন আসিলেন)

সুখনন। কর্ণসিংহ! রাজ সহোদর!

আনন্দে উন্মত্ত সবে আছ এ সময় ?
এ দিকে যে ঘোর সর্ব্বনাশ
কোথা হ'তে অকস্মাৎ পঙ্গপাল সম
উন্মুক্ত অসি করে শিশু সম্প্রদায় এক
আসি, পশি শিবির ভিতরে
নিষ্ঠুর ঘাতক সম
যারে পায় সম্মুখে দেখিতে—
বৃদ্ধ, যুবা, নারী না করি বিচার
অস্ত্রাঘাত করিতেছে সবার উপর।
কেহ নাই বাধা দিতে —
সশঙ্কিতে দুর্গদ্বার রুদ্ধ করি
গুপ্তভাবে নারীগণ শিশু পুত্র ল'য়ে
ওষ্ঠপ্রান্তে মৃত্যুরেখা করিয়া অঙ্কিত
কাষ্ঠ পুত্তলিকা সম নিস্তব্ধ নিশ্চল।
ক'রনা বিলম্ব কেহ চল ত্বরা ;—
রক্ষ মান রক্ষ প্রাণ রক্ষ শিশু নারী —
রক্ষা কর সব —রক্ষা কর সৈনিক মণ্ডলী।
অনর্থক মহামারে নাহি প্রয়োজন
সন্ধি কর—সন্ধি কর—
স্থগিত রাখিয়া রণ।

পুত্তরাম। এঁ্যা—সে কি! যুদ্ধ—এখানে ? শিবিরের ভিতর! উড়ো পাখীর বিড়ালের ভয়—এঁ্যা তাই নাকি—সত্যি নাকি—স্বাইরী নাকি ?

সুখনন। মিথ্যা নহে এক বর্ণ।

পুত্তরাম! চিত্র পুত্তলিকাবৎ
কি দেখ চাহিয়া?
ধর অস্ত্র—যুদ্ধে চল!
বীরবৃন্দ! হওহে প্রস্তুত
জীবন সমস্যা আজ,—
যুদ্ধ কর উপস্থিত
সুযোগ বুঝিয়া পরে
কহিবে সন্ধির কথা।

কর্ণসিংহ! তুমি উত্তর প্রান্ত রক্ষা কর রাজ সহোদর ধর্ম্ম নষ্ট ক'রনা ভাই! বিশ্বস্ত অন্তরে নিজ কার্য্য জ্ঞানে দক্ষিণ দিক রক্ষা ক'রবে! আর আমি পরিখা পার্শ্বেই থেকে তীর চালিয়ে পূর্ব্ব দিক রক্ষা ক'রব—কেবলরাম বাধা দেবে সম্মুখে। প্রবেশ ক'রতে দেবে না। যা এসেছে যথেষ্ট—পারতো এস হটিয়ে দিতে হবে নয় সন্ধি ক'রতে হবে, এস এস প্রস্তুত হ'য়ে ছুটে এস।

প্রস্থান।

কর্ণসিংহ। (নিজমনে) এইত সুযোগ!
কি করি এখন?
সহজেই কার্য্যোদ্ধার করিয়া লইব।
শত্রু দিয়ে গুপ্ত শত্রু করিব নিপাত
ছলনায় হস্তগত করিব সকল?

পুত্তরাম। ভাবছ কি সিংজী দাদাঠাকুর! সেই কথা তো! সে এখন ভুলে যাও। এখন এই ধাক্কা সামলাও নইলে অক্কা পেতে হবে। ঐ এল—ঐ এল—দে দৌড়—দে দৌড়—ভোঁ দৌড়। [পলায়ন।

(দুই তিন বার তোপধ্বনি)

কর্ণসিংহ। রাজ সহোদর! ঐ দেখ একদল রক্ত উষ্ণীষধারী ঢাল খড়্গ করে বিশালবপু নবীন যুবক সম্প্রদায়। ঐ দেখ অসংখ্য অগণ্য। (পুনঃ তোপধ্বনি) ঐ কামান দাগছে—এস ছুটে এস।

[প্রস্থান।

সুযোধন। ওরাই তারা, যারা একবার আমাকে যথেষ্ট নিগৃহীত করেছে। সাবধানে থাকতে হবে। কি জানি—সব গেলে সব হয় জীবন গেলে আর হয় না।

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

সমতল ভূমি।

(উভয় পক্ষের কামান দাগা ও বন্দুক লইয়া।)

যুদ্ধ ও প্রস্থান।

(হাঁপাইতে হাঁপাইতে পুত্তরাম আসিল)

পুত্তরাম। ওরে বাবারে কি বিষম ঠ্যালারে—যেন হাজার হাজার বাজ এক সঙ্গে পড়ছে—মাটী কেঁপে উঠছে—পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত থরথর ক'রে কাঁপছে—বুক ধড়ফড় করছে। এ হে হে—

সর্ব্বনাশ হয়েছে—ভয়ে পড়ে—কাপড়ে অসমাপ্ত হয়ে গেছে! পালাই বাবা এখন জলে ডুবে মাথায় হাঁড়ি দিয়ে থুকিয়ে পড়িগে। নইলে গিন্নি আমার মারা যাবে বাবা সত্যপীর! কিছু সিন্নি দোব বাবা আমার বাপের বংশের বাতি দিতে আমাকে বাবা আজকের দায়ে বাঁচাও। (তোপধ্বনি) ঐরে—(পতন ও সভয়ে পলায়ন)

চতুর্থ দৃশ্য।

প্রান্তর।

(ওঘোবতী ধীরে ধীরে আসিল)

গীত।

ওঘোবতী। হে অদিনের বন্ধু সকলি তোমার বাসনা।
করুণাসিন্ধু—পূর্ণইন্দু—ধন্য তোমার করুণা॥
সঙ্কট সমরে—তোমার সহায়ে, পরাজিত যত অনার্য্য
ভীত চকিত বিনীত বচনে ক'রেছে সন্ধি ধার্য্য;
তোমারি করুনা দিয়েছে বাহুতে—বৈরী বিজয়ে শৌর্য্য,
হৃদয় দেবতা তুমি হে আর্য্য হৃদয় আসনে ব'সনা॥
পিতামাতা হারা জনম দুঃখিনী,
তোমার সৃজিতা কেন অভাগিণী—
শুধাব বারেক মরমের স্মৃতি
অতীত গুপ্ত কাহিনী;—

কেন বা আসিবে না—সখি ব'লে ভালবাসিবে না—
রমণী জীবনে পতিনিধি দানে পদাশ্রিতা জনে তুষিবে না॥

একটা তুমুল ঝড় উঠে নিস্তব্ধতায় সংসারটাকে এখন কত গম্ভীর ক'রে তুলেছে। এইক্ষণ পূর্ব্বে অন্তরের যে ঐশী শক্তি—যে অমানুষিক সামর্থ্য যে অলৌকিক দৈববলে ভরা ছিল এখন—এখন যেন সেটাও নিষ্ঠুর ভাব ভুলে কোমল ভাবে গম্ভীর হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। তাই ডাকি তোমায় বিরাট রূপী মহাব্রহ্ম! একবার জলদ গম্ভীর নবীন মূর্ত্তিতে—আমার অন্ধকার ভরা হৃদয়ের গভীর প্রদেশে এস।

(ক্ষত্রিয় বালক বেশে সত্যনারায়ণ আসিল)

সত্যনারায়ণ। ডাক ডাক বালিকা। আবার ডাক। বড় মধুর লেগেছে। অনেকের অনেক ডাক শুনেছি, কিন্তু এমন এক কথায়—এত সহজে ডাকার মিষ্ট বুলী কারও মুখে শুনি নাই। আবার ডাকতো!

ওঘোবতী। কে তুমি হরিভক্ত বালক? হরিনামের ধ্বনি কর্ণ-কুহরে প্রবেশ ক'রতে না ক'রতে মধুর শব্দ অনুসরে ছুটে এসেছ? শুনবে কেমন ক'রে ডাকতে হয়। শুনে কি ক'রবে? দেখবে না শিখবে?

সত্যনারায়ণ। হরিনাম কি আর দেখা যায়—শুনব—শুনে যা হয় একটা ক'রব। এখন তুমি আর একবার ডাক আমি শুনি।

গীত।

ওঘোবতী। শোন—

অসীম অনন্ত বিরাট পুরুষ এস মম ক্ষুদ্র হৃদয়ে।
ঠিক হৃদয়ের মত ক্ষুদ্র মূরতি, পরহে নব অভ্যুদয়ে॥

তোমার রূপে তুমি এস, তোমার গুণটী লইয়ে
তেমনি ধারা হেলে দুলে বাঁশীটী বাজাইয়ে,
ঠিক তেমনি ধারা—গড়া চূড়া তেমনি নূপুর পায়ে দিয়ে
পাই তেমনি ভক্তি তেমনি প্রীতি তেমনি তোমায় উদয়ে ॥
কি ব'লে ডাকিব আছে কত নাম,
তুমি ব'লে করি তোমাকেই প্রণাম,
তুমি ময় দেখি ভূমণ্ডল—গ্রহ উপগ্রহ আখণ্ডল
তোমারি মহিমা—তোমারি গরিমা
বিরাজিত হেরি সমুদয়ে ॥

সত্যনারায়ণ। (নিজ মনে) এমন অটল বিশ্বাস—এমন বিমল বুদ্ধি মত্ত্বা—এমন বিশুদ্ধ ব্যবহার না থাকলে—"আমি" ডাক শুনে ছুটে আসব কেন? হয় ত—আমি এক ডাকে এসেছি বলে অনেকে মনে ক'রছে—ধ্রুব প্রহ্লাদ কত কষ্টে যার দেখা পায় নাই—আজ কাল এক ডাকেই তাঁকে পাওয়া যায়? কেউ বা ভাবছে ভগবানের এখন নাট্য কবির জ্বালায় পরিত্রাণ নাই। বন ভবন অনল অনীল যেখানে কেউ একবার হরি বলছে—নাট্যকার সেইখানেই—ঈশ্বরকে টেনে এনেছে—এটা তাদের কি অত্যাচার—কি অজ্ঞতা—কি অসঙ্গত কল্পনা! কিন্তু বাস্তবিক তা নয়—আমি যখন সর্ব্বময় তখন সর্ব্বত্র বিরাজিত—আর ডাকার মত ডাক একবার ডাকলেই—আমি আসি। নইলে কোটী কল্পান্ত যুগ ডাকলেও কেউ দেখতে পায় না। ওঘোবতী! তুমি বড় ভাগ্যবতী—বড় পুণ্যবতী—তোমার প্রাণে এত প্রেম না থাকলে স্বয়ং বিধাতা তোমায় বিবাহ ক'রতে বাসনা ক'রবেন কেন? প্রজাপতির নির্ব্বন্ধে প্রজাপতিই তোমার পতি। তোমার

মত এমন সতী—তোমার মত ভক্তিমতি—কয়জন নরকুলে আগে—যা এসেছ বর্ত্তমানে তুমি! তোমার নাম ওঘোবতী অর্থাৎ বেগবতী—তা কালে তুমি নদীরূপ ধারণ করে মহা বেগবতী হবে—আগামী কলি যুগে তোমার খরতর প্রতাপ দেখে তোমায় তাপিতা বা তাপ্তি নামে অভিহিত করবে। তোমাদের জন্ম—শুধু দেবকার্য্য সাধনে।

ওঘোবতী। কি ভাবছ? এখান বোধ হয় ভাল হয় নাই। ভাব আসে নি বোধ হয়—নয়ত ঠিক প্রেম হয় নি?

সত্যনারায়ণ। সব হয়েছে—যতটুকু হবার প্রয়োজন চরম হয়েছে। দেখ তুমি আজ হ'তে আমার দিদি! ভাই বোনে এক সঙ্গে থাকব খেলব বেড়াব। কেমন?

ওঘোবতী। সেটা তোমার দয়া বা ইচ্ছা! নিজে ইচ্ছা ক'রে যে আমার কাছে আসে তার সঙ্গেই আমি হরিনাম করি। হরিনামে অসাধ্য সাধন হয়েছে থাকে! আমরা কতকগুলো অশিক্ষিতা রমণী রণসাজে শত্রুর সম্মুখে গিয়ে কেবল হরিনামের বলে জয়ী হয়েছি। হরিনামে সব হয়।

সত্যনারায়ণ। সত্যি দিদি? হরিনাম এমন জিনিস?

ওঘোবতী। এর তুলনা নাই। অমৃত হতেও যদি মধুর কিছুও থাকে বীণার ঝঙ্কার হতেও যদি সুমিষ্ট স্বর কিছু থাকে—সকল সন্তাপে সান্ত্বনা দিতে যদি কোন শান্তিদায়ক বস্তু থাকে তবে ঐ হরিনামই আছে। এর গুণ মানুষে ব'লতে পারে না—দেবতায় বুঝতে পারেন না—এমন কি দেবাদিদেব ভোলানাথও ভুলে প'ড়ে প্রকাশ ক'রতে পারেন না।

সত্যনারায়ণ। তুমি আমাকে তোমার দলে মিশিয়ে নাও।

আমিও বরং একখানা গান গাই তুমি পরখ ক'রে কসে মেজে দেখে নাও।

ওঘোবতী। তুমিও হরিনাম গান জান? তবে গাওনা ভাই—নীরবে কেন? যার ভাল মন্দ নাই—সুরতাল নাই চির মধুর—চির সুরতাল মাখান—সে নাম যেমন পায়—কেবল প্রেম ভক্তি ভাবের সঙ্গে ডাক। ভাইরে! নাম গাওয়ার চেয়ে শোনা ভাল তুমি গাও আমি শুনি।

গীত।

সত্যনারায়ণ। কোথায় হরি হরিধারী শক্তিরূপিণী।
মূল মুক্তি মোক্ষ তুমি লক্ষ্য অক্ষ ধারিণী॥
প্রলয় কারণ জলে বটপত্র হ'লে,
ব্রহ্মে ধরি বক্ষোপরি বিশ্ব প্রসবিলে,
হরিতে ধরার ভার, কত রূপে অবতার
হরিহে তোমার,—
দশ মহাবিদ্যা—আবার দশগ দশা নাশিনী।

ওঘোবতী। সুন্দর সুন্দর অতি সুন্দর। তোমার ভাবের মাত্রা ছাপিয়ে উঠেছে। তোমার ডাকেই হরি দেখা দেবেন।

(কাঞ্জিলাল আসিলেন)

গীত।

কাঞ্জিলাল। আয়রে ভাবুক, আয়রে প্রেমিক, আয়রে রসিক
ছুটে আয়।
ভাব সাগরে, প্রেমের তুফান রসের সলিল
গড়িয়ে যায়॥

কিবা ভস্মাচ্ছাদিত, দীপ্ত অনল সম
লুকান রূপের জ্যোতি,
কিবা চরণে নূপুর শ্রবণ সুখকর
বদনে বিমল ভাতি।
কিবা শ্রীপদ নখরে, রবি-শশী বিহরে
পুলকে পূরিত মতি
কিবা ফকির বেশে, ফির দেশে দেশে —
শিখাও সকলে সুনীতি;
কিবা ভক্ত সখা হয়ে, রক্ষ ভকত জনে,
মোক্ষ মুক্তি দিয়ে তার ভব দায়॥

ওঘোবতী। আজ কি শুভদিন রে! ভাবের স্রোতে ভাবুকবৃন্দ ভাসমান—কি অপূর্ব্ব দৃশ্য রে। যদি প্রাণ দিয়ে প্রেমের ধন চাও—তবে এই সাধু সম্মিলনে যোগদান কর। সৎপথে সাধু সঙ্গ লাভ করতে না পারলে কৃপাময়ের কৃপা পাওয়া যায় না।

কাঙ্গিলাল। মা মা তুই কে মা? বালিকারূপিণী তুই কি মা রণচণ্ডী সৌম্য শান্ত সৌন্দর্য্য লাবণ্যময়ী শান্তিময়ী মা অভয়া? কখন যে কি মূর্ত্তি ধরিস বেটী তা বুঝে উঠা দায়। এই অভয়া ক্ষণপরেই ভয়ঙ্করা এই শান্তিময়ী—মুহূর্ত্তেই আবার ছিন্নমস্তা—এই ভুবনেশ্বরী—পর মুহূর্ত্তেই অমনি ভৈরবী! মা তোর একি রঙ্গ?

সত্যনারায়ণ। তুমি কে গা?

কাঙ্গিলাল। একজন উন্মাদ!

সত্যনারায়ণ। এখানে কেন?

কাঙ্গিলাল। ভাবের আকর্ষণে—প্রাণের টানে—ভক্তির আহ্বানে।

এখানে যে পাগলের হাট বসেছে—পাগলের মেলায় যে আসে সেই ত পাগল। বলি বালক! তুমি কি? পাগোল না মাথাগোল?

সত্যনারায়ণ। আমি পাগলও বটি আবার মাথাগোলও বটি। তবে কোনও গোলের ধার ধারি না।

কাঞ্জিলাল। ধার না? তোমার বুঝি ধারণা—তোমায় কেউ চেনেনা—জানেনা—দেখেনা। গোলাধারের ধারেই না তোমার থানা? তপ্তকাঞ্চন প্রভান্বিত—জ্যোতির্ম্ময় প্রণবমণ্ডল মধ্যবর্ত্তী মহাপুরুষ কে? তুমি না? তবে যে বলছ গোলের ধার ধারনা?

সত্যনারায়ণ। তোমার নিতান্ত মাথা খারাপ হয়েছে—ক্ষেপে গেছ তুমি! তাই আবোল তাবোল যা তা বলছ। প্রণব মণ্ডল—জ্যোতির্ম্ময়—গোল এ সব কি বলছ?

ওঘোবতী। কাঞ্জিলাল ছেলেটী কেমন দেখেছ—দেখলে যেন কেমন একটা আকর্ষণে মন প্রাণ সব টেনে নেয়। এ যেন ঠিক—

সত্যনারায়ণ। ঠিক কি? গাধা ঘোঁড়া না উট্। যার যা মনে হচ্ছে সে তাই বলছ যে? আবার খানিক পরেই হয় ত বলবে তুমি আমাদের ভগবান।

ওঘোবতী। রাগ ক'রছ—না ভাই কিছু বলব না। বরং কিছু খাবে চল। এস কোলে ক'রে তোমায় নিয়ে যাই।

সত্যনারায়ণ। তা বরং চল—বেশ ভাল ভাল জিনিস দেবে—আমি খেতে খুব মজবুত—জান দিদি।

ওঘোবতী। তোমায় খাওয়ানও সার্থক! এস কাকা।

(সত্যনারায়ণ সহ প্রস্থান)

কাঞ্জিলাল। খাওয়াও বালিকে! যিনি বিশ্ব জীবকে খেতে দেন

তিনি তোমার হাতে খেতে গেলেন—যাও জন্ম ধন্য করগে—কর্ম সার্থক করগে ধর্ম্মকে বেঁধে বেঁধে রাখগে। (প্রস্থান।)

পঞ্চম দৃশ্য।

(ত্রিপাত রাজ শিবির)

(সুখনন, কেবলরাম, পুত্তরাম সুযোধন ও কর্ণসিংহ)

নিজ নিজ আসনে উপবিষ্ট।

সুখনন। সেনাপতি! সব ঠিক?

কেবলরাম। আজ্ঞে হাঁ।

সুখনন। সন্ধি পত্রে স্বাক্ষর ক'রেছে কে?

কেবলরাম। যুবরাজ অরিন্দম।

সুখনন। রাজা দুর্য্যোধন স্বাক্ষর ক'রলেন না কেন?

কেবলরাম। তিনি সম্প্রতি সস্ত্রীক বাণপ্রস্থে।

কর্ণসিংহ। তবে এ স্বাক্ষর অগ্রাহ্য। রাজার হস্তাক্ষর ব্যতীত সন্ধি পত্রের সর্ত্ত সব ব্যর্থ।

কেবলরাম। রাজা যখন নিরুদ্দেশ তখন যুবরাজই বর্ত্তমানে রাজা।

কর্ণসিংহ। আমার যুক্তিতে এটা যেন কেমন?

সুখনন। যেমনই হ'ক—শান্তি স্থাপন হয়েছে ত? শত্রুগণ নিশ্চেষ্ট ভাবে অবস্থান করছে ত? এই উত্তম—আর কিছুই চাই না। এখন চাই এমনি সম্মান সমুজ্জ্বল রেখে স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত-

হওয়া। নিজ রাজ্য শাসনে সুখী হয়ে বাস করা ভাল, তবু অন্যের পোষকতায় পররাজ্য হস্তগত করবার বিফল প্রয়াসে প্রয়োজন নাই। সেনাপতি! আদেশ কর আজই শিবির উঠান চাই।

সুযোধন। আজই শিবির উঠান চাই—আপনি বলেন কি মহারাজ!

সুখনন। ন্যায় সঙ্গত কথাই—বলেছি রাজ সহোদর। সৈন্যগণ দিন দিন যেরূপ নিস্তেজ হ'য়ে পড়ছে—নিজেদের মনের বল যেরূপ ভগ্ন প্রায় হয়েছে রাজা রাণীর অবিদ্যমানে প্রজাপুঞ্জসহ যুবরাজ এবং জয়সেন সেনাপতি যেরূপ অসাধারণ—রণ দক্ষতায় সমরে সৈন্য পরিচালিত ক'রছে তাতে এ যুদ্ধে জয়ের আশা না ক'রে—মানে মানে অবসর নিয়ে যুদ্ধ স্থগিত রাখাই বুদ্ধিমান মাত্রেরই কর্ত্তব্য।

সুযোধন। তাহলে—তাহলে রাজা আমার দুর্দ্দশা কি হবে একবার ভেবে দেখেছেন কি? যে আকাঙ্ক্ষার অদম্য উত্তেজনায় উৎফুল্ল মানসে, ভ্রাতার বিপক্ষে অস্ত্রধারণ ক'রেছি, যে আশা বুকে বেঁধে জ্যেষ্ঠের আনুগত্য অস্বীকার ক'রে আপনার মান সম্ভ্রম—তিরাত রাজের পদতলে সমর্পণ ক'রে—তাঁর ক্রীত কিঙ্কর হতে বসেছি—যে মন্ত্রণার অমোঘ চাতুর্য্যে চালিত হ'য়ে যার বক্ষে জন্ম গ্রহণ ক'রেছি সেই সুখের শান্তির আনন্দের স্থান প্রতিষ্ঠান বা মাহিষ্মতী, আজ আপনার চরণ তলে ডালি দিতে বসেছি। আমার সেই সব কর্ম্মের পরিণাম কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে? আবার কি দন্তে তৃণ ধারণ ক'রে ভ্রাতপুত্রের আশ্রয় গ্রহণ ক'রতে যেতে হবে; তাহলে আমার—বিক্রমে—সামর্থে—জীবনেই বা ফল কি? এর চেয়ে যে মৃত্যুও মঙ্গল! মহারাজ! অনুগ্রহাকাঙ্ক্ষী আশ্রিত আমি, আমাকে অজল অস্থলে ভাসিয়ে দিয়ে যদি নিতান্তই—স্বদেশ যাত্রা করেন তবে

একটী অনুরোধ আমার রক্ষা করুন। আমার বক্ষে আপনার ঐ সুবিশাল তীক্ষ্ণ অসি আমূল প্রহার ক'রে স্বচ্ছন্দে যান—নতুবা—

কেবলরাম। নতুবা কি!

সুযোধন। নতুবা আজ আপনাদের সমক্ষে এই ঘৃণিত কলঙ্কিত জীবন বিসর্জ্জন দেব। ধরা পৃষ্ঠ হ'তে সুযোধনের নাম চিরকালের মত বিনষ্ট করব। আর চূণ কালী মাখা মুখ নিয়ে ক্ষত্রিয় সমাজে ফিরব না।

সুখনন্দ। রাজ সহোদর! কর দুঃখ পরিহার
ঘৃণা লজ্জা হয় যদি এরাজ্যে থাকিতে—
চল তবে মোর সনে তিব্বত রাজত্বে।
সুযুক্তি করিয়া তথা, নির্দ্দিষ্ট সময়ে
আবার করিব পুনঃ রণ অভিযান॥

পুত্তরাম। (নিজ মনে) তা বেশ কথা! ঘরভেদী—বিভীষণের মত তুমিও এই রামচন্দ্রের সঙ্গে অযোধ্যায় যাও। সেখানে পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরে—স্বাস্থ্যটা একটু সুস্থ ক'রে—বন্য বরাহ কুক্কুট আদির সুরসাল পলাণ্ডু রস মিশ্রিত মাংসের ঝোল্ খেয়ে সামর্থ বাড়িয়ে এসে আবার আদা জল খেয়ে লেগে যাবে। এখন ত আর বাহাদুরী খাট্ল না—বাঁদরের বুদ্ধির মত ঘটে গেল। বরাত—কর্ত্তা সব বরাত। (প্রকাশ্য) মহারাজ! এঁকে সঙ্গে নিন—ইনি আমাদের বেজায় হিতৈষী—যেন বরের ঘরের মাসী—কিম্বা ক'ণের ঘরের পিশি এই রকম পাশাপাশি সম্বন্ধ। এঁকে ছেড়ে যাবেন না ইনি বাঙ্গলা মুলুকের একটী ভুঁইফোড়—আস্ত—অমূল্য রত্ন। এই সব মহাত্মা পদ বাচ্য মহাশয়গণের গুণেই ভারতের মুখ এমন উজ্জ্বল।

সুযোধন। ক্ষমা ক'রবেন মহাশয়। সব সময় রহস্য বিদ্রূপ ভাল লাগে না।

পুত্তরাম। তাতো না লাগতেই পারে। নিজের ঘর ছেড়ে পরঘরী হতে হচ্ছে এটা একটা বেজায় রকমের দরদ লাগা কথা বটে। তার প্রমাণ—মেয়েগুলো—বাপের ভিটে হতে শ্বশুরের ভিটেয় যেতে হলেই কেঁদে কেঁদে দেশের লোক জমিয়ে ফেলে। আপনি মশায় যেন সে রকম মেয়ে শ্বশুর বাড়ী যাওয়ার ক'ট ধ'রে ব'সে কান্নার সুর নেবে.না? তা মশায়! এ আর দুঃখ কি। লা পর গাড়ি গাড়িপ'র লা—এই ধরুন এতদিন আমরা—আপনাদের দেশে ছিলাম এখন তার উল্ট—কিনা আপনি ত'মাদের দেশবাসী হবেন। এ আর এমন শক্ত কি—এই মধ্য প্রদেশ আর সেই তিব্বত—সেই হিমালয়ের মাথায় নেপাল তার উত্তরেই তিব্বত। কতটুকু পথ—এ আর সহ্য হবে না।

সুযোধন। তা না হয়—হ'ল। কিন্তু যে জন্য এত বড় একটা প্রকাণ্ড কাণ্ড—সে সব তো লণ্ড ভণ্ড হয়।

পুত্তরাম। তাহবে কি। এতো ন্যায়ের কথা। কাণ্ড বাধাবার আগে যুণ্ড ঠিক না ক'রে—ভেবে চিন্তে না দেখে তুণ্ড দিয়ে একটা কথা বললে পণ্ডশ্রম হবে বই কি।

সুযোধন। আমি বলি কি রাজা। আপনারা দেশে যান। ক'র্ণসিংহ আর আমি রাজা রাণীর অন্বেষণ ক'রে দেখি—যদি রাজ্যের উৎপাত নিপাত—ক'রতে পারি! রাজা! আজ আমি অধর্ম্মের প্রকৃত কিঙ্কর—পাপের মূর্ত্তিমান সহচর নরকের কদর্য্য প্রেত। ধর্ম্মাধর্ম্ম নাই—ন্যায় অন্যায় নাই আর ভাল মন্দ বিচার তো করবই না। যে পাশবিক বৃত্তি নিয়ে আপনার কাছে এসেছি সে উদ্দেশ্য সাধনের

এখনও অনেক বাকি। যাও তোমরা দেশে থাকব আমি আর কর্ণসিংহ। অত্যদ্ভুত সামর্থ প্রভাবে পৃথিবীর এক প্রান্ত হ'তে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত তন্ন তন্ন ক'রে অনুসন্ধান ক'রব। যেখানে পাই—যেমন ক'রে পারি আগে ভ্রাতৃ রক্তে হস্ত যুগল রঞ্জিত ক'রে পরে ভ্রাতৃবধু নর্ম্মদাকে কর্ণসিংহের করে সম্প্রদান ক'রব। জ্ঞাতিপুত্র অরিন্দমকে হত্যা ক'রে পিতৃ পুরুষগণের জল পিণ্ড লোপ করব—তবে আমার রাজ্যলাভের কণ্টক নির্ম্মূল হবে। ক'রবও তাই—ক'রতে হবেও তাই—করা প্রয়োজনও তাই।

পুত্তরাম। তাও মন্দ মতলব নয়। যা শক্ত পরে পরে। পারত দেখ—আর একটা বেশ সহজই হবে। দাদার ভাই হ'য়ে—বিশ্বাস দেখিয়ে—কাছে থেকে—বুকে ব'সে ছুরি মারা এ আর কষ্ট কি! এতো অতি সহজ। আজ কাল পরকে মারার চেয়ে নিজের ভাইকে মারা আদৌ শক্ত নয় খুব সহজ—বেতাক সহজ—আরও সহজ।

সুখলন। কর্ণসিংহ! তোমার কি অভিপ্রায়!

কর্ণসিংহ। (নিজমনে) রাজ্য লাভের আশার এই ত শেষ। পুত্তরামের কৌশল ত সবই ব্যর্থ হ'ল। এখন নর্ম্মদার আশায় এই দিকেই ভরা করা যা'ক। (প্রকাশ্যে) আপনার আদেশ পেলে মহারাজ! শক্তির শেষবিন্দু পর্য্যন্ত রাজ সহোদরের সঙ্গে চেষ্টা ক'রে দেখতুম যদি আপনার উন্নতি পথের কণ্টক উৎপাটন করতে পারি।

সুখলন। দেখবে—একাগ্র অন্তরে মৃত্যুর প্রান্ত সীমা পর্য্যন্ত চেষ্টা ক'রে দেখবে আমার অরাতির উচ্ছেদ সাধন ক'রতে—পার কি না? তবে দেখ কর্ণটি রাজকুমার? আমার হিতার্থে তোমাদের কর্ত্তব্যের শেষ সীমা পর্য্যন্ত প্রয়োগ ক'রে দেখ পারত পুরস্কৃত হবে।

সুযোধন। পুরস্কার কি দেবেন ভূপতি! বন্ধুত্বের কোমলতার নিদর্শন মহাত্মার সাদর আলিঙ্গন এবং সহানুভূতি প্রদর্শনই আমাদের আশাতীত—পুরস্কার। এখন আমাদের সরল অন্তঃকরণে—এই কঠোর কার্য্য সম্পাদনে অনুমতি প্রদান করুন।

সুখনন। দিলাম—অনুমতি দিলাম। যাও কর্ণসিংহ যাও রাজ সহোদর সেনাবিন্যাস হ'তে—আবশ্যকানুযায়ী সুদক্ষ শস্ত্র সুপণ্ডিত সৈন্য সংগ্রহ করগে—ভাণ্ডার হ'তে—সমরোপযোগী সৈন্য সমূহের রসদ সংঞ্চয় করগে। সাহায্যকারী—যোদ্ধা—অস্ত্র কউকে কাছে রাখ।—যদি আবশ্যক বোধ কর তাও আমি প্রদান ক'রতে প্রস্তুত।

সুযোধন। সেনাপতি কেবলরাম থাকতে পাবেন কি?

কেবলরাম। না। রাজাদেশের পূর্ব্বেই—আমার মুখ হ'তে এবাক্যের উত্তর—নির্গত হয়েছে এজন্য রাজেন্দ্র সমীপে যদি কোন ত্রুটী বা অপরাধ হয়ে থাকে—ক্ষমা করবেন।

সুখনন। অপরাধ কি সেনাপতি? সত্য—ন্যায্য যুক্তিসিদ্ধ কথা। রাজা একা রাজ্যে থাকলে বিদ্রোহী প্রজাগণ আবার উচ্ছৃঙ্খল হ'য়ে বিশৃঙ্খল ঘটাতে পারে।

পুত্তরাম। তাদের শাসনের জন্য বাঘরাশিস্থ সেনাপতি হুজুরের সেখানে থাকা দরকার। শতধার সহস্রধার দরকার:

সুযোধন। আচ্ছা—তাই—হ'ক মহারাজের ইচ্ছায়—আমাদের দ্বিরুক্তি বিন্যাস নাই। এস কর্ণসিংহ! এস সখা! এস আমার সুখ দুঃখের সম অংশভাগী মহাপ্রাণ! কর্ম্মক্ষেত্রে নেমে পড়িগে চল—অতল তলে ডুব দিইগে চল—পাতাল কতদূরে দেখিগে চল। (রাজাকে) আসি তবে রাজা! মধ্যে মধ্যে সংবাদ নেবেন এবং পাবেন।

কর্ণসিংহ। বন্দি রাজপদ। (উভয়ের প্রস্থান)

পুত্তরাম। আঃ বাঁচা গেল! বেটা ছিলে জোঁক আপনা হতেই সরে পড়েছে—নইলে মুখে চুণ দিয়ে তাড়াতে হতো।

সুখনন। এইবার চল—স্বদেশ যাত্রা করি।

কেবলরাম। সমস্তই----প্রস্তুত কেবল মহারাজের অনুমতির অপেক্ষা।

সুখনন। ঐযে সৈন্যগণ সকলে প্রস্তুত হয়ে----উৎসাহ ভরে আনন্দ সঙ্গীত ধারা বর্ষণ ক'রতে ক'রতে আসছে।

(সৈন্যগণ—শিবির ছাড়িয়া যাওয়ার বেশে আসিল)

গীত।

সৈন্যগণ। জয়তি সুমতি ভূপতি কুল তিলক।
প্রজাকুল দুঃখ হর দীন প্রতিপালক॥
স্বদেশ অভিমুখে করিতে অভিযান,
প্রস্তুত হয়েছে অপূর্ব্ব নব জান,
রথ অশ্ব হস্তী সজ্জিত নর যান,
চলহে আরোহিয়া তিব্বত আলোক॥
শূন্য সিংহাসন তোমার অভাবে,
ক্ষুণ্ণ বৈরীবল তব ভীম প্রভাবে,
পুণ্য মূরতি প্রভু পবিত্র স্বভাবে,
কত ভাবে ভবে রাজ্য চালক॥

সুখনন। এস দেশবাসী রাজভক্ত বীর সৈন্যগণ! চল তোমাদের সঙ্গে আবার তিব্বতে যাই। আবার আমার জন্মস্থান তিব্বতের

শস্য শ্যামল পুষ্পোজ্জ্বল পুলকিত প্রান্তর প্রত্যক্ষ পরিদর্শন করিতে চল। আবার সেই স্নিগ্ধ প্রতিমূর্ত্তি নীলিমাচুম্বিত শ্যামকুঞ্জে বিহঙ্গ কূজন শ্রবণ ক'রে আনন্দিত হইগে চল। আবার সেই দিগন্ত বিস্তৃত হরিৎক্ষেত্রে শীতল সমীর সেবন ক'রে স্বাস্থ্য সুস্থতা লাভ করিগে চল! মাহিষ্মতী। মাতৃরূপা প্রতিষ্ঠান পুরী। থাক তুমি—এক্ষেত্রে অধম সন্তানকে অঙ্কে স্থান দিতে নিবৃত্তা থাক। আশীর্ব্বাদ কর যেন সুযোগ্য সন্তান হ'য়ে সত্বর এসে তোমার পূত অঙ্কে আশ্রয় পাই। জয় হর হর শঙ্কর।

সকলে। জয় হর হর শঙ্কর। (বলিতে বলিতে প্রস্থান)

(কাঞ্জিলাল আসিলেন)

গীত।

কাঞ্জিলাল। এভব সংসার, মায়া—কারাগার
আমার আমার করি মত্ত মূঢ় জীবে।
আশার কুহকে, পড়িয়া বিপাকে
অনন্ত নরকে, ডুবিতেছে—মনে॥

ভাবে না ভ্রমে কার আজ্ঞা ক্রমে,
কি স্বার্থ—সাধনে ভুবনে ভ্রমে,
ভুলি হরিনামে বদ্ধ পরিণামে,
অর্থলোভে শুধু—পরমার্থ মধু, পরিহরি সাধু, অসাধু
বিভবে॥

কোথা সে তিমত—কোথা প্রতিষ্ঠান
কার সে মাথা ব্যথা কে করে সন্ধান

যাহার ভাবনা সে কভু ভাবে না
জলবিম্ব ওঠে যথা পুনঃ জলে মিশিবে ॥

(প্রস্থান)

ষষ্ঠ দৃশ্য ।

লোভ ও লালসা ।

লোভ । দেখ লালসা ! তুই বড় দুষ্টু—তোর সঙ্গে আমর আড়ি ।

লালসা । তবে চলি আমি বাপের বাড়ী ।

লোভ । যাইরাঁ নাকি দিবি ফাঁকি !

লালসা । আমার দোষটা কি ? বল্লি যে আড়ি ?

লোভ । বুনো রাজাকে কেন তুই পাঠিয়ে দিলি বাড়ী ?

লালসা । কি করি ! একঘেয়ে সুখ ধ'রে কদিন থাকতে পারি ।

লোভ । আমায় একবার বল্লে দেখতে পেতিস বাহাদুরী ।

লালসা । এখন একবার বাহাদুরী দেখাও না চৌধুরী । (চিবুক ধারণ)

লোভ । এখন দেখাতে হলে যেতে হবে সেই উত্তরে ।

লালসা । চল না যাই উড়ে আনি ফের তার ঘাড় ধরে ।

লোভ । তুই আমার কথা শুনবি ? (আহ্লাদ সহকারে)

লালসা । (হাত ধরিয়া) বল না কি বলবি ?

লোভ । আমায় ভালবাসবি ? (গলা ধরা)

লালসা । বাসব, তুই বাসবি ? (জড়াইয়া ঢলিয়া পড়া)

লোভ। হুঁ—প্রাণ দোব তোকে।
লালসা। কাজে না কেবল মুখে।
লোভ। কাজে।
লালসা। সেটা বাজে।
লোভ। পরখ ক'রে দেখে নাও!
লালসা। প্রাণনাথ তবে প্রাণ দাও।
লোভ। নাও—ধর—কিসের দেরী—
লালসা। মুখে দিলে কেমন ক'রে ধরি, আমি যে নারী।
লোভ। তবে উপায়?
লালসা। প্রতিজ্ঞা যায়।
লোভ। ধর্ম্ম থাকে কি করলে এখন।
লালসা। আমার কথায় কর শ্রবণ।
লোভ। বল কি ক'রতে হবে।
লালসা। বুকটাকে আগে চিরতে হবে।
লোভ। তা হলে ত মরে যাব!
লালসা। নইলে কিসে প্রাণ পাব?
লোভ। ঠকিয়েছে—হাজার হোক মাগ্।
লালসা। করো না যেন রাগ।
লোভ। এখন চ সেই তিব্বতে—
লালসা। তুমি গেলেই রাজী যেতে।
লোভ। তবে আর করিস না দেরী—
লালসা। চল না তবে বেরিয়ে পড়ি।

গীত।

লোভ। চল তবে আর করিস নে দেরী।
লালসা। ফস্‌কে গেল জবর শীকার ভাঙ্গলো এবার ভারিভুরী॥
লোভ। কোথায় যাবে, ঘাড়ে ধ'রব, ক'রব যা ইচ্ছা
লালসা। বলিহারী বীর বাহাদুর বহুতাচ্ছা বহুতাচ্ছা
লোভ। আসমানে জাল পাতব, ধরব বুনো বাঁদরের বাচ্ছা
লালসা। সাঁচ্চাবাৎ—বাদ যাবে না; চুনো পুঁটী চিংড়ী॥ (নৃত্য)
লোভ। সন্ সন্ সন্ পা চালিয়ে চল্ পাহাড়ে
লালসা। ভয় করি নাথ—যদি কুপোকাৎ, হই পাথরে (পতন)
লোভ। আমি ঝাপ্‌টে ধরে, কোলে করে চলব সজোরে। (ধারণ)
লালসা। হেঁচ্‌কা টানে মাচ্‌কো ফেরে যাই যদি মরে
লোভ। তবে বল দুজনে, আসমান দিয়ে উড়তে উড়তে সটকে পড়ি॥

[প্রস্থান।

সপ্তম দৃশ্য।

অরণ্য পথ—সন্ধ্যা।

(একাকী জয়সেন)

জয়সেন। নিবিড় অরণ্য ভেদ ক'রে চলেছি—কোথায় চলেছি কেন চলেছি—কতদূরই বা চলতে হবে। কে বলতে পারে গন্তব্য স্থান কোন্ প্রদেশে—সে কতদূর? কে জানে কোথায় কিসের কি ভাবে পরিসমাপ্তি। হায়, বিধাতার কি অনিবার্য্য ভাগ্যচক্রের

আবর্জন লীলার অবিচার ! না—না—তা কেন ? আমি কি বলছি ? মঙ্গল ময়ের ন্যায় অন্যায় বিচার করছি । এ অনধিকার কেন আমার। রহস্য প্রিয় রসিক পুরুষ রাধারমণ। খেলার পুতুল জীবকুলকে নিয়ে এমনি করেই ত চিরকাল খেলিয়ে বেড়াচ্ছেন উদ্দেশ্য ত তাঁর চির মঙ্গলময়। হয় তো সেই মহাপুরুষের কোন মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য খেলার পুত্তলি রাজা রাণী পরীক্ষা ক্ষেত্রে পরিভ্রমণ ক'রছেন; আমিও হয় ত সেই মঙ্গলময়ের ইচ্ছায় তাঁদের অন্বেষণে এসে প্রাণ-পাত পরিশ্রম ক'রে ঘুরে বেড়াচ্ছি। এমনি ভাবে আমাদের মত কতজন কত উদ্দেশ্য লয়ে কত স্থানে ভ্রমণ করছে। যাক সে সব চিন্তা—এখন আর কাল বিলম্ব না ক'রে যত দূর পারি অগ্রসর হই।

(গমন)

(গীত কণ্ঠে কাঞ্জিলাল আসিলেন)

গীত।

কাঞ্জিলাল। কর্ম্ম কর কর্ম্মী জীব আকাঙ্ক্ষা রেখনা অন্তরে।
বিপদ ভয় বারণ-কারণ ভাব ভবতারণ শ্রীকান্তরে॥
অলক্ষে আছি আমি কমলাক্ষা আদেশে
রক্ষা করিতে তোমা বিপদ প্রদেশে
তোদেরই শুভ আশে ভ্রমি ছদ্মবেশে
ধর্ম্ম বর্ম্মে ঢাকি রাখি পুণ্যবস্ত্র বরে॥
উদাস হ'ওনা কভু কারও কথা শুননা
কর্ম্ম ভুলি কারও কুহকে ম'জনা
রাজ ভক্তির দীপ্ত জ্বলন্ত নিশানা—
মরতে মানব—আকারে তুমি ভ্রান্তরে।

(ভিখারী বেশে সত্যনারায়ণ আসিলেন)

সত্যনারায়ণ। হ্যাঁগা হ্যাঁগা তুমি কেগা? এই নিবিড় বনে ঘুরে বেড়াচ্ছ কেন গা? তোমার কি কিছু হারিয়েছে, না কি হ'য়েছে বলনা গা?

কাঞ্জিলাল। এসেছ বালক! এস এস আমি তাই এতক্ষণ ভাবছিলাম।

সত্যনারায়ণ। কি ভাবছিলে?

কাঞ্জিলাল। তোমার কথা।

সত্যনারায়ণ। আমার কথা। হাঃ হাঃ হাঃ। (বিদ্রূপের হাস্য)

কাঞ্জিলাল। হাস্লে যে?

সত্যনারায়ণ। তোমার রকম দেখে।

কাঞ্জিলাল। কি রকম?

সত্যনারায়ণ। আমার সঙ্গে তোমার কোন কালে দেখা নাই—কখনও চেনা নাই—জানা নাই—এমন কি আমার নাম পর্য্যন্ত শোনা নাই -অথচ তুমি আমার কথা ভাবছ—এ একটা মস্ত রকম রকম ফের নয় কি?

কাঞ্জিলাল। কার---আমার---না তোমার?

সত্যনারায়ণ। উল্‌টো চাপ দাও কেন?

কাঞ্জিলাল। বটে---উল্‌টো চাপ আমি দিচ্ছি না তুমি দিচ্ছ?

সত্যনারায়ণ। আমি দিলাম কিসে?

কাঞ্জিলাল। নয় কিসে! এই যে বল্লে তোমার সঙ্গে আমার আলাপ নাই--চেনা নাই—জানা নাই--এমন কি তোমার নাম পর্য্যন্ত শোনা নাই--

সত্যনারায়ণ। আছে নাকি ?

কাঞ্জিলাল। নাই ?

সত্যনারায়ণ। কই---না।

কাঞ্জিলাল। নাই। আচ্ছা তবে শোন। যখন বিপদে প'ড়ে বিপদ ভয় দূর করতে কাউকে ডাকি তখন সে বিপদে রক্ষা করে কে ? তুমি নয়! যখন মাতৃগর্ভে স্থান তখন হ'তে জননীর ভাণ্ডারে খাদ্য-রূপে দুগ্ধ দান কে করে ? তুমি নয়! যখন পাপের ঘোর ঘনান্ধকারে সংসারটা আবৃত ক'রে দেয় সে সময় পুণ্যের বিমল আলোক দেখিয়ে পুলকিত করে কে ? তুমিই না। তবে এত চাতুরী কেন দয়াময় ?

সত্যনারায়ণ। তুমি অমন ধারা যা তা কি বলছ ?

কাঞ্জিলাল। পাগলের মনের খেয়াল তুমি যদি বুঝেও বুঝবে না কেবল ছলনা করবে ? তবে আর কাকে বোঝাব আর কেই বা বুঝবে ?

সত্যনারায়ণ। দুঃখ ক'রনা ভক্ত! সব বুঝেছি তোমার কাছে আত্মগোপন ক'রে থাকতে পারলাম না। কাঞ্জিলাল কাঞ্জিলাল! আজ রাজা রাণীর সন্ধান করতে সেনাপতি একা এসেছে আমার নারায়ণ মূর্ত্তির আদেশে স্বয়ং ধর্ম্ম তুমি ধরায় ধার্ম্মিক রক্ষার ভার নিয়ে এসেছ! আবার আমিও এসেছি। সতত সতর্কে থাকবে নতুবা কখন কি ঘটে বলা যায় না। এখন অদৃশ্যভাবে চল সেনাপতির সঙ্গে সঙ্গে যাই।

[উভয়ে চলিয়া গেলেন।

(অন্য পথ দিয়া ঘোরা ও অঘোরানন্দের প্রবেশ)

ঘোরানন্দ। এই পথে এই পথে এই জঙ্গলের পথ ধ'রে

এসেছে। দূর থেকে দেখতে পেলুম আপন মনে কি বলতে বলতে এই পথ ধ'রে চলেছে।

বিঘোরানন্দ। এতক্ষণ কোন কথা বল নাই কেন? তা হ'লে কি আর যেতে পারতো! এই বনের মধ্যেই সাবাড় ক'রে ঝোঁপের ভিতর ফেলে দিতাম।

ঘোরানন্দ। সে সময় বাধা ছিল—সেই পাগলাটা তার পেছনে ছিল কাজেই সে সুযোগ ছাড়তে হয়েছে;

বিঘোরানন্দ। না পাগলটাকেও শেষ করে দিতাম।

ঘোরানন্দ। কখনও সে আশা ক'রনা। সেটা নিতান্ত পাগল নয়—দৈব বলশালী।

বিঘোরানন্দ। এখন গেল কোন্ দিকে—কতদূরেই বা গেল?

ঘোরানন্দ। যত দূরেই যাক না কেন—অনুসন্ধানের ফলে তাকে ধরবই ধরব।

বিঘোরানন্দ। তাকে ধরা নয় মারা চাই—নইলে আমাদের সব পরিশ্রম পণ্ড হবে যে বুক ভরা উৎসাহ যে প্রাণভরা আকাঙ্ক্ষা যে হৃদয় ভরা ভালবাসা নিয়ে কর্মক্ষেত্রে অবতরণ ক'রেছি সে সব ভেসে যাবে।

ঘোরানন্দ। সে কথা বলতে—যতক্ষণ না জয়সেনকে ধরাশায়ী করতে পারছি ততক্ষণ মাহিষ্মতী নগরের উপর লোলুপ দৃষ্টি নিক্ষেপ করা নিষ্ফল। এমন কি রাজপুরীর সকলে ধ্বংস হ'লেও এক জয়সেন বর্ত্তমানে কিছুতেই কিছু ক'রে উঠতে পারা যাবে না। এখন প্রধান কর্ত্তব্য—শ্রেষ্ঠ কর্ম্ম সর্ব্বপ্রথম সম্পাদ্য বিষয় জয়সেনের ধ্বংস সাধন।

নেপথ্যে জয়। মহারাজ কৈ মহারাজ কোথা মহারাজ।

ঘোরানন্দ। ঐ ঐ মহারাজ মহারাজ ব'লে চীৎকার ক'রছে—চল অগ্রসর হই।

বিঘোরানন্দ। শুভস্য শীঘ্রং। (উভয়ের প্রস্থান)

(অন্য পথ দিয়া দুর্য্যোধন ও নর্ম্মদা)

দুর্য্যোধন। নর্ম্মদে! রাজরাণী! বড় কষ্টে বড় যন্ত্রনায় বড় মর্ম্মভেদী বেদনায় পথ পর্য্যটন করতে হচ্ছে। কুশকাশ কণ্টকাবৃত অপরিষ্কৃত অরণ্য পথে তুমি অসূর্য্যম্পশ্যা কুলকামিনী। সিংহ ব্যাঘ্র ভল্লুকাদি হিংস্র প্রাণী সমাকীর্ণ বিজন বিপীনে স্বামী সঙ্গে তুমি পতিব্রতা নারী! লুব্ধ তস্কর দস্যুটের আশ্রয় স্থল নির্জ্জন কানন মাঝারে অরক্ষণীয়ার ন্যায় তুমি অনুপমা সুন্দরী কত বিঘ্ন - কত বাধা—কত মানসিক উদ্বেগ যে আমাদের হৃদয় ক্ষেত্র কর্ষিত ক'রছে তা মুখের কথায় প্রকাশ করা যায় না। হা ঈশ্বর তোমার একি রীতি!

নর্ম্মদা। ঈশ্বরের শুভময় রীতি দৃষ্য নয় রাজা! হয় তো এমন একটা সর্ব্বনাশ অলক্ষ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছিল যা আমাদের রাজ্যসহ ধ্বংস ক'রতে প্রস্তুত ছিল কিম্বা হয় তো সেই রাজৈশ্বর্য্যের মধ্যে থেকে—অর্থের কুহকে প'ড়ে প্রভূত প্রভুত্ব লাভ ক'রে পরিণাম কণ্টকাবৃত হ'ত তাই আমাদের এই কানন নিবাস। অথবা কে জানে ভবিষ্যতের যবনিকান্তরালে কি শুভাশুভ ইষ্টানিষ্ট লুক্কায়িত আছে।

দুর্য্যোধন। রাণী! তা ভাবিনা ভাবি এই যে তোমার অদৃষ্টে এত কষ্টও লেখা ছিল।

নর্ম্মদা। তাতে দুঃখ কি? রাজরাজেশ্বর যদি এই বেশে এই বনকষ্ট সহ্য করতে পারেন তবে রাজরাণীর পক্ষে সেটা অসম্ভব নয়।

দুর্য্যোধন। অসম্ভব না হ'লেও আশ্চর্য্যজনক। যে কখনও পথ পর্য্যটন জন্য একটী মাত্র পদও বিক্ষেপ করে নাই সে কিনা আজ

এই দুর্গম পথ অবাধে—অক্লেশে—অনায়াসে অতিক্রম ক'রছে। সৌরভ প্রবলিত সুকোমল শয্যা যার শয়নের জন্য ব্যবহৃত হ'তো তার শয্যা আজ কিনা তৃণাদি মণ্ডিত কঠোর ভূমিতল। অসংখ্য দাস দাসী সদা সর্ব্বক্ষণ যে সুকোমল অঙ্গের লাবণ্য বর্দ্ধনে ব্যস্ত ভাবে যত্নবতী থাকতো—সেই পরম যত্নের—পাটরাণীর অঙ্গ আজ ধূলায় ধূসরিত।

নর্ম্মদা। সবই সেই করুণাময়ের করুণার নিদর্শন। মনুষ্য শরীর ভগবান এমন উপাদানে গঠিত ক'রেছেন যে তাতে যে যা সহ্য ক'রবে তাই অভ্যাস হবে। একদিন সুখে দিনপাত হয়েছে এখন না হয় দুঃখে দিন যাচ্ছে। রাজ রাজেশ্বরের মস্তকে একবিন্দু তৈল নাই রাজ ভোগের পরিবর্ত্তে বন্য ফল মূল আহার—বন্ধুর পথ পর্য্যটনে চরণ তল ক্ষত বিক্ষত হয়ে অজস্র ধারে শোণিত প্রবাহিত হচ্ছে এ সব চক্ষে দেখে দুভাগী নর্ম্মদা এখনও যে বেঁচে আছে এই আশ্চর্য্য।

দুর্য্যোধন। দুঃখিতা হওনা রাণী।

নর্ম্মদা। এখনও রাণী—নিবিড় বিজন বাসিনী—ছিন্ন বসন পরিহিতা—দুঃখ কাতরতার চরম সীমায় সমুপস্থিত এখনও আমি রাণী?

দুর্য্যোধন। আমি রাজা যতদিন ততদিন তুমি রাণী। আমার হৃদয় রাজ্যের রাণী তুমি! তবে তোমার অভাব বা দুঃখ আর সহ্য হয় না।

নর্ম্মদা। দুঃখ কিসের—অভাবই বা কি? নারী জন্মের উপাস্য—আরাধ্য—পূজ্য দেব পতি। তাঁর প্রতি ভক্তি প্রীতি ভালবাসা দিয়ে সতীর জীবন সুখে গত হয়; তবে আমার দুঃখ কি? সর্ব্বস্ব সার পতিনিধি যদি রমণীর চক্ষের উপর বিরাজ করেন তবে এ ভূমণ্ডলে কি ত্রিদিবেও সে নারীর কিছুরই অভাব থাকে না। সতী নারী—

নিজের আমিত্বটুকু পর্য্যন্ত পতির উদ্দেশে অর্পণ ক'রে সুখলাভ ক'রে। জীবনে মরণে সতীর পতিই চিরসঙ্গী। যে নারী বাল্যে পিতা যৌবনে পতি ও বার্দ্ধক্যে পুত্র কর্ত্তৃক রক্ষিতা হয় সেই ভাগ্যবতী অন্যথা অভাগিনী।

গীত।

ধন্য সেই সতী, অতি ভাগ্যবতী -
যার চক্ষে পতি— দেবতা সমান।
পতি সহবাসে, সতী ভাল বাসে
পতিহীন আবাসে— ভাবে অপমান॥
পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত—সৌভাগ্যের ফলে,
হেন পতি নিধি মিলেছে কপালে,
পতি পূজা ধ্যান সন্ধ্যা কি সকালে
সতীর কাছে পতির বিপুল সম্মান॥
রাজ্যহারা হ'য়ে কানন নিবাসে
দুঃখ নাই তায় এ দূর প্রবাসে
কাতর নই কভু তৃষ্ণা উপবাসে
স্বামী সঙ্গ বাসে যাতনা নির্ব্বাণ ;—
একান্ত মিনতি এসহে কান্ত
অশান্ত এ চিত্ত করিতে শান্ত
তোমার কারণে এ বক্ষ প্রশান্ত
দিনান্ত আমার পলক প্রমাণ॥

দুর্য্যোধন। নর্ম্মদে! অনতি দূরে গুরুর আশ্রমে যাই চল।

(উভয়ে চলিয়া গেলেন)

অষ্টম দৃশ্য।

(কানন—দেবকণ্ঠাশ্রম)

(দেবকণ্ঠাচার্য্য)

দেবকণ্ঠ। এইবার একবার এস তুমি নারায়ণ! মেঘাবৃত শশধরের মত একবার আমার অন্ধকার ভরা হৃদয়াভ্যন্তরে চকিতে প্রকাশমান হও তুমি দয়াময়। এস তুমি বিশ্বনিয়ন্তা যোগ ব্রতাবলম্বী নিখিল বান্ধব! আমার অন্তরের সমস্ত কামনার অন্ত ক'রে হে কমলাক্ষ্য! মোক্ষদাতারূপে আমার মরুভূমি তপ্ত হৃদয় শ্মশানে এস। এস তুমি প্রশান্ত মূর্ত্তিতে বিরাট পুরুষ। আমার নশ্বর বাসনার পরিসমাপ্তি ক'রে বসন্তের কোকিলের কুহুতানের মত মধুর ঝঙ্কারে আমার কর্ণ-কুহর পরিতৃপ্ত কর। আমি আমার সর্ব্বস্ব ভুলে তোমার রূপে মিশে যাই। নারায়ণ, নারায়ণ, নারায়ণ। (ধ্যানস্থ)

(দুর্য্যোধন সহ নর্ম্মদা আসিল)

দুর্য্যোধন। নর্ম্মদে! এই আমাদের চির উপাস্য অজ্ঞান তম-হারী—সর্ব্বাভীষ্ট ফলপ্রদ দেবতা ইষ্টদেবের পুণ্যাশ্রম। ঐ দেখ যোগাসনে যোগ নিরত মহাপুরুষ যোগেন্দ্রের ন্যায় অটল ভাবে উপবিষ্ট। ঐ দেখ যেন ধর্ম্মের অন্যতম প্রতিমূর্ত্তি নরলোকে পাতকী নিস্তারনার্থে অবতীর্ণ। অপেক্ষা কর—উপবেশন কর যেন গুরুদেবের ধ্যানভঙ্গ না হয়।

নর্ম্মদা। গুরুদেব আমাদের সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ দেবতা সিদ্ধ পুরুষ। অসার সংসার মায়ায় জলাঞ্জলি দিয়ে জগতের সার—প্রাণারাম... সাক্ষাৎ সারের চরণ চিন্তায় চিত্ত বিভোর ক'রেছেন। এমন গুরু—

এমন পরমোপকারক এমন হিতাকাঙ্ক্ষী ইষ্টদেব যেখানে, আমরাও সেই খানে আজ হ'তে গুরুর দাসত্বে জীবন পাত ক'রব।

দুর্য্যোধন। জানিনা—আমাদের এই আকস্মিক আগমনে ইষ্টাভিলাষী ইষ্টদেব আমাদের অধিকতর চমৎকৃত হবেন কি না?

নর্ম্মদা। হবারইত কথা। রাজকুল শশধর আজ দুর্ভাগ্য রাহু গ্রাসে পতিত হয়ে তাঁর পদপ্রান্তে শরনাগত এ দৃশ্যে তিনি বিস্ময়াভিভূত হবেনই ত।

দুর্য্যোধন। বিস্মিত হতে পারেন কিন্তু যখন শুনবেন যে আমার চির বৈরী তিব্বতের অবৈধ নির্য্যাতনে উৎপীড়িত হ'য়ে—নশ্বর রাজৈশ্বর্য্যের অত্যধিক অহঙ্কার ভুলে—নির্ব্বিকার হৃদয়ে মায়া মমতা পরিশূন্য হ'য়ে—পুত্র কন্যা ভ্রাতা এমন কি নিরীহ সন্তান প্রতিম প্রজাপুঞ্জের প্রতিপালন চিন্তায় বিনত হ'য়ে তাঁর পদ প্রান্তে সমাগত,—তখন তিনি কি মনে ক'রবেন—হয়ত—ভাববেন—দুর্য্যোধন কাপুরুষ ক্ষত্রকুল কুলাঙ্গার—রাজপদের অযোগ্য। তাই প্রাণ নিয়ে মান দিয়ে এখানে পালিয়ে এসেছে। হয়ত ভাববেন নিদারুণ দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত দৈন্যদশাগ্রস্ত প্রজানিকরের ভরণ পোষণ ভার বোধে—আত্মমর্য্যাদা ধ্বংশ ক'রে—জন সমাজের কাছে মুখ লুকিয়ে থাকতে এসেছে; হয়ত ভাববেন—

নর্ম্মদা। না কিছু ভাববেন না। বিপদের সমস্ত কাহিনী বিশেষরূপে বিবৃত ক'রলে অন্তর্যামী সর্ব্বদর্শী মহাপুরুষ সবই জানতে পারবেন বা বুঝতে পারবেন।

দুর্য্যোধন। যাই হ'ক এখন গদগদ চিত্তে গুরু কৃপালাভের প্রত্যাশায় আমরা গললগ্নী কৃতবাসে অবস্থান করি।

নর্ম্মদা। তাই আসুন নাথ। (উভয়ে বসিলেন)

দেবকণ্ঠ। না হ'লনা। যতই যত্ন সহকারে সেই দুর্লভ রত্নের চিন্তায় চিত্ত নিবেশ ক'রতে যাচ্ছি ততই যেন প্রাণ আমার আপনা হতে কাতর ভাব ধারণ ক'রে—কেঁদে কেঁদে উঠছে। তবে হয়ত কোথায় কোন প্রাণাধিক প্রিয়তম সন্তান প্রতিম শিষ্য আমার কোন বিপদে প'ড়ে আমায় ডাকছে। নয়ত কোন সুহৃদ বান্ধবের আকর্ষণ যোগ আমার ধ্যানের অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিম্বা সেই—পূর্ণ কীর্ত্তির জলন্ত প্রতিচ্ছবি হয় ত আমার প্রতি বিরূপ হ'য়ে এই চাতুরী ক'রছেন। হরি হরি হরি! কেন এ কৌশল—কেন এ চাতুরী কেন এ ছলনা? দাও হরি! তোমায় হৃদয়ে রাখবার ধ্যানে ধরবার শক্তি দাও

দুর্য্যোধন। জয় গুরু—জয় গুরু—জয় গুরু।

দেবকণ্ঠ। কেরে? এমন পবিত্র অন্তরে ভক্তিপূর্ণ প্রাণে আমায় ডাকছিস—তুই কেরে?

দুর্য্যোধন। ইষ্টদেব! যার ইষ্টাকাঙ্ক্ষা সর্ব্বদা তোমার—
যার রাজ্য রক্ষা তরে সচেষ্ট সতত,
আমি সেই ভাগ্যহীন দাস তব
নাম দুর্য্যোধন—মাহিষ্মতী পতি।

দেবকণ্ঠ। দুর্য্যোধন! প্রাণাধিক শিষ্য মম
মাহিষ্মতী অধিপতি রাজা দুর্য্যোধন?
কেন বাপ কি মনস্তাপে হেথা আগমন?
সর্ব্বাঙ্গীন কুশল ত সব?

দুর্য্যোধন। কুশল নয় দুর্দ্দৈব বিষম!
কারও কুশল বার্ত্তা পারিনা বলিতে
জীবিত কি মৃত পুত্র কন্যা ভ্রাতা আদি

কিছুই সংবাদ তার পারিনা বলিতে।
জানি মাত্র চিরশত্রু সুখনন যবে
আক্রমিল প্রতিষ্ঠান পুরী
ঘোর যুদ্ধ হইল তখন।

দেবকণ্ঠ। তারপর ?

দুর্য্যোধন। তারপর শত্রু করে হত মান হয়ে
সর্ব্বস্ব ভুলিয়া—নির্ব্বিকার হইবার আশে
সমাগত গুরু সন্নিধানে—সস্ত্রীক সম্প্রতি।

দেবকণ্ঠ। এতদূর।
তিব্বতের রাজা এত—অত্যাচারী !
এত নিদয়—এতই—কুটীল ?
পুনঃ পুনঃ নির্য্যাতিত—করিতেছে তোমা ?
ভাল এসেছ যখন
কিছুদিন থাক মোর আশ্রমে সস্ত্রীক।

দুর্য্যোধন। বিপদে বিপদহারী শ্রীগুরু চরণে
প্রণমিতে হয়েছি বিস্মৃত।
ক্ষম প্রভো জ্ঞানহারা কিঙ্করের দোষ
দেহ পদধূলি শিরে। (প্রণাম)

নর্ম্মদা। বাবা দাসী পদে করিছে প্রণাম
করুন আশীষ
যেন মম সতী ধর্ম্ম
রক্ষা হয় শ্রীগুরু কৃপায়।

দেবকণ্ঠ। পূর্ণ হবে অভিলাষ।
রহ হেথা তোমরা উভয়ে

বিশ্রাম করহ ক্ষণকাল
সময়ে সমস্তই করিব ব্যবস্থা।
নীলকণ্ঠ—নীলকণ্ঠ—

(নীলকণ্ঠ—আসিতেছে)

নীলকণ্ঠ। ঐ ডাক পড়েছে—যমের ডাক। বর্ণ মানবে না কাহিনী শুনবে না। বাবা—বেটা পাষণ্ড লণ্ডভণ্ড অকাল কুষ্মাণ্ড গুরুদেবের প্রাণে মায়াং দয়াং নাস্তিং। উপবাসং ব্যবস্থাং কাঁচা কদলী সহ সতিল সপিণ্ডং ভোজনং কুর্য্যাং মহাপ্রাণ—মহাত্মানম্ ক্লশাতি-দীনাতিশয়ং তদ্‌হেতু লোভং কথঞ্চিৎ মাংস ভক্ষনায়ঃ প্রবল বল ধানিনৈঃ। অগ্নে অদূরেং বস্ত্রহীনং বর্ণাশ্রয়ং নবরাঙ্গধরঃ টলটল কান্তি বিশিষ্ট;—চঞ্চল নয়নঃ বিন্যস্ত কারীন মৃগশিশুঃ দারয়েৎ ক্লান্তং সমুপস্থং—এতৎ সন্নিধানে নিষ্ঠুরং কৃতান্তোপম গুরুদেবং ডাক পাড়তি—ষণ্ড গর্জ্জন্তি অনুপস্থিতে অভিসম্পাতে ভস্মঃ করোতিং। যাই ধীর মন্থর গমনে। জয় গুরু! প্রভু! দাস স্বাধীতম—কি করোতি। চরণাম্বুজে—সাষ্টাঙ্গং প্রণিপাতম।

দেবকণ্ঠ। দীর্ঘায়ুরস্তু! বৎস নীলকণ্ঠ! তোমরা যেমন আমার জীবনাধিক শিষ্য—সেইরূপ শিষ্য আমার এই ইনি—প্রতিষ্ঠানাধিপতি। আজ সস্ত্রীক আমার আশ্রমে সমাগত অতিথি। এদের যত্ন শুশ্রূষার ভার আমি তোমার উপর সমর্পণ করলাম দেখ—যেন আমার আজ্ঞার ব্যতিক্রম না ঘটে।

নীলকণ্ঠ। সেকি গুরুদেব! আমি কি অপগণ্ডং তাই গুর্ব্বাদেশ লঙ্ঘন ক'রব। আমি একজন দিগ্‌গজ লাঙ্গুলাচার্য্য—উপাধি বিশিষ্টং সর্ব্ব প্রধান গুরুভক্ত। গুরু আজ্ঞা আমার পত্নী বাক্য অপেক্ষাও

শ্রেষ্ঠং। (করজোড়ে) ইলিশং জীত পীযূষং মদগুরো মদ গুরুপ্রিয়ং বাচা বাচামোগচরং তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ। (প্রণাম)

দেবকণ্ঠ। তাহলে আমি এখন একবার পুনর্ব্বার স্নানার্থে তটিনী-তীরে গমন করি। দে'খ যেন এদের যত্নের ত্রুটী না হয় খুব সাবধান।

(প্রস্থান)

নীলকণ্ঠ। আপনারা মহাশয় মহাশয়া আমার গুরুর শিষ্য; অতএব মম ভ্রাতা ভগ্নি—শ্রদ্ধা যত্নের পাত্রং এখন পবিত্র জলে গাত্রং ধৌত করোতি—কিঞ্চিনকাল সূত্র হস্তে জপ গ্রস্ত হউন। তৎপরং ভোজনং কুর্য্যাৎ নেত্র মুদিত্র করনাত্র হেতবে নিদ্রাং যায়স্তাঃ। এতৎ অবগাহন করিস্থে গন্তব্যং হউন।

দুর্য্যোধন। যাব স্নানে যাব—তবে বিলম্বে। গুরুদেবের স্নানাহ্নিক সমাপন হলে—যখন তিনি সেবা করতে ব'সবেন তখন স্নান সমাপ্ত ক'রে প্রভুর ভোজ্য পাত্রে প্রসাদ প্রাপ্তে পরিতৃপ্ত হব।

নীলকণ্ঠ। ছি ছি—তুমি নরকুল ভূষণং সম্রাটং—শাস্ত্র জ্ঞান বিশিষ্টং মহাপুরুষ বরং! পাত্রে উচ্ছিষ্ট ভোজনং কুর্য্যাৎ ব্যাধিগস্তবা অগ্রস্তঃ? গুরুদেব ক্ষয় রোগা গ্রস্তাং তচ্ছেতু তদীয় প্রসাদং পরিবর্জ্জয়েৎ। অস্তি নীলকণ্ঠোবাচঃ—

দুর্য্যোধন। (নিজ মনে) এটা একটা বিবেচনার কথা বটে! তা যদি হয় তবে কণিকামাত্র প্রসাদ ভক্ষণের পর অন্য বিশুদ্ধ পাত্রেই ভোজন করা যাবে। (নীলকণ্ঠকে) মহাশয়ের বিদ্যাবুদ্ধি মত্তায় বোধ হয় আপনি একজন গুরুদেবের বিশ্বস্ত সেবক।

নীলকণ্ঠ। সে বাক্যং অকহতব্যঃ! মম নাম কৃত্বা নীলকণ্ঠ লাঙ্গুলাচার্য্য বৃহস্পতিং। পক্ষীং নাস্তি মহাদেব নন্যাৎ—নরমূর্ত্তিধারীং

নীলকণ্ঠ। বহুরূপীং কশ্চিৎ লাঙ্গুল বিহীন শ্রীহনুমন্তঃ—কশ্চিৎ বেজো-ঘাতং তুষ্টাঃ বৃহস্পতিং—কশ্চিৎ সাধুজী—কশ্চিৎ বাবুজী।

দুর্য্যোধন। আচ্ছা আপনি নিজ কার্য্য সমাধা করুন। আমরা এইবার স্নানার্থে গমন করি। কিঞ্চিৎকাল প্রকৃতি সৌন্দর্য্য সন্দর্শনেও নয়নকে অতৃপ্ত রাখব না।

নীলকণ্ঠ। আপনি তুমি যাবন্তাং—ভগিনিরূপা ইনি থাকন্তাং?

দুর্য্যোধন। আমরা উভয়েই যাচ্ছি—এস নর্ম্মদা।

(প্রস্থান।)

নীলকণ্ঠ। এমন সুন্দরী নারীং! ইহাকে অন্য সন্নিধ্যে রক্ষা করন্তি যঃ সঃ পশুন্তি—ন বিশ্বাসন্তি যথা বিড়াল অর্থে মার্জ্জার সমীপে্য দুগ্ধ মৎস্যং রক্ষা নিষিদ্ধং—তদপ্রায়ং। ও কারা আয়ন্তাং।

(ভিক্ষুক ও বৈষ্ণবগণের প্রবেশ)

খঞ্জনী, গোপীযন্ত্র—গাবগুবাকব—মন্দিরে প্রভৃতি লইয়া

গীত।

বড় মধুর হরিনাম।
যে নামের বলে, যমের কবলে, ভাবতে হয় না পরিণাম॥
বিশ্ব বেড়া মায়াজালে সবই মিছে ফক্কীকার,
শেষের সম্বল—হরিনাম কেবল আছে তোমার সঙ্গে যাবার
সে নাম ভুলে, হারালে মূলে; তাই না দেখিলে শান্তিধাম॥
যে দেহ পেয়ে বিলাসে মাতিয়ে করছ এত অহঙ্কার -
সে দেহ পুড়ে ছাই, হবে ভাই, ভাব দেখি সে কি চমৎকার
একাকী এসেছ একাই যাবে পুনঃ সঙ্গে যাবেনা কিছুই কার
সেই নিরাকার—ভব কর্ণধার—চরণে তাঁহার কর প্রণাম॥

নীলকণ্ঠ। (সকলকে ভিক্ষা দিল ও তাহারা চলিয়া
গেলে ভীতনেত্রে চতুর্দ্দিকে চাহিয়া)

মাংস ভক্ষণাভিলাষ প্রবলাতিশয়
কোথা মাংস মহোদয় হওহে উদয়।
কচি কচি মৃগাভাবে কচি ছাগ মাংস
কেহ কি দিবে না মোরে কথঞ্চিৎ অংশ ?
কোথাও কি নেমন্তন্ন হবে নাকি আর
পাব কি দুগ্ধ সহ মাংসের কলার।
বনবাসী ঋষি সব নিরামিষ্যিভোজী
কুকুরের নাড়ী ভুঁড়ি দুগ্ধ মাংস ত্যজি
কেহ কি আছ হে হেথা ব্রাহ্মণ সেবক
সের দুই মাংস আইস চটক।
শুভযোগে সুমিলন হোক রাজযোটক।
বামুনের মাংস খেতে কে করে আটক।
কেহ যদি দয়া করে কাঁচা মাংস আনে
পলাণ্ডু আদার রসে চাপান বন্ধনে।
মুখরোচক ঝোল করিয়া প্রস্তুত
ক্ষিপ্রহস্তে দেখাইব ভোজনের জুত।

(ঘোরানন্দ ও অঘোরানন্দ মাংসপাত্রসহ আসিল)

বিঘোরানন্দ। কে মহাশয়! আপনি এখানে? দীর্ঘশিখা—মৃত্তিকা প্রলেপধারী? আপনি বোধ হয় পরম বৈষ্ণব?

নীলকণ্ঠ। মহাভারত—রামচন্দ্রং। আমি বৈষ্ণব হব কেন

বাবা? শাক্তং—ঘোরং—মহাং। জাত হারালে ত বৈষ্ণব? তা আমি ত অজাতং নশ্যাং স্বজাতং। শাক্তং ঘোরাশাক্তং মহাশাক্তং। তবে এই যে তিলকাদি চিহ্নবিশিষ্ট অঙ্গ দ্রষ্টব্যং এ সব আড়ম্বরং। মূর্খ মানবঃ প্রতারণায়ঃ ভণ্ডামি ধারয়েৎ।

ঘোরানন্দ। এ সব আপনার বাহ্য দৃশ্য—তাহ'লে বোধ হয় অন্তর অন্যরূপ?

নীলকণ্ঠ। সুনিশ্চয়ং। বহির্ভাগে দ্রষ্টব্য মাত্রং অনুভব করন্তি বৈষ্ণবং—অভ্যন্তরান্বেষণে অবধারয়েৎ অস্মিন মহাশাক্তং। মাংস ভোজন বাসনা বলবত্তাং। থাক—মহাশয়রা কে হয়ন্তাং? সন্ন্যাসী বেশং দর্শনং কৃত্বা?

ঘোরানন্দ। আমরা ভ্রমণকারী। সন্ন্যাসী—যতি—যোগী—উদাসী নই—ভণ্ড মতাবলম্বী বৈষ্ণব বাবাজী—মোহন্তও নই—মদ্য মাংসাদি পঞ্চমকারের উপাসক বামাচারী—কাপালিক।

নীলকণ্ঠ। সত্যং কহতি। বামাচারী কাপালিকং—আমার কপাল কি শুভ সুপ্রসন্নাং—আত্মাপুরুষং কিং অন্তর্যামিন? হাঃ হাঃ হাঃ! (হাস্য)।

বিঘোরানন্দ। হাস্য সম্বরণ করুন মহাশয়! অত্যধিক হাস্য অত্যন্ত অনিষ্টকারক। বরং স্পষ্ট প্রকাশ করুন আপনার বক্তব্য কি? আর আমাদের উদ্দেশ্যও অবগত হ'ন।

নীলকণ্ঠ। উবাচঃ উবাচঃ। আমি শ্রুত কৃত্বা পরিতৃপ্ত হস্তং। আর মম বক্তব্যং শ্রুতব্য। মহাশয়! আমি স্বেচ্ছায় বৈষ্ণবং নঃ হয়ন্তং। ঠেলায় পতন্তঃ জঠরজ্বালা অসহ্যান্তং অস্মিন পথাবলম্বী। এখন উদ্দেশ্য কিঞ্চিৎ—এঁ—এঁ—এঁ। (মাংসপাত্রে সলোভ দৃষ্টি সহ ইঙ্গিত)।

ঘোরানন্দ। নাহি লজ্জা নাহি ভয় নাহিক সঙ্কোচ
নির্ব্বিবোধে বল তব কিবা অভিলাষ ?

নীলকণ্ঠ। আজ্ঞে বক্তব্যং—মহাশয়রা যখন তান্ত্রিকং
তখন মদ্য মাংসং বোধ হব কিঞ্চিৎ সঞ্চিতং
তা যদি ইঞ্চিতং তবে করবেন না বঞ্চিতং।
আত্মারামরূপী উদরদেব যাচিতং
সমর্পিতং কথঞ্চিতং কুর্য্যাৎ পবিতৃপ্তং।

বিঘোরানন্দ। মাংস মদ্য অর্থ, যাহা চাও
সব পাবে ? কিন্তু হও প্রতিশ্রুত—
প্রতিদানে এব
করিবে কি আমাদের কোন উপকার ?

নীলকণ্ঠ। অবশ্য অবশ্য! আপনারা যখন অর্থ মদ্য মাংস সব দাতব্য করতি,—তখন তার প্রতিদান অবশ্য প্রদানং পারন্তিং। আমি বেইমান নহন্তিং।

ঘোরানন্দ। নহে এ মুখের কথা!
বড়ই কঠোব—শপথ করহ অগ্রে—
তারপর শুনিবে সকল।

নীলকণ্ঠ। হে বিশ্বচরাচর— গ্রহ উপগ্রহং দশদিক পালং তোমরা শ্রুতব্যং আমি শপথং করন্তিঃ যদি স্যাৎ মহাত্মাদ্বয়ং মদ্য মাংস প্রদায়তেৎ—তস্মাৎ অস্মি প্রতিদান করন্তিং করন্তিং উপকার করন্তিং উপকার করন্তিং উপকার করন্তিং যৎ অভিপ্রায় সম্পাদনাঃ করন্তিং যৎ অভিপ্রায় সম্পাদনাঃ করন্তিং যৎ অভিপ্রায় সম্পাদনাঃ করন্তিং।

বিঘোরানন্দ। ধর—নাও
মদ্য কর পান।

নীলকণ্ঠ। কৃতার্থং অস্মিন দিবসে
স্বপিতৃ মাতৃক অধঃ উর্দ্ধং
চতুর্দ্দশ পুরুষং পরিতৃপ্তস্মি।

ঘোরানন্দ। লহ মাংস!
খাও যত পার
আশা পূর্ণ ক'রে।

নীলকণ্ঠ। (মাংস লইয়া) আহাহা! কি সুন্দরং মধুরং মনহরং
দৃশ্যং। মাংস মহাশয়! এস তুমি মমোদরে
চর্ব্বণ করিয়া দন্তে—নিক্ষেপিব পাকস্থলী মাঝে
তোমা করিতে হজম্—মন্ত্রের চাট্ রূপে।
এক এক খণ্ড পলাণ্ডু সংযোগে
ছটাক ছটাক রক্ত হইবে বর্দ্ধিতং।
তবে যাও বদন গহ্বরে,
সপা' সপাং—রবে এ নীলকণ্ঠের।
কণ্ঠনালী! কৃপা সহ গেল তুমি গপাং গপাং
বাড়িলে বল লম্ফ দিবে লপাং লপাং
কেহ দেখিতে পাইলে লুকাইবে টপাং টপাং
নিক্ষেপি জঠরানলে। (খাওয়া)

বিঘোরানন্দ। এইবার—
দাও—প্রতিদান।

নীলকণ্ঠ। বল কিবা চাও
দিব প্রাণ হাসিতে হাসিতে। (জড়িত কণ্ঠে)

ঘোরানন্দ। তব প্রাণে নাহি প্রয়োজন
বিনাশিতে হবে অন্যের জীবন!

বিঘোরানন্দ। সেই যে রমণী সনে নবীন তাপস
সমাগত এই ইষ্টাশ্রমে
তাহারে বিষ প্রয়োগে ভোজ্যাসনে
হত্যা করা চাই।

নীলকণ্ঠ। স্বহস্তে নঃ পারস্যামীং।

ঘোরানন্দ। করতেই হবে।

নীলকণ্ঠ। দেখা যাবে। চুপ কর ঐ কারা আগচ্ছং।

(ছদ্মবেশে সত্যনারায়ণ ও কাঞ্জিলাল আসিলেন)

কাঞ্জিলাল। আশ্রমে কে আছেন মহাশয়?

নীলকণ্ঠ। কে হেং!

কাঞ্জিলাল। অতিথি।

নীলকণ্ঠ। স্বাগতম। কিং মতলবং?

কাঞ্জিলাল। আহার ও আশ্রয়প্রার্থী।

নীলকণ্ঠ। বেশ এসে পড়—ব'সে যাও—পাতা পাত° ভাতং খাও। বাবাঠাকুরের অন্নপূর্ণাং গোয়াল-ষষ্ঠীর মচ্ছবখানা অবারিত দ্বার অবারিত দ্বার। এ বালকটী কে বটে?

সত্যনারায়ণ। আমি কে বটে—তাই ত বটে! কোথায় থাকি হাঁ—আমার নাম বটকৃষ্ণ বটে—থাকিও পত্রবটে, মা বাপ আছে কি নাই—ঐ এক রকম বটে? দেখ একটা সাধু পেলে গুণিয়ে দেখি; এ দুজন ত সাধু! হ্যাঁগা তোমরা হাত দেখতে পারনা?

নীলকণ্ঠ। ওরা জহর ব্রতাবলম্বী মৌনব্রতং সাধু! সংযমী।

সত্যনারায়ণ। বটে—তবে একবার বুঝে দেখি কেমন সংযমী!

নীলকণ্ঠ; কি ক'রে বুঝবে শিশোং?

সত্যনারায়ণ। দেখতো সংযমী সোণার নকল মেকী চেনবার কষ্টিক পাথর নিয়ে আসি। (বংশীধ্বনি করিলেন)

(লোভ লালসা গীতকণ্ঠে আসিল)

লোভ। ফুরফুরে বায়—বহিয়ে যায়—ফুলেরই সৌরভ।
লালসা। রসিক নাগর নাগর, প্রেমিক বিনে যৌবন,
কে রাখে গৌরব॥

লোভ। আমি রসে ভরা ডালিম বেদানা
লালসা। টাটকা খাজা কাঁটাল আমি আস্ত সব দানা,
লোভ। আমার চুম্বনে রস ঝ'রে পড়ে
লালসা। টুস্‌কীতে যায় গাল ভ'রে
লোভ। কোথা পাবি প্রাণের নাগরে
আমার মতন বলনা এমন কার রূপের গরব॥

লালসা। হানব নয়ন বাণ টানব সাধুর প্রাণ--
লোভ। হাবুডুবু খেয়ে সাধু করবে আনচান্
লালসা। দূর দূর তুই অকর্ম্মা কেবল বাক পটু
লোভ। সেকি মনি আমি যে তোর পপেয়া টাটু -
লালসা। তবে পাত্‌না হাটু —আয় খেলি ঘেটু
লোভ। দেখা যাক সাধুঠাকুর কতক্ষণ থাকে নীরব॥

(নৃত্য ও কাপালিক দ্বয়কে হাসাইয়া পলায়ন)

ঘোরানন্দ। আরে চলে গেল যে ধর ধর। (প্রস্থান)

বিঘোরানন্দ। মদের উপযুক্ত চাট—পাক্‌ড়ো পাক্‌ড়ো (প্রস্থান)

নীলকণ্ঠ। কোথা যাও—দাঁড়াও—অতিথি বিমুখ হওনা—

গুরুঠাকুর। জানতে পারলে গরু পেটা করবে। (প্রস্থান)

সত্যনারায়ণ। কাঞ্জিলাল! দেখলে কেমন জহর ব্রতাবলম্বী—সংযমী সাধু। এরা কেউ নয় ছদ্মবেশী রাজ শত্রু কর্ণসিংহ আর সুযোধন। যদি এখন কৌশলে বিতাড়িত করলাম কিন্তু ভাবলে নিরাপদ জ্ঞানে নিশ্চিন্ত থাকা কর্ত্তব্য নয়।

কাঞ্জিলাল। বর্ত্তমান কর্ত্তব্য তবে কি?

সত্যনারায়ণ। কর্ত্তব্য গুরুতর। এই দুই দুরাত্মার যুক্তি মত পাপীষ্ট মহাদুষ্ট অনিষ্টকারী নীলকণ্ঠ রাজাকে বিষ মিশ্রিত খাদ্য প্রদান করবে। আমি মূহুর্ত্ত মধ্যে লোক চক্ষুর অন্তরালে থেকে সেই পাত্র পরিবর্ত্তন করে রাখব। এক উপায়ে শিষ্ট দুর্য্যোধনকে রক্ষা ও দুষ্ট কর্ণসিংহকে শিক্ষা প্রদান করা হবে। সুযোধনের মত নারকীর পরিণাম পরীক্ষা বহু দূরে। এখন এস।

(উভয়ের প্রস্থান)

তৃতীয় অঙ্ক ।

প্রথম দৃশ্য ।

স্থান—ব্রহ্মলোক ।

(ব্রহ্মা ব্যস্ত ভাবে পরিক্রমণ করিতে করিতে)

ব্রহ্মা । কে জানে কেন বা প্রাণ এতই চঞ্চল ।
ব্রহ্মলোকে মন নাহি বসে
সদাই—অশান্তি যেন বিরাজে হেথায় ।
হংসকুণ্ড—জপকুণ্ড করি পর্য্যটন
কিন্তু মনোরম স্থান
কোথাও না নেহারি নয়নে ।
সব যেন শূন্যময় হয় অনুভব
মনে হয় যেন কি অভাব মোর
মনে হয় কত পূর্ব্ব অতীত কাহিনী—
যেন স্বপ্ন রাজ্য মাঝে কোন
কল্পনা প্রসূত নব সৃষ্টি করি দরশন ।
কিন্তু কোথা সেই স্থান
কোথা সেই গুপ্ত দেশ
কোথা সেই শান্তি নিকেতন
চিন্তা পথে পাইনা খুজিয়া !
আমি সৃষ্টি কর্ত্তা—প্রজাপতি—বিধি

সর্ব্বলোক—সর্ব্বস্থান পবিচিত মোব,
কিন্তু তবু কি জানি কেনবা
কোথা হতে সেই নবরাজ্য
সেই আনন্দ নিবাস
স্মৃতি পথে হতেছে উদয়
অনুভবে নাহি পাই—সে স্থান খুঁজিয়া।
আত্মহারা হয়ে যাই
কিছু না খুজিয়া পাই
এ কেমন প্রহেলিকা—রহস্য মাখান।
যতই চিন্তায় চিত্ত করি নিয়োজিত—
ততই—
ততই যেন—একি এক অজানা দেশের—
অদ্ভুত চিন্তায়—
ভেসে যায় জীবনের স্মৃতি—
মুছে যায় মরমের কথা—
আমি কে তাই—থাকেনা—স্মরণ—
একি ভ্রম ?

গীত।

ভ্রম। আমি ভ্রমেতে ভুলাই ত্রিভুবন।
আমার বাধ্য, জগৎ শুদ্ধ, বিধি বিষ্ণু শিব পবন॥
কুহক দণ্ড করে ধরি, সবার সামনে ঘুরি ফিরি,
যাকে ধরি, অমনি মারি হিতাহিত রয়না স্মরণ
আমার জারিজুরী ভারিভুরী যেখানে রূপ যৌবন॥

(নৃত্য ও প্রস্থান)

ব্রহ্মা । আবার আবার চিত্ত হ'ল বিচলিত—
আবার আবার যেন মনে কি পড়িল ?
আবার আমার সব ভুলাইয়া দিল ।
কি চাহে পরাণ তাহা পেরেছি বুঝিতে
চাহে পুনঃ পরিণীত হ'তে
চাহে কোন সুন্দরী ললনা
চাহে কোন যোড়শী কামিনী ।
বৃদ্ধের কঠোর প্রাণে জেগেছে বিলাস
সহসা নীরস বৃক্ষে রসের সঞ্চার
অকস্মাৎ কামিনীতে কামনা আমার ।
বিবাহ বন্ধনে পুনঃ আবদ্ধ হইব
নূতন প্রণয় রসে অঙ্গ ভাসাইব
নবোদ্যমে পুনরায় যৌবন সৃজিব
কই পাত্রী কোথা পাত্রী কে জানে সন্ধান ?

(শনির প্রবেশ)

শনি । আমি জানি সুপাত্রী সন্ধান ?
কন্দর্প কামিনী জিনি অপূর্ব্ব লাবণ্য
ব্রহ্মলোক সুশোভনা পরমা সুন্দরী
দেবভোগ্যা দেবীরূপা নরকুল মাঝে ।
যে রূপের উজ্জ্বল প্রভায়
সূতিকা আগারে তুমি বিমুগ্ধ হইয়া
লিখেছিলে পতি তব হবে প্রজাপতি

সেই নারী সেই সুলক্ষণা রমণী রতন
বিধাতার সুযোগ্য সুপাত্রী।

ব্রহ্মা। কে শনৈশ্চর। এস ভাই এস।
নানা কার্য্যে নানা বেশে মর্ত্ত ভূমি মাঝে
কর তুমি বিচরণ স্বকার্য্য সাধনে
তোমার অব্যর্থ দৃষ্টি সর্ব্বত্র পতিত।
কোথা সেই ব্রহ্মা মনহরা
কোথা সেই বৈদ্যুতিক বামা
কোথা সেই ললাম লতিকা,
বিহরে আনন্দ মনে,
কোন দেশ মহাদেশ অথবা নগর
পবিত্র করিয়া রাজে বিলাসিনী?
বল ত্বরা প্রাণাধিক নিবার উদ্বেগ।

শনি। উদ্বেগ নাশিতে তব এত ব্যাকুলতা
হায় তবে, লোক পিতামহ,
সেই নারী, ক্ষত্রকুল সমুদ্ভূতা,
দৈব বলে বলবতী সদা।
ভক্তিমতী—শুদ্ধ চিত্তা—সুকেশী—সুরূপা
দেবদ্যুতি—প্রতিভাত তার
কিন্তু—

ব্রহ্মা। কিন্তু কি সপ্তম গ্রহ?
দুর্ল্লভ্যা—না অলভ্যা—সে নারী—?

শনি। না।

ব্রহ্মা। তবে?

শনি। নিদারুণ তুমি অতিশয়
স্থষ্টি কর্ত্তা!
বিধাতা জীবের ভাগ্য বিধায়ক ;
তাই বুঝি হিতাহিত ভুলি,
পূর্ব্বাপর বিচার না করি,
আত্মহারা হয়ে—
যাহা ইচ্ছা—জীব ভাগ্যে লিখিতে হইবে ?
যে যেমন বংশে লভিল জনম
তার উপযুক্ত কথা লেখা ভাগ্য পটে
নহে কি উচিত তব ?

ব্রহ্মা। সে সাধ্য আমার নাই।
যার জন্মকালে—লগ্ন ও নক্ষত্রে
রাশি তিথি বার যোগে,
গ্রহ দোষে কিম্বা আনুকূল্যে
দেখিব যেরূপ ফল লিখিব তাহাই।
বল শুনি কি লিখেছি তাহার আলেখ্যে ?

শনি। লিখিয়াছ বহু কথা—
সমস্তই ভাল।
তার মধ্যে দূষনীয় যাহা—
শোন বলি—
ইতরের অপহৃতা হইবে যুবতী।
পরিণামে প্রজাপতি হবে সতী পতি।

ব্রহ্মা। এতো তোমার দোষ—আমি দোষ শূন্য।

শনি। কিসে ?

ব্রহ্মা। প্রজাপতি হবে পতি লিখিবার পূর্ব্বে
বোধ হয় তব বক্রদৃষ্টি
প'ড়েছিল বালিকার প্রতি
তাই এই পরিণাম
পূর্ব্বর্জ্জিত কর্ম্মফল
ভবিষ্যে অদৃষ্ট।

শনি। হাঁ—
সূতিকা আগারে যবে সে রাজ কুমারী,
তুমি তথা প্রবেশিলে সবার অলক্ষ্যে ;
পূর্ব্ব হতে গুপ্তভাবে ছিনু বটে সেথা
দেখিবারে সংগোপনে তোমার করম।

ব্রহ্মা। বুঝিয়াছি সব
বুঝিযাছি ব্যাপার ভীষণ
বুঝিয়াছি মায়াময়ী
মায়ের ইচ্ছায়
পুনরায় বেড়া জালে জড়াইতে হবে।
এখন কি উপায় করি
বল রবি সুত ?

শনি। শোন তবে কহি সমুদয়।
মাহিষ্মতী নগর মাঝারে
প্রতিষ্ঠান পতি দুর্য্যোধন
রাজার ঔরসে—
সুমতি নর্ম্মদা গর্ভে জনম তাহার ;
নাম ওঘোবতী।

তিব্বতের অনার্য্য ভূপতি
প্রবল অরাতি তাহাদের
সঙ্কল্প করেছে তারা নিজ পুত্র সনে
ওঘোবতী পরিণয় করিবে সমাধা।
শুনি সেই অদ্ভুত সংবাদ
বাজার পাষণ্ড পুত্র পাপাত্মা সুমেরু
সৈন্য সহ আসিতেছে
রাজকন্যা হরণ কারণে।
তোমার লেখার ফল অবশ্য ফলিবে
অনার্য্যের অপহৃতা হবেই বালিকা!
কিন্তু—এ সময় তুমি ভিন্ন কেহ নাই
রক্ষাকর্ত্তা, নিরাশ্রয়া অনাথা বালার।
উদ্ধার করিতে তারে, যেতে হবে ধরাধামে।

ব্রহ্মা। আত্মীয় স্বজন কেহ তার
জানেনা এ ভীষণ সংবাদ?

(নারায়ণ আসিলেন)

নারায়ণ। কেমনে জানিবে? সন্ধিসূত্রে বদ্ধ হ'য়ে
গিয়েছে তিব্বতে দুষ্ট অনার্য্যমণ্ডলী।
নিশ্চিন্ত অন্তরে সবে শত্রু আক্রমণে
চিন্তা শুধু রাজা রাণী তরে।
জয়সেন সেনাপতি, স্তব্ধ যে, "রাজ্যের"
যাহার ইঙ্গীত মাত্র লক্ষ লক্ষ অসি
উত্তোলিত হয়ে যুগপৎ হইত সচল,

সেই বীরকুল শ্রেষ্ঠ রাজভক্ত ধীর
প্রভূভক্তি পরাকাষ্ঠা দেখাতে জগতে
রাজার কারণে
আত্ম স্বার্থ দিয়ে বিসর্জ্জন
একা মাত্র ভ্রমিতেছে কাননে কাননে
রাজারাণী কোথা আছে করিতে সন্ধান।

ব্রহ্মা। ওঃ বীরশূন্যা এবে বুঝি মাহিষ্মতীপুরী।

নারায়ণ। না—বীরশূন্যা নহে—প্রতিষ্ঠান
রাজপুত্র অরিন্দম বীরের আদর্শ
কর্ত্তব্যের মহা নিদর্শন
ক্ষত্রকুলে উপযুক্ত বীর!
কিন্তু তারা নাহি জানে কিছু।
তোমার পূজার তরে, কুসুম চয়নে আসি উপবনে
ফুল তুলি মালা গাঁথে আলিন্দে বসিয়া
হেনকালে অকস্মাৎ অনর্থ ঘটিবে।

ব্রহ্মা। তা হলে কি কর্ত্তব্য আমার এখন
কহ নারায়ণ কিছু না বুঝিতে পারি
ভ্রম যেন আচ্ছন্ন করেছে আমায়।
সর্ব্ব কার্য্য কর্ত্তা তুমি দেব দামোদর,
তুমি যা বলিবে, শিরোধার্য্য তাহা।

নারায়ণ। ইন্দ্র সহ অন্তরালে থাকি,
বিনা মেঘে বজ্রাঘাত করিবে মস্তকে,
সতী লাঞ্ছনার পাবে প্রতিফল।
তারপর দ্রুত গিয়ে সেই উপবনে

ভয়ার্ত্তা রাজবালায় আশ্বাসিতা করি
লয়ে যাবে রাজপুরে ;
রাজা রাণী রাজ্যে ফিরে যাবে,
তুমি রক্ষিয়াছ রাজার সম্মান—
প্রতিদান দিতে তার, ওঘোবতী কন্যা রত্ন
প্রজাপতি করে করিবে অর্পণ।
তারপর দেবলীলা আরম্ভ হইবে।

ব্রহ্মা। তাই চলিলাম ইন্দ্র পাশে
জানাইতে বিপদ বারতা।
তারপর আদেশে তোমার
কার্য্য করে যাব মর্ত্ত্যধামে
ফলে মোর নাহি প্রয়োজন।　　[প্রস্থান।

শনি। আমিও যাইব দেব সঙ্গেতে তোমার
শুভ দৃষ্টি করিবারে অনার্য্য নন্দনে
মৃত্যুর এক চতুর্থাংশ
মম অধিকারে।　　[প্রস্থান।

নারায়ণ। যাও সবে।
এইবার দেবলীলা হবে সূত্রপাত—
এইবার ভক্ত-সখা হইতে পারিব,
এইবার দুর্য্যোধনে রক্ষিব নিশ্চয়।
প্রিয় ভক্ত প্রতিষ্ঠান পতি, মম আজীবন।
প্রাণ চেয়ে রাজ্য তার অতি মূল্যবান
সেই রাজ্য অনার্য্যের দৃষ্টিতে পতিত।
ব্রহ্মা সনে ওঘোবতী হইলে মিলিতা—

পরিণামে প্রজাপতি বরে
ভক্ত-দুঃখ হইবে লাঘব।
মাহিষ্মতী সীমা সপ্তপুরা পর্ব্বত হইতে
শ্বেত মূর্ত্তি দুর্য্যোধন প্রস্তর হইবে
দুই পার্শ্বে নদীরূপে হবে প্রবাহিতা
নর্ম্মদা ও ওঘোবতী।
পার্শ্বে অন্য শুভ্র শৈল প'রে
প্রজ্বলিত হইবে অনল
শত্রু ভয় না রহিবে আর।
ভক্ত মোর এই ভাবে লভিবে মুকতি
ভক্তসখা নাম মোর হইবে সার্থক।

গীত।

ভক্তির ভিখারী আমি জানে ভুবনে।
ভক্ত অনুরক্ত নিত্য ভবনে বনে জীবনে॥
ভক্ত প্রহ্লাদের তরে, সয়েছি সব অকাতরে
প্রবেশি অনল ভিতরে—গরল সেবনে—
পর্ব্বতে মাতঙ্গ পদে, রেখেছি তায় পদে পদে
যে ডাকে আমায় বিপদে ভয় কি তার জীবনে॥

দ্বিতীয় দৃশ্য।

বন হইতে বহির্গত হইবার পথ।

(ঘোরানন্দের বেশে সুযোধনের প্রবেশ)

সুযোধন। (প্রবেশ পথে) ব্যর্থ হ'ল মনরথ।
নীলকণ্ঠ দুরাশয় সর্ব্বনাশ করেছে সাধন।
বলেছিনু তারে খাদ্য সনে বিষ দিয়ে
বিনাশিতে দাদার জীবন।
কিন্তু ক্রুরমতি বিপরীত কার্য্য তার,
ক'রেছে সে দিন।
বিষাক্ত অন্ন ব্যঞ্জন না দিয়া রাজায়
সমর্পিল প্রিয় বন্ধু কর্ণ সিংহে মোর।
ভাগ্য ভাল—মরে নাই বিষের ক্রিয়ায়
উন্মাদ—উদ্ভ্রান্ত সম করিছে ভ্রমণ
সহায় সম্পদ বন্ধু যা কিছু আমার
ছিল মাত্র—কর্ণসিংহ ;
সম্প্রতি একাকী—আমি কি আর করিব ? (চিন্তা)
(ক্ষণপরে) উঃ—
এত যত্ন এত চেষ্টা এত আত্মত্যাগ—
ভস্মে ঘৃতাহুতি সম হইল বিফল।
হরিতে দাদার প্রাণ কি করি উপায় ?
ঈর্ষানলে অঙ্গ জলে, মোর,
চিন্তা সদা রাজ্যের লোভেতে,

চিন্তা সদা রাজার বিনাশে
চিন্তা শুধু ভ্রাতৃ সর্ব্বনাশে।
কি করি কি করি কোন্ পথ ধরি
কি কৌশল উদ্ভাবন করিতে পারিলে
মনভীষ্ট হইবে সফল। (চিন্তা)
কি ঘোর সমস্যা হায়!
যত ভাবি তত যেন গভীর প্রদেশে
চিন্তার লহর বেগে ধায়
সিদ্ধান্তে কর্ত্তব্য স্থির করিতে অক্ষম। (চিন্তা)
হাঁ—হয়েছে উপায়
শত্রু ভাবে স্বকার্য্য হবে না সমাধা
মিত্র ভাবে এইবার দেখিব বারেক।
দাদা মোর ন্যায়বান সত্যের আদর্শ,
পদতলে পড়ি যদি ক্ষমা ভিক্ষা করি
ভুলিবেন সমুদয় অপরাধ মোর
সরল বিশ্বাস পুনঃ করিবে নিশ্চয়
তাহলেই কার্য্য শেষ সফল মানস।
অনুগত আজ্ঞাবাহী ভৃত্য সম থাকি
অবসর বুঝে কোন চাতুর্য্য বিস্তারে
তিব্বতের কারাগারে পাঠাব দাদায়।
যাই অন্য দিকে।
না না ঐ বুঝি আসে কর্ণসিংহ।
অন্তরালে থাকি
লক্ষ্য করি গতি বিধি ওর। (অন্তরালে গমন)

(উদ্ভ্রান্ত কর্ণসিংহ আসিল)

কর্ণসিংহ। হাঃ হাঃ হাঃ! ঐ নয় সেই—ঐ নয় সেই মালব রাজকন্যা নর্ম্মদা! ঐ বুঝি তার স্বয়ম্বর হচ্ছে! হাঃ হাঃ হাঃ। সুন্দরী এস এস—এই দিকে—আমার গলায় দাও দাও বরমাল্য দাও। কি দেবেনা দেবেনা—কথা শুনবে না? কেন? কি অপরাধ ক'রেছি? এই দেখ—আমি কত সুন্দর—কেমন সুপুরুষ! এমনটী এ ভারতে আর নাই নাই। এস এস—আমায় বিয়ে কর—সুখ পাবে—রাজরাণী হ'য়ে আমার বামে বসবে। শুনলে না—তবু অন্য দিকে যাচ্ছ—তবে দেখ জোর ক'রে মালা নেব। (গমন ও বৃক্ষে আঘাত পাইয়া) হাঃ হাঃ হাঃ। এযে একটা শক্ত কাঠ। বাঃ রে চালাক মেয়ে মানুষ—মালা দেবার ভয়ে আকাট হয়ে গাছ বনে গেলে যাদু মনে করেছ আমি তোমার চাতুরী বুঝতে পারব না? সব বুঝেছি তোমার মেয়েলী ধড়িবাজী সব বুঝতে পেরেছি। এখনও বলছি শোন —হাঃ হাঃ হাঃ।

সুযোধন। ও হো হো! একেবারে উন্মাদ।

কর্ণসিংহ। কি শুনলি না—আমায় বুঝি গ্রাহ্য হ'লনা আমাকে বুঝি পছন্দ হ'লনা? বর সাজিয়ে নিয়ে এসে শুধু মুখে ফিরিয়ে দিতে চাও? তা হবে না—শুনব না—না কিছুতেই না। যদি সহজে না যাস্ স্ববলে নিয়ে যাব—কেউ রাখতে পারবে না—আমি কর্ণসিংহ-আমার কাছে চালাকী?

সুযোধন। কর্ণসিংহ! স্থির হও ভাই—একবার চুপ্ কর আর প্রলাপ ব'ক না! তোমার ব্যাধির উপশম আমিই ক'রব—তার উপায়ও করছি।

কর্ণসিংহ। কে তুই! তুই বুঝি সেই—সেই বুনো তালগাছের ভূত—না রাক্ষস? আমার কাছে কেন? ধরবি—মারবি—খিদে হয়েছে বুঝি—খাবি? খা খা—একটু একটু ক'রে না খেয়ে একেবারে হাঁ ক'রে—গপ্ ক'রে—গিলে ফেল। আমার সব জ্বালা জুড়িয়ে যাক্। এই—এই পিশাচ! যা—সরে যা—দেখছিস্ না—এটা একটা স্বয়ম্বর সভা! ঐ দেখ একটা সুন্দরী মেয়ে আমার গলায় মালা দিতে আসছে। তুই তফাৎ হয়ে যা—তোকে দেখে—তোর ঐ বিকট চেহারা—লম্বা লম্বা চুল দাড়ি দেখে—ঐ দেখ—ভয়ে ও আসতে পারছে না—যা—সরে যা—এখনও বলছি সরে যা—যা—যা—যা। নইলে এক লাথি (লাথি মারিতে যাইয়া) হাঃ হাঃ হাঃ।

সুযোধন। বন্ধু স্থির হও।

কর্ণসিংহ। হাঃ হাঃ হাঃ। বন্ধু! আমার বন্ধু—তুই? না—আমার অমন পিশাচ বন্ধু চাই না—তুই যেন একটা কি! তোর চোখ দুটো অগ্নি গোলকের মত জ্ব'লছে—যেন বদমাইসী মাখান। তোর মুখ দিয়ে যেন ঝলকে ঝলকে বিষ উঠ্‌ছে। তোর বুকের ভিতরটায় যেন হাজার হাজার শয়তান থানা পেতেছে। তোর মত বন্ধুর মুখে ছাই ছাই ছাই হাঃ হাঃ হাঃ।

সুযোধন। তাইত কি করি—কি ক'রলে বন্ধুর আমার এ দুর্গতি দূর হয়! বন্ধু কর্ণসিংহ! আমার সঙ্গে এস আমি তোমার চিকিৎসা করাব। (হস্ত ধারণ)

কর্ণসিংহ। তুই যে বড় আমার হাত চেপে ধরলি? আবার উন্মাদ বলা হচ্ছে। উন্মাদ আমি না তুই? ভণ্ড সন্ন্যাসী বনের মধ্যে এসে চালাকী! জানিস আমি ক্ষত্রিয়। ভেবেছ বুঝি আমায় ধ'রে নিয়ে গিয়ে শ্মশান কালীর কাছে বলি দিয়ে—নিজের কাজ বাগাবে?

সে হচ্ছে না—আমি তোর ভণ্ডামী সব বুঝতে পেরেছি। তোর ও চতুরালীর বন্ধুত্বে আমি ভুলব না রে বর্ব্বর! দে ছেড়ে দে—আমার হাত ছেড়ে দে। দেখছিস্ না—ঐ গাছগুলো অহঙ্কার ভ'রে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে রয়েছে ওরাও—ঐ শোন—আমাকে যেন কি বলছে। ঐ দেখ্ আকাশে চাঁদ উঠেছে সেও আমার দিকে চেয়ে বিদ্রূপের হাসি হাসছে। ঐ ঐ যে তারাগুলো মিট্ মিট্ ক'রে জ্বলছে—ওরাও চুপী চুপী কি বলাবলি ক'রছে। ছাড়—ছাড়—আমি চাঁদ তারা-গুলোর সঙ্গে আকাশটা উপ্‌ড়ে এনে একটী একটী ক'রে তারা-গুলোকে ধরব আর মারব দে—ছেড়ে দে—আমি চাঁদ ধরব। উড়ব—হাঃ হাঃ হাঃ। (বিস্ময়ে) দেখ্ দেখ্ ঐ চাঁদের মধ্যে একটা মেয়ে মানুষ রয়েছে নয়? ও বোধ হয় সেই নর্ম্মদা। ওঃ মেয়েটা কি ডাকিনী! আমাকে ফাঁকি দিয়ে চাঁদের ভেতর লুকিয়ে রয়েছে। ওকে ধরে দিতে পারিস দেখি ও কেমন শয়তানী?

সুযোধন। দোব সখা! তোমার জন্য নর্ম্মদাকে ধ'রে দোব। তুমি একটু প্রকৃতিস্থ হ'লেই—সব হবে।

কর্ণসিংহ। কেন আমি অপ্রকৃতিস্থ কিসে? দুষ্ট! তুই আমাকে পাগল সাজিয়ে দিচ্ছিস্? আমাকে উন্মাদ প্রমাণ ক'রে নর্ম্মদাকে নিয়ে নেবার মতলব? হাঃ হাঃ হাঃ। সে হচ্ছে না। দে আমার হাত ছেড়ে দে—নইলে দেখবি—লোক ডাকব? ওগো! কে আছ রক্ষা কর—আমায় পিশাচে ধরেছে। হাঃ হাঃ হাঃ

(দ্রুতপদে জয়সেন আসিল)

জয়সেন। কার কাতরকণ্ঠ বনস্থলী প্রকম্পিত ক'রলে? কার আকস্মিক বিপদ পবন নিঃস্বনে সমস্ত কাননে প্রকাশ করে দিলে?

কার আর্ত্তস্বর অন্যের সাহায্য প্রার্থনা ক'রলে? কে রে? কোন্ অর্ব্বাচীন? কাকে নির্য্যাতিত করছিস।

কর্ণসিংহ। কে বাবা তুমি আবার? তুমি তো দেখছি মানুষ। দেখ বাবা! এই লোকটা—না না—এই পিশাচটা আমাকে পাগল প্রতিপন্ন ক'রে দিচ্ছে। একে চেন না তুমি! এ একটা ভণ্ড কাপালিক—মানুষ কাটে। নরবলী দিয়ে শব নিয়ে সাধনা করে। আমায় ওর হাত হতে বাঁচাও বাবা।

জয়সেন। ভয় নাই। আমি যখন এখানে তখন তোমার কোনও আতঙ্ক নাই। আশ্রিত—শরণাগত—বিপন্ন ব্যক্তিকে রক্ষা ক'রতে ক্ষত্রিয়ের বীরত্ব মণ্ডিত বিশাল বাহুদ্বয় সতত প্রসারিত—ত্রাস্ত—চকিত—ভয়গ্রস্ত ব্যক্তির উদ্ধার সংকল্পে ক্ষত্রিয় বীর জীবনপাতে প্রস্তুত—আকুল—অসহায়—শরণ্য ব্যক্তির জন্য ভারতের ক্ষত্রিয় মণ্ডল সতত সকল বিষয়ে মুক্ত হস্ত। এর জন্য তারা অবাধে বিপদ সিন্ধুর অতল গহ্বরে ডুব দেয়—এর জন্য সহাস্য বদনে তারা বাঘের মুখে ছুটে যায়—এর জন্য তারা দাবানল শিখার সঙ্গে আলিঙ্গন দিতে পারে। কে তুমি সন্ন্যাসী বেশধারী? প্রকৃত সাধু না ভণ্ড তান্ত্রিক?

সুযোধন। যা তোমার অনুমানে অনুভব হয়? তবে এ ব্যক্তি উন্মাদ।

জয়সেন। লক্ষণে প্রকাশ পায় বটে এ উন্মাদ। চক্ষের চঞ্চল দৃষ্টি এর উদ্ভ্রান্তের পরিচয় দেয় বটে! অস্বাভাবিক হাস্যে প্রতিপন্ন করে বটে—এ একজন জ্ঞানহারা—পাগল। কিন্তু তুমি কেন এর প্রতি বল প্রয়োগ করছ কাপালিক?

সুযোধন। প্রকৃতিস্থ করবার জন্য।

জয়সেন। এত আত্মীয়তা—এত উদারতা—এত সহৃদয়তা—কেন তোমার—এর উন্মত্ততা বিনাশে।

সুযোধন। এ আত্মীয়—বান্ধব—ভাই।

জয়সেন। সত্য?

সুযোধন। সাধুবেশে যদি তোমার ভক্তি থাকে- দণ্ড কমণ্ডলু-ধারী যোগীকে যদি তোমার বিশ্বাস থাকে--ব্রহ্মচারীর প্রতি যদি তোমার আস্থা থাকে এবং সেই বিশ্বাসে যদি আমার বাক্যে প্রত্যয় জন্মায় তোমার—তবে অগ্নি—ব্রাহ্মণ—ধর্ম্ম সাক্ষী ক'রে বলছি—আমি এর হিতৈষী—উপকারী—বান্ধব।

জয়সেন। (কর্ণকে) আপনি কি এঁকে চেনেন না?

কর্ণসিংহ। কতক—কতক—বেশ চিনি না। একটু একটু যেন মনে হচ্ছে—আমিও একদিন ঐ বেশে ওর কথা মত কাজ করতুম। ওর জন্য প্রাণ দিতুম। কিন্তু এখন যেন তার সব বিপরীত। এখন আমি আমাকেই চিনি না। হাঃ হাঃ হাঃ।

জয়সেন। এঁর সঙ্গে যেতে আপনার কোন আপত্তি আছে. কি?

কর্ণসিংহ। না। কিছু না।

সুযোধন। এস তবে! দেরী ক রনা। ইনি কে জান? মহারাজ দুর্য্যোধনের সেনাপতি--জয়সেন।

কর্ণসিংহ। (সভয়ে) সত্যি নাকি! দোহাই বাবা—ক্ষমা কর—বাবা—আমায় মের না—

জয়সেন। ভয় কি?

কর্ণসিংহ। আমি পলাই—নইলে সব দিক যাবে। হাঃ হাঃ হাঃ।

[প্রস্থান পশ্চাৎ সুযোধনের দ্রুত প্রস্থান।

জয়সেন । সব যেন স্বপ্ন সম জীবনে আমার ।
কত দেশ গ্রাম কত বা নগর
কত শত বিশাল কানন
কত সাধু সম্মিলনে
তন্ন তন্ন কবি অন্বেষণ
মহারাজে না পাই দেখিতে ।
কোথা গেল রাজা বাণী কে জানে সংবাদ ?
বল বৃক্ষগণ ! জান কি তোমরা কেহ
প্রতিষ্ঠান পতি আছে কোন্ দেশে ?
জান কিহে শশধর ! বিমান বিহারী—
মাহিষ্মতী-চন্দ্রদেব রয়েছে কোথায় ?
জান কি—জান কি ওহে নক্ষত্র সকল
মোদের রাজার কোন বিশ্বস্ত সংবাদ ?
বিধাতার লেখনীর অকাট্য নিয়মে
কোথায় কি ভাবে তারা কে জানে সংবাদ ?
পাই যদি দৈবশক্তি
কিম্বা যদি হই অন্তর্য্যামী—
তবে পারি এ রহস্য করিতে উদ্ভেদ ।
যাই---দেখি আরও চেষ্টা ক'রে । [প্রস্থান ।

(কাঞ্জিলাল আসিলেন)

গীত ।

কাঞ্জিলাল । বিচিত্র লীলা তোমার হে হরি ।
ভ্রমান্ধ মানব কেবল বেড়ায় ভুল ধরি ॥

কখন কাহারে কি ভাবে রাখ কোন্ অজানা প্রদেশে
কারেও ভাল কাহারে মন্দ কেউ পূর্ণ হিংসা দ্বেষে,
অর্থ প্রয়াসে ধায় কেউ উল্লাসে তোমার উদ্দেশ পরিহরি ॥
তোমার খেলা তোমার ভবে মুগ্ধ মানবে লইয়া,
ব্যস্ত নিরন্তর, সুখেতে তৎপর, আমার আমার করিয়া,
ভাবেনা বারেক তোমারি দান তুমি লইবে ফিরিয়া
মায়া আকর্ষণে ব্যস্ত জীবগণে আপাতঃ মধুর পাতকে পড়ি ॥

[প্রস্থান ।

তৃতীয় দৃশ্য ।

মাহিষ্মতী—রাজ উপবন ।

(সঙ্গিনীগণ সহ ওঘোবতী আসিল)

গীত ।

সঙ্গিনীগণ । বকুল ডালে—ঐ কোকিলে—কুহু কুহু গায় ।
প্রাণ যে কেমন কেমন করে, মলয় পবন আগলে গায় ॥
একে ভাই, আমরা সবাই, হিন্দু কুলের কুমারী,
বুঝিবা—বুঝিবা— বসন্তের অন্তকালে,
বয়স কালে - কুল মান রাখতে নারি,
(আবার) মদনের পঞ্চবাণে, প্রেম তুফানে
তরিতে কই কাণ্ডারী,

বাণে বাণ মিশে গেলে, অবলায় আট্‌কে রাখা দায়,
প্রণয় তরি প্রীতির টানে অতল জলে তলিয়ে যায় ॥
মনে করি ক'রব না যিগে, এমনি ভাবে কেটে যাবে কাল
দূর ছাই—তায় পোড়া কাল—ঘটায় যে জঞ্জাল,
মধু মাসে, বঁধু আসে, বধূর পাশে কাটায় কাল
থাকল শুধু কাণে শোনা—পরখ করা হ'লনা হায়
এবার মজব পতির প্রীতি কামে ভজন যুগল রাঙাপায় ॥

১ম সঙ্গিনী। সখি! তুমি এইখানে ব'স—আমরা ফুল তুলে আনি। (প্রস্থান)

ওঘোবতী। এই উপবন বিলাসীর শান্তি নিকেতন!
রোগ শোক তাপ জ্বালা বিনষ্ট এখানে,
প্রকৃতির চারু শোভা করি নিরীক্ষণ।
বিরহ ব্যথিতা যবে বাজ কন্যাগণ
শান্তি আশে আসে তারা প্রমোদ উদ্যানে।
কিন্তু আমি কেন আসি
নিত্য প্রাতে কুসুম চয়নে?
কেনই বা আমি—
সেই ফুলে
পরিপাটী সুচিকণ হার
সযতনে গড়ি মন প্রাণ ঢেলে?
কেনই বা ইচ্ছা হয় মোর
সেই মাল্য দিয়ে—
এ বিশ্ব সৃজন যাঁহার

যিনি এই ব্রহ্মাণ্ডের বিধি
সৃষ্টির প্রথম, জীব সৃজিলেন যিনি
তাঁরই উদ্দেশে—
সকাতরে করি সমর্পণ ?
চিনিনা—জানিনা কভু দেখি নাই চক্ষে
কেমন প্রভুর রূপ ; যাঁর সৃষ্ট আমি।
তবু যেন মনে হয়—
প্রভাতের তরুণ অরুণে
বিরাজিত যেই সহস্র কিরণ ;—
সেইরূপ লোহিতাঙ্গ দেবোপম
পুরুষ প্রবর এক ; বিস্তারি বিমল কর
সমাদরে পুষ্প মালা করেন গ্রহণ।
সেই রূপ—সেই দিব্য জ্যোতি—
সেই মহিমা মণ্ডিত মন মুগ্ধকর
অপরূপ রূপ, জীবনে উপাস্য মম।
তাঁরই চরণে মম জীবন যৌবন
নিবেদিত সম্প্রদত্ত উৎসর্গীকৃত।

(ফুল লইয়া গীত কণ্ঠে সঙ্গিনীগণ আসিল)

গীত।

সঙ্গিনীগণ। ধর সখি ধর ধর বাছা বাছা ফুল।
পর সখি গলায়—বিনোদ মালায়,
নেহারি লোলুপ যাতে প্রেমিক মধুপ কুল॥
রজনী গন্ধ, মরি কি গন্ধ, অন্ধে করে অনুমান

বেলা, টগর, জাঁতি, যূথী, মালতী—মন্দার সমান,
রচিয়া কোমল হার, প্রিয় পদে উপহার, করলো প্রদান,
চলিলাগ সরোবরে, জলকেলি সারিবারে,
থাক হেথা হওনা ব্যাকুল ॥

(প্রস্থান)

ওঘোবতী। সহসা কেন এমন হ'ল আমার! মনটা যেন হঠাৎ কেমন দুর্ দুর্ ক'রে কেঁপে উঠল। এ আবার কি দক্ষিণ পদতলে এমন ধারা কণ্ডুয়ন আরম্ভ হ'ল কেন? কেনই বা সমগ্র দক্ষিণাঙ্গ আমার ঘন ঘন স্পন্দিত হচ্ছে? কেনই বা আমার এমন গম্ভীর নির্ভয় প্রাণে সহসা আতঙ্কের আবির্ভাব হচ্ছে? যে প্রাণ একদিন দুঃসাহসের জলন্ত দৃষ্টান্ত হ'য়ে তিব্বত রাজ সৈন্য বৃন্দকে তাদের গগন স্পর্শী দম্ভের গর্ব্ব হতে প্রতি নিবৃত্ত করেছিল সেই প্রাণ আজ কেন এমন ধারা টলে উঠল? সত্যনারায়ণ! ইচ্ছাময় তুমি! তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক। দেখি কি আছে কপালে?

(সৈন্য সঙ্গে সুমেরু আসিল)

সুমেরু। (থম্‌কাইয়া) এই—যে—তুমি সুন্দরী! এখানে?

ওঘোবতী। একি! কে তুমি অপরিচিত যুবক?

সুমেরু। আমি যুবক হ'লেও—যুবতী! তোমার কোন ভয়ের কারণ নাই।

ওঘোবতী। তোমার এ কেমন—অন্যায় আচরণ?

সুমেরু। কিসে সুন্দরী?

ওঘোবতী। আমি রাজকন্যা—একাকিনী। এ সময় কেন তুমি কে তুমি?

সুমেরু। আমি—আমি একজন প্রেমসুধা পিপাসী—দীর্ঘকাল উপবাসী হতাশ্বাসগ্রস্ত কাতর চকোর। মাসান্ত প্রায় করে পূর্ণচন্দ্রের প্রকাশের দিন আজ। বড়—আশা—বড় পিপাসা বড় আকাঙ্ক্ষা লালসা আজ সুধাপানে পূর্ণ হবে।

ওঘোবতী। দেখ—তোমার কথা শুনে বোধ হচ্ছে তুমি অসৎ প্রকৃতির লোক—তোমার উদ্দেশ্য ভাল নয়—এখান হতে সরে যাও। আমি কুমারী—অনূঢ়া।

সুমেরু। তুমি কুমারী—অনূঢ়া—অবিবাহিতা ব'লেই ত সুন্দরী! তোমায় লাভ ক'রতে এত আগ্রহ। তোমার জন্য এত স্বার্থ ত্যাগ—তোমার জন্যই সুদূর তিব্বত হ'তে কষ্ট স্বীকার ক'রে এত দূর আসা। আশা কি পূর্ণ ক'রবে না প্রেমময়ী? প্রাণ দিয়ে পতি ভাবে কি আমায় পূজা করবে না হিন্দু রমণী? কেন অনার্য্য বলে? হলেই বা অনার্য্য! আর্য্যও যে মানুষ—অনার্য্যও সেই মানুষ। আর্য্য হিন্দু রাজপুত যাঁর সৃষ্টি বনবাসী অনার্য্যও ত তাঁরই সৃষ্টি। ধার্ম্মিক হিন্দুস্থান বাসী ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় যে খাদ্য পানীয় ব্যবহারে জীবন ধারণ করেন অনার্য্যদলও কি তারই উপর জীবনীশক্তি নির্ভর করে না? তবে কেন এত ভেদ ভাব সুন্দরী? কেন এত জাতির গৌরব রাজপুত বালা? কেনই বা এত আত্মম্ভরিতা প্রকাশ কর দুর্ব্বলা অরক্ষণীয়া কন্যা হ'য়ে? জাননা কি হিন্দু ললনা! দীল্লিপতি মোগল বাদশাহ্‌গণ তোমাদের কত শত বিশুদ্ধ রাজপুত বালার পাণিগ্রহণ করেছিলেন। তাদের ত ভেদ ভাব ছিল না। সাম্য ভাবে হিন্দু মুসলমানে আদান প্রদানে সম্বন্ধ স্থাপনে এক সূত্রে গাঁথা মালার মত ছিলেন—সে দিন সুখ ও ছিল। এখন তার অভাব, তাই এমন অধঃগতি—এত হিংসাদ্বেষ—এইরূপ সংগ্রাম সঙ্ঘর্ষ। বলি সুন্দরী।

মোগল বাদসাহকে বিবাহ করতে বাধা নাই—যত বাধা অনার্য্যে! মোগল অপেক্ষা অনার্য্য ঘৃণ্য অস্পৃশ্য কেমন?

ওঘোবতী। ঘৃণিত কুক্কুর! ইতিহাসের কলঙ্ক কাহিনী শুনিয়ে ভারত ললনাকে ভুলাবার আশা ভুলে যা। তারা সব জানে—পথ চেনে—কর্ত্তব্য বোঝে। কত শত রাজপুত—মোগল করে কন্যা ভগ্নি দিয়েছিল সত্য। আবার এমন রাজপুত বীর—এমন ধার্ম্মিক—এমন কুলের ধ্বজাও ছিল যে সে অনায়াসে পুত্র পত্নী কন্যাসহ নিরাশ্রয়ে উপবাসে—কখনও পর্ব্বত-গুহায় কখনও বৃক্ষমূলে কাল কাটিয়েছে—তবু মোগলের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন দূরে থাক—তাদের বশ্যতা স্বীকার ক'রেও সম্মানযুক্ত উচ্চ পদের আকাঙ্ক্ষাও উপেক্ষা ক'রেছেন। তিনি সেই মহান—সেই উদার—সেই জলন্ত সত্য মহাত্মা প্রতাপ—রাণা প্রতাপ। চিতোরের জন্য—উদয়পুরের জন্য—তাঁর চ'খের তপ্ত অশ্রু এক মুহূর্ত্তের জন্য শুকাল না তবু তিনি জীবন্ত স্বাধীন। আমিও সেই রাজপুতবালা। পুনর্ব্বার অমন নীচ কথা কানে শুনলে—তোর ঐ নরককুণ্ড সমান মুখটাকে বাম পদাঘাতে চূর্ণ বিচূর্ণ ক'রব।

সুমেরু। সাবধান মুখরা রমণী—

ওঘোবতী। সাবধান কামান্ধ কুক্কুর।

সুমেরু। তবে রে প্রগলভা। (কেশাকর্ষণ)

ওঘোবতী। ছাড় দুষ্ট। কেশরাশি ছাড। ধ্বংস হবার আশঙ্কা রাখ। সীতা সতীর কেশাকর্ষণে বিপুল রক্ষকুল নির্ম্মূল—দ্রৌপদীর কেশাকর্ষণে বিশাল কুরুবংশ ধ্বংস—সতী কেশাকর্ষণের ফলে দৈত্য দর্প বিচূর্ণ মনে করে—পরিণাম ভেবে—ছাড় চুল ছাড়।

সুমেরু। কিছুতেই না কিছুতেই না। যতক্ষণ না আমায় পতি বলে স্বীকার ক'রবে—ততক্ষণ কিছুতেই না কিছুতেই না।

ওঘোবতী। হতভাগ্য। এত আকাশ কুসুম আশা? তুই আমার পুত্র---তুই আমার পুত্র।

সুমেরু। দেখি তবে তোকে কেবা রক্ষা করে।

কেশে ধরি সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড
ঘুরাইব, কুম্ভকার চক্র সম,
কণ্টকাবৃত পথে লইব টানিয়া---
দেখি পতিরূপে ভাব কিনা মোরে?
ডাকরে পাপিনী তোর—রক্ষা কর্ত্তাগণে
অনার্য্যের করে আজ করিতে উদ্ধার।
দেখহে জগৎবাসী—স্বচক্ষে সকলে
আর্য্যের কি অপমান অনার্য্য কৌশলে।

ওঘোবতী। রক্ষাকর রক্ষাকর মম ইষ্টদেব।
তোমার পূজার জন্য কুসুম তুলিতে
উপবনে আসি আজ আমার দুর্গতি।
এ বিপদে তোমা বিনা কে রাখিবে আর।
যায় মান যায় ধর্ম্ম যায়,সতীর সম্মান
ইষ্টদেব রক্ষাকর রক্ষাকর প্রাণ।

সুমেরু। কেহ নাহি রক্ষা কর্ত্তা আর
এখনও পতি বলে করহ স্বীকার
নতুবা কিছুতে তোর না দেখি নিস্তার।

(কেশাকর্ষণ করতঃ প্রস্থান)

ব্রহ্মা। (নেপথে) নির্ভয় নির্ভয় রাজবালা।

(সহসা ব্রহ্মার আবির্ভাব দেখিয়া সভয়ে রক্তদেহে সুমেরু)

সুমেরু। ঘোর যুদ্ধ! কোথা হতে অকস্মাৎ

অলক্ষ্য হইতে কেবা—
করিতেছে তীক্ষ্ণাস্ত্র নিক্ষেপ।
শত ছিন্ন অঙ্গ মোর রক্তাক্ত শরীর।
অস্ত্রহীন—সৈন্যহীন—বন্ধুহীন এক।
কত—আর করিব সময়?
অতি লোভে লুব্ধ হ'য়ে কামিনী কুহকে
নূতন যৌবনে বুঝি হারাই জীবন
সংসারের কোন আশা পূরিল না মম
যাই দেখি যদি পলাইলে বাঁচে এই প্রাণ।

ব্রহ্মা। বজ্রধর! এই অবসর—
হান বজ্র পাপীষ্ঠ মস্তকে। (বজ্রাঘাত)

সুমেরু। উঃ—বাপ— (প্রস্থান ও মৃত্যু)

ব্রহ্মা। দেখ বিশ্ববাসী!
মহাপাপী—রমণী লোলুপ দুষ্ট
যেই নরাধম!
বিনা মেঘে বজ্রাঘাত—মস্তকে তাহার
ধর্ম্মরাজ কৃতান্তের কর্ম্মোচিত শাস্তি।
দেখি গিয়া কোথা ওঘোবতী—
সঙ্গে লয়ে তারে রাজপুরে করিব গমন।

ওঘোবতী। (নতজানু হইয়া করজোড়ে)
কে তুমি হে মহাভাগ
দেবদ্যুতিধারী নবীন পুরুষ
জোতিষ্মান বদনমণ্ডল

লোহিতাঙ্গ প্রিয় দরশন !
দয়া দানে উদ্ধারিলে অবলা বালায়
তুমি কিহে স্বর্গের দেবতা ?
তুমি কিহে দয়া অবতার ?
তুমি কিহে স্বপনের ছবি ?
এতদূর অনুকম্পা—অনাশ্রিতা জনে
নিজ গুণে প্রকাশিলে—কে তুমি মহান ?

ব্রহ্মা　শুভাননে ! কনক রুচি প্রভাম্বিতে !
ললাম দুহিতে !
কে আমি সে পরিচয়
কেমনে—কিরূপে কোন্ বাক্যে
কহিব তোমায় নৃপতি কুমারী ?
হে বরবর্ণিনী ! অমিয়ভাষিণী
অনুপমা নবীনা যুবতী !
আমার বৃত্তান্ত যদি জানিতে বাসনা—
শুন তবে কহি চারুশীলে !
আমি মাত্র একজন
প্রেম পীযূষ লোভী উদ্ভ্রান্ত যুবক !
আমি মাত্র জ্ঞানহারা তোমার রূপেতে
আমি মাত্র লালায়িত লভিতে তোমায় !
চির জীবন সঙ্গিনী করিতে তোমারে
উপনীত উপবনে কোমল উষায়।
উদ্ধারিতে অসুরা বালায়
উজলিতে সতীত্ব গরিমা তব

উপজিতে তব প্রাণে নবীন আশার
ব্রহ্মলোক ত্যজি মর্ত্তে ব্রহ্মা প্রজাপতি ।

ওঘোবতী । কি কি কি !
দেব প্রজাপতি তুমি,
সৃষ্টি কর্ত্তা জীবাত্মার ভাগ্য বিধায়ক ?
রক্ষিবারে লম্পট কবলে
নিজ গুণে উদয় হেথায় ?
সৌভাগ্য আমায় তাই
দৈব কৃপালাভে সতী ধর্ম্ম রক্ষা হ'ল আজ !
দুরন্ত অনার্য্য যবে কেশ আকর্ষিয়া
মহাশূন্যে করিল ঘূর্ণিত,
জ্ঞান হারা তখন হইতে ।
চৈতন্য লভিয়া নিরখিনু
শান্ত সৌম্য সুন্দর মূরতি ।
প্রজাপতি ! পদাশ্রিতা কিঙ্করী তোমায়
ভক্তি ভরে করিছে প্রণাম । (প্রণাম)

ব্রহ্মা । ওঠ বরাননে ! কাতরতা কর পরিহার !
কহ এবে সরল অন্তরে
যে মূরতি আজ তব সম্মুখে বিরাজে—
এর ছবি কোন দিন—
কোন স্থানে—দেখেছ কি কভু ?

ওঘোবতী । দেখেছি অনেক বার কল্পনা নয়নে !
উপাস্য দেবতা রূপে হৃদয় মন্দিরে
সমুজ্জ্বল প্রতিভাত ছিল যে স্বরূপে ;

এক মনে এক প্রাণে এক ধ্যানে
পূজা যাঁর করিলাম এতকাল—
এই সে ধ্যানের ধন সম্মুখে আমার। (ব্রহ্মাকে দেখান)

ব্রহ্মা। শান্তি লাভ কর সুবদনী !
আমি তব প্রেম পরিমল
সংগ্রহ করিতে ;
মোহিত মধুপ রূপে ;—
উপবিষ্ট প্রায় তব ফুটন্ত মুকুলে।
অসামান্য রূপের লাবণ্য তব
যৌবন জলধি জলে করে ঢল ঢল
যে রূপের তীব্র আকর্ষণে—
ব্রহ্মলোক পরিহরি বিহরি হেথায়
সেই রূপ উপভোগ্য হবে কি আমার ?
পাইব কি প্রিয়ভাবে
নিরমল প্রেম সহ প্রাণের মমতা তব ?
হবে কিলো নৃপতি নন্দিনী—
অঙ্কলক্ষ্মী মোর ?

ওঘোবতী। শয়নে, স্বপনে, ধ্যানে, জ্ঞানে
আহারে বিহারে জাগন্তে ঘুমন্তে
অন্তরে অঙ্কিত দেব তব প্রতিচ্ছবি।
এ দাসীর জীবন, যৌবন, মন, প্রাণ,
সমর্পিত তোমার উদ্দেশে।
পুষ্পপুঞ্জ ভক্তিভরে অঞ্জলি ভরিয়া
ইষ্টদেব পূজা হেতু যখন সঁপেছি (সঁপেছি)

তখনি তখনি যেন ঐ পদ্ম করে
সাদরে প্রীতির দান ক'রেছ গ্রহণ
ধন্য প্রাণ ধন্য দেহ করিতে আমায়।
তুমি পতি, গতি, মুক্তি,
তুমি মোক্ষ, শান্তি, ভক্তি,
তুমি মোর যাগ যজ্ঞ ব্রত তীর্থ আদি।
তুমিই আরাধ্য স্বামী
উপাস্য দেবতা তুমি
প্রাণের ঈশ্বর তুমি।

ব্রহ্মা। এত ভালবাসা এত প্রাণ ঢালা প্রীতি
এতই পাগল করা প্রেম অনুরাগে
বেসেছ আমায় ভাল?
এই অনুরাগ প্রেয়সী তোমার
একেবারে হয়েছে বর্দ্ধিত
না ক্রমে ক্রমে গাঢ় হ'তে গাঢ়তর প্রেমে
উচ্ছ্বাস—আবেগ আবেগ আসি
জন্মায়েছে অকৃত্রিম এই ভালবাসা?
কিরূপে প্রথমে তব প্রাণের পরতে
প্রকটিত মোর প্রতিকৃতি
কহ—শুনি—উৎসুক জীবনে।

গীত।

ওঘোবতী—

যেন স্বপনের ঘোরে, হৃদয় আগারে, স্বপনের ছবি দেখা দিল।
যেন স্বপন আবেশে, বদন সুহাসে, মধুর ভাষে প্রবোধিল॥

যেন এমনি মত রূপ খানি তাঁর এমনি জ্যোতি প্রভাতিল,
যেন এমনি কোমল করুণা করে সাদরে গলা ধরেছিল,
এমনি ধারা আমার হ'য়ে প্রাণের কথা ক'য়ে গেল
স্বপনে—দরশ—স্বপনে পরশ, স্বপনে হরষ সমুদিল ॥
সেই দিন হ'তে মোহন মূরতি মনের মাঝে জেগেছিল,
মহিলা মানস বাসনা পূরাতে সাকারে এখন উদয় হ'ল,
অমল কমল বিমল বিভা উষার প্রভায় মিশাইল
প্রেমিক পাগল প্রকৃতি চিত্তে নিত্য শান্তি উপজিল ॥
হরিবল—একবার হরিবল—হরি হরি হরি বল ॥

(উভয়ের—প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য ।

দেবকণ্ঠাশ্রম ।

(একাকী দুর্য্যোধন)

দুর্য্যোধন । এতদিনের পর কি যেন একটা গভীর অন্ধকারের স্তূপীকৃত কৃষ্ণবর্ণ চ'খের উপর থেকে অপসারিত হ'য়ে গেল—এতদিনের পর আবার সেই সুখের আনন্দ ভূমি প্রতিষ্ঠানেব স্মৃতি প্রাণের পরতে পরতে জেগে উঠল—এত দিনের পর পিতার প্রাণে আবার তনয় মমতা যেন, স্তিমিত দীপালোকের মত মুহূর্ত্তে দপ্ ক'রে জ্ব'লে উঠল । কোথায় আমার অরিন্দম, ওঘোবতী, জয়সেন কোথায় চির বাহুবল জীবন দোসর প্রাণোপম ভাই সুযোধন আর কোথায় সেই কুলুনাদিনী তটিণীর কুলুকুলু ধ্বনি মুখরিত সোনার প্রতিষ্ঠান

আর কোথায় বা তার ভূস্বামী আমি দুর্য্যোধন। স্নেহ, মমতা, শ্রদ্ধা, প্রীতি, ভালবাসা, ভক্তি এক সঙ্গে নবীন উদ্যমে আমার হৃদয় সিন্ধুতে লহর তুলে তুলে ছুটেছে। সেই অভূত পূর্ব্ব অদৃশ্য বীচি-মালা গুলি—একটীর পর একটী তারপর আর একটী উঠছে—পড়ছে—আবার অনন্ত বারিধির বারিরাশি সহ কোথায় মিশে যাচ্ছে। এমনি ধারা—মানব জীবনের উত্থান পতন চিত্র—অন্তর ফলকে প্রকটীত হওয়ায় আজ আমার পূর্ব্ব ভাবের অভাব হ'য়ে দাঁড়িয়েছে—সংসার মোহে মন মজেছে—আবার কাল ঘুমের ঘোর চ'খের মাঝে নেচে নেচে বেড়াচ্ছে।

(লোভ ও লালসার আবির্ভাব ও)

গীত।

ছি ছি বঁধু কেন তুমি এমন নিরদয়।
সময় হলে কাজ মিটে যায় বিফল হ'লে অসময়॥
সংসার পাতাইয়া—সকলি সাজাইয়া, স্বহস্তে ভাঙ্গিয়া দাও,
এ কেমন তোমার, বিপরীত ব্যাবহার, কেন আপনার, ভুলে যাও,
ঘরে আছে পুত্র, কন্যা কলত্র, সে দিকে নেত্র না ফিরাও
তোমার বিলাস কালে বিবেক এল এওকি প্রাণে সয়।
যৌবন সুখ লালসা ত্যজিয়ে মিছে কর কালক্ষয়॥

(অন্তর্দ্ধান)

দুর্য্যোধন। এই দুই মোহন মুরতি
কোথা হতে দেখা দিয়া
সংসার বাসনা প্রাণে জাগাইয়া দিল।

মরি মরি কি সুন্দর মূরতি দোঁহার !
এমনি অনুপরূপ প্রভাসিত করি
পুত্র অরিন্দম আর কন্যা ওঘোবতী—
সংসারে শান্তির স্রোত করে প্রবাহিত।
আর আমি কিনা পত্নীর সহিত
বাণ প্রস্থে—আসি, মুগ্ধ সংসার চিন্তায়।
শুনিয়াছি—গুরুদেব মুখে
যে কার্য্যের যে কাল না হলে আগত
সহজে সম্পন্ন তাহা হয় না কদাপি।
বুঝিলাম প্রব্রজ্যার—সময় আমার
হয় নাই সমাগত; এখন অনেক বাকী।

(উদ্ভ্রান্ত কর্ণসিংহ আসিল)

কর্ণসিংহ। হাঃ হাঃ হাঃ। একটা বিরাট আশ্চর্য্যময় স্বপ্নের বিকার—একটা কেমন অজ্ঞাত প্রদেশের কল্পনার মত যেন কি? এই ছিল আর নাই আবার খানিক পরে হয় ত আসবে। মনে হয় আমি যেন কি হারিয়ে মাথাটা গোলমাল ক'রে ফেলেছি। অ্যাঁ—হ্যাঁ—কি বলছিলাম? ও—সেই কথা—সেই বিয়ের কথা! (দুর্য্যোধনকে) হ্যাঁগা তুমি কি মানুষ? এখানে দাঁড়িয়ে কেন গা? তুমি কি বিয়ে ক'রেছ? যদি না ক'রে থাক—তবে আর ও কাজ ক'রনা—ওতে ভারি বিপদ। মেয়ে মানুষ গুলো কি একটা ভেল্কি জানে—বেচারা পুরুষ গুলোর মাথা বড় গুলিয়ে দেয়। ভগবানের রাজ্যে ঐ কাঁচা খোলা বেয়াড়া জাতটা যদি সৃষ্টি না হ'ত তাহলে এক রকম বেশ থাকা যেত। কেমন একটা নেশা তাদের গায়ে মাখান আছে—

চাইলেই অমনি বিদ্যুতের মত দপ্ ক'রে জ্ব'লে উঠে চুম্বকের মত পুরুষগুলোকে টেনে নিয়ে ফাঁদে ফেলে দেয়—সে জাল কেউ কাটতে পারে না—হ্যাগা হ্যাগা তুমি পার? বোধ হয় পার। দেখ—তোমার মত আমিও দিন কতক—ঐ রকম ভণ্ডামীর খোল্স্ প'রে সাধু সেজেছিলাম—কিন্তু উঃ—সে কথা—দূর ছাই—আর ভাবতে পারি না। ঐ ঐ এল, এল, কাল কাল সাপ গুলো ছোট ছোট বাচ্ছা এক পাল সঙ্গে ক'রে আমাকে তাড়া করেছে কামড়াতে আসছে—পালাই—পালাই—পালাই—হাঃ হাঃ হাঃ।

(প্রস্থান)

দুর্য্যোধন। একি দৃশ্য! লোকটা পূর্ণ উন্মাদ। বোধ হ'ল যেন কর্ণাট যুবরাজ কর্ণসিংহ। এর পাপের এই প্রতিফল? ভগবন! ধন্য তোমার বিচার? তা না হলে লোকে তোমায় ন্যায়বান সূক্ষ্ম বিচারক বলবে কেন?

(জয়সেন আসিল)

জয়সেন। ঐ নয় আমার উপাস্য দেবতা রাজা—ঐ নয় আমাদের দেশের সত্যের দেবতা—শান্তির মূর্ত্তিমান ছবি মহারাজা দুর্য্যোধন? ধন্য ভগবন! তুমি ন্যায়বান—ধন্য তুমি সূক্ষ্ম বিচারক। পিতা পিতা।

(দুর্য্যোধনের পদতলে পতন)

দুর্য্যোধন। কেরে জয়! আমার স্নেহ পালিত কুমার জয়সেন এলি? এত দিনে পিতা ব'লে মনে প'ড়েছে বাপ তোমার? এত দিনের পর তোদের রাজাকে খুঁজতে এসেছিস জয়? এতকাল—বিলম্ব ক'রে—প্রভু ভক্তির দৃষ্টান্ত জগতে জানাতে এসেছিস প্রাণাধিক? বাবা আমার জয়সেন সেনাপতি! আমার অরিন্দম ওঘোষতী কেমন

আছে? শত্রুদের প্রবল দৃষ্টিতে—আমার সেই স্নেহের প্রসূন দুটী বৃন্তচ্যুত---হয়নি ত? দুরন্ত দুর্দ্দান্ত—অনার্য্যগণের কার্য্যে আমার পূর্ব্ব-পুরুষগণের পুন্নাম নরক নিবারণের পথে কোন কণ্টক পড়েনি ত? আমার চির আজ্ঞাকারী সেবক প্রজাপুঞ্জের কোনও অকল্যাণ ঘটেনি ত? বল জয়! নির্ব্বিরোধে সকল কথা প্রকাশ ক'রে বল?

জয়সেন। স্নেহময় পিতা! চিরপূজ্য দেবতা! ঈশ্বরের প্রতিনিধি নরপতি পিতা আমার! রাজ্যের সব কুশল। অরিন্দম ওযোবতী নিরাপদ মঙ্গলে প্রতিষ্ঠানে অবস্থিত। প্রজাবৃন্দ! পিতৃহারা অনাথের মত বিরসভাবে কাল গত করছে---শত্রু কর হ'তে রাজ্যউদ্ধার হয়েছে। কিন্তু পিতা! রাজ সহোদরের অমানুষিক পাশব ব্যবহারে আমরা বড় মর্ম্মাহত হয়েছি।

দুর্য্যোধন। কেন বেন জয়সেন! সুবোধন কি আমার কোন রূপ কুপথ গামী হয়েছে? ভাই কি আমার অনুপস্থিতে রাজ সিংহাসনে ব'সে রজ্যপালন ক'রছে?

জয়সেন। না প্রভু! তিনি এখন অনার্য্যের অধীনস্থ হ'য়ে রাজ্য লালসায় তাদের সহানুভূতি প্রার্থনা ক'রেছে। আরও এক বীভৎস নারকীয় ব্যাপার সম্পাদনে উদ্যত হয়েছিলেন। সে ব্যাপার শুনলে পাহাড়ের পাথরগুলো নড়ে চড়ে উঠে স্থানভ্রষ্ট হবে সে কথা শ্রবণ ক'রলে ঐ আকাশের প্রশান্ত বক্ষ বিচঞ্চল হ'য়ে উঠবে--সে কার্য্য স্মৃতিপথে আনয়ন ক'রলে অভ্রভেদী মহীরূহ শ্রেণীও মাথা নীচু ক'রে মৃত্তিকা স্পর্শ করবে।

দুর্য্যোধন। তাকি হয়রে জয়! ভাই কি কখন এমন কাজ ক'রতে পারে রে বাবা? এক শুক্র শোণিতে জন্ম গ্রহণ ক'রে উভয় ভ্রাতায় কি মতদ্বৈধ জন্মাতে পারে? না ভুল বুঝেছ। ভাই যতই

অন্যায় করুক—যতই নিষ্ঠুর হোক—যতই অত্যাচারের কষাঘাত করুক না কেন তবু সে ভাই এক মায়ের পেটের ভাই—বাহুবল স্বরূপ শ্রেষ্ঠ আশ্রয় ভাই। ভাই কি কখনও পর হয় না পর কখনও ভাইয়ের অভাব পূরণ ক'রতে পারে? তুমি আমার সুযোধনের কোন নিন্দা গ্লানি বা কুৎসার কথা প্রচার ক'রনা। হাজার হ'লেও সে আমার ছোট ভাই—আমি তার বড় দাদা। ভ্রমের বশে যদি একটা অন্যায়ই সে করে ফেলে তাহলে আমি জ্যেষ্ঠ—আমার কি তাকে ক্ষমা করা কর্ত্তব্য নয়? শুধু সেই একটা কথা ধ'রে—প্রাণে ভ্রাতৃ হিংসার বীজ বপন ক'রলে আমার দৃষ্টান্তে যে জগত ভাইকে পর ক'রে পরকে আপনার ক'রবে। ভাই যে—সে ভাই; দাদার কর্ত্তব্য ভাইকে ভাইয়ের মত দেখা। নইলে ভ্রাতৃ বিচ্ছেদ হবে বই কি!

জয়সেন। রাজা! আপনি সরলতার প্রতিমূর্ত্তি—আপনি ন্যায়ের বাধ্য—কর্ত্তব্যের চির উপাসক। তাই জগন্ময় সকলকেই সেই ভাবে দেখেন। কিন্তু পরচিত্ত যে ঘোর অন্ধকারাবৃত তাও কি জানেন না প্রভু? সুযোধন কাকার কাণ্ড শুনলে হৃদকম্প উপস্থিত হবে—শিরায় শিরায় তড়িৎ খেলে যাবে—মস্তিষ্কের বিচালনী শক্তি রহিত হয়ে আসবে। আপনার স্নেহ পালিতা সোনার কুসুমটী দেব পূজায় অর্পণ না ক'রে কুকুরের পায়ে ছড়িয়ে দিতে চায়—রাজপুত কন্যা ওঘো-বতীকে অনার্য্য রাজপুত্র সুমেরুর ক'রে সঁপে দিতে চায়—মান সম্ভ্রম শত্রুর পদতলে ছড়িয়ে দিয়ে চুণ কালী মাথা মুখ নিয়ে হেঁসে খেলে বেড়াতে চায়।

দুর্য্যোধন। ছি! অমন কথা বলতে নাই—কি ভুল ব'লছ তুমি জয়! এ কথা তোমার মুখে শুনে বিশ্বাস হওয়া দূরে থাক;—যদি স্বচক্ষে আমি দেখি সুযোধন, আমার কন্যাকে অনার্য্যের হাতে দিচ্ছে

তাহলে বুঝব— বয়ঃবৃদ্ধি হেতু, আমার চ'খের কোন দোষ জন্মেছে,— যদি প্রত্যক্ষ করি স্বয়ং যে সুযোধন আমার সর্ব্বস্ব আত্মসাৎ ক'রে আমায় পথের ভিক্ষারী সাজাচ্ছে—তাহলে বুঝব একটা প্রকাণ্ড ভুল এসে আমার দেহটাকে আশ্রয় ক'রে ভাইকে পর ক'রে দেবার চেষ্টা করছে—নয়ত শত্রুতা সাধনের জন্য—ভ্রাতৃরূপ বাহুবল শূন্য ক'রে আমায় দুর্ব্বল ক'রে দেবার প্রয়াস পাচ্ছে। ভাই ঠিক ভাইই থাকে—দাদা যদি দাদার মত থাকতে পারে—ভ্রাতৃ বিচ্ছেদের মূলে দোষ দাদার—ভাই নিরপরাধ।

(নর্ম্মদা আসিলেন)

নর্ম্মদা। তাই বটে—ভা'য়ের উপর তোমার এমনি বিশ্বাস—এমনি টান—এমনি ভালবাসার আকর্ষণ বটে—ভাই যদি তোমার বুকে ছোরা বসিয়ে দেয় তুমি ভাববে সেটা পুষ্পবৃষ্টি—ভাই যদি তোমার চ'খের মণি উপড়ে দেয় তুমি বলবে সেটা ঈশ্বরের ইচ্ছা—ভাই আমার নির্দ্দোস। এমন কি তোমার ভাই যদি আমাকে চেয়ে পাঠায় সেই কথা আমি যদি তোমাকে বলি—তুমি বল'বে—আমি পরের মেয়ে তোমার ঘর ভাঙ্গতে এসেছি। এমনি ধারা ভ্রাতৃ-বৎসলতার ফলে তোমার সব যাবে। পুত্র কন্যা যাবে- -রাজৈশ্বর্য্য যাবে— আমি যাব—তুমি যাবে, তবু তোমার ভাই আপনার থাকবে। (জয়সেনকে) বাবা জয়! কাকে কি বোঝাচ্ছ? ভা'য়ের উপর এতদূর মমতা যাঁর—তাঁকে কি ও কথা বলতে আছে! দেখে যাও—শুনে যাও—নিজের কর্ত্তব্য ক'রে যাও—ওঁকে কোন কথা ব'লতে যেও না—মনে রে'খ উনি রাজা!

জয়সেন। সত্য মা! উনি যে রাজা—পিতা—দেবতা। ওঁর মত অকাট্য—অলঙ্ঘ্য—অবশ্য প্রতিপাল্য।

নর্ম্মদা। সে কথা তোমার ন্যায় প্রভুপরায়ণ ক্ষত্রিয় বীরের পক্ষে —তা বলে কি সেটা সকলে জানে—সকলে শিখেছে—না সকলে ক'রতে পারে? যা দেবতার দেওয়া দিব্য আশীর্ব্বাদ—তাকেই কি না বলের বানর অসভ্য অনার্য্যের হাতে তুলে দেবে—আমার দেবর হ'য়ে—ওঘোবতীর কাকা হ'য়ে রাজার সহোদর হ'য়ে? উঃ স্মরণেও একটা মহাপাপ—ভাবতে গেলেও একটা মহা বিভ্রাট—ধারণা ক'রতে গেলেও একটা বিরাট গোলযোগ।

জয়সেন। এখন দেশে যেতে হবে যে মা! মাতৃহারা সন্তানদিগে একবার আশীর্ব্বাদ ক'রতে যেতে হবে যে মা!

নর্ম্মদা। দেশের জন্য প্রাণ কাঁদে না কার? কিন্তু সেনাপতি আমি যে দাসী—তোমাদের রাজার। ওঁর ইচ্ছা হলে দেশে কেন—যেখানে উনি যাবেন বা যেতে বলবেন আমি বিনা আপত্তিতে সেই খানেই যাব। জয় রে! আমি যে মা! আমার যে মায়ের প্রাণ! ছেলেরা আমায় মা মা ব'লে ডাকছে—আমি কি তা শুনতে পাচ্ছি না—সে ডাকে: আমার প্রাণকে কি আকর্ষণ করে নাই? কিন্তু কি ক'রব আমি যে আজ্ঞাধীনা—আশ্রিতা—হুকুমের দাসী?

দুর্য্যোধন। চল রাণী! তবে আবার চল প্রতিষ্ঠানে, আবার পুত্র কন্যা আত্মীয় স্বজনে পরিবেষ্টিত হ'য়ে সংসার সুখে বিভোর হইগে চল। মহিমাময়ী মাতৃভূমির কোলে শুয়ে আবার মাথা পেতে দিইগে চল। কিন্তু একটা কথা—তোমরা যেন আমার ভাই সুযোধনকে কেউ কোন কথা ব'লনা। ভাইয়ের প্রাণে ব্যথা লাগে এমন কাজ তোমরা ক'রনা যেন! আমার ভাই যা ক'রবে তা আমায় সাদরে গ্রাহ্য ক'রতে হবে—নইলে ভ্রাতৃপ্রেম থাকবে কেন? লোকে যেন বলে না যে রাজা দুর্য্যোধন ভাইকে পৃথক ক'রে দিয়েছে। ভাই যদি

নিজের দোষেই অন্য সংসার পাতায়—লোকে দোষ দেবে দাদার। দাদা সহ্য করলে ভাই কি করতে পারে? নিজে ক'রেছি মনে ক'রে ভাইয়ের অমার্জ্জনীয় অপরাধ উপেক্ষা ক'রলে নিশ্চয়ই ভাই দাদার গুণে বাধ্য থাকবে—কখনও দাদাকে ছেড়ে থাকতে পারবে না—দাদার জন্য প্রাণ দেবে। দাদার কর্ত্তব্য ঠিক থাকলে ভ্রাতার কর্ত্তব্যের ত্রুটী হতে পারে না। এখন চল যাবার সময় গুরুদেবের চরণ বন্দনা ক'রে বিদায় গ্রহণ করিগে। (গমনোদ্যত)

(সশিষ্যে দেবকণ্ঠ আসিলেন)

দেবকণ্ঠ। (বাধা দিয়া) তোমাকে আর যেতে হবে না রাজা আমিই এসেছি। ধ্যানযোগে অবগত হ'লাম—তোমার প্রকৃতি প্রবৃত্তি মার্গে প্রধাবিত করেছে—তাই এসেছি—সস্নেহে তোমাদের শুভাশীর্ব্বাদ ক'রে স্বরাজ্যে পাঠাবার জন্য তোমাদের নিকট এসেছি।

সকলে। (প্রণাম)

দেবকণ্ঠ। দীর্ঘায়ু লাভ কর সকলে। এমনি প্রেম এমনি ভক্তি যেন গুরুর সঙ্গে সঙ্গে—গুরুর গুরু পরম গুরু পরমেশ্বরের পাদপদ্ম পর্য্যন্ত পৌছাতে পারে। তা হলেই তোমার ভক্তিলভ্য মুক্তিপথ সোজা হ'য়ে দাঁড়াবে। তবে এস রাজা! এস মা রাজলক্ষ্মী নর্ম্মদা! তপঃক্লিষ্ট ফলমূলাহারী ঋষির আশ্রমে থেকে বড় কষ্টে দিনপাত করেছ মা। আশীর্ব্বাদ করি আবার পূর্ব্ব অভ্যাস ফিরে পাও মা। জগজ্জননী জগদম্বার মত অন্নপূর্ণা মূর্ত্তিতে প্রজাগণকে পালন করগে—মুক্তিদায়িনী জাহ্নবীর মত অতি বড় পাতকীর প্রাণে প্রেমবারি সিঞ্চন করগে। বৎস জয়! সর্ব্বত্র জয়লাভ ক'রে এমনি ভাবে রাজভক্তি রক্ষা ক'রে যাবে—তোমাদের সহায় সেই বিশ্বপতি নারায়ণ।

সকলে। তবে আসি দেব! ত্রুটী মার্জ্জনা করবেন।

[নর্ম্মদা, দুর্য্যোধন ও জয়সেন প্রণাম করিয়া চলিয়া গেলেন।

দেবকণ্ঠ। শিষ্যের ত্রুটী গুরু কখনও ধরতে পারে না। পারলেও ধরা কর্ত্তব্য নয়। শিষ্যের কর্ত্তব্য যেমন গুরুভক্তি গুরুর কর্ত্তব্যও তেমনি শিষ্যকে আশীর্ব্বাদ সহ শুভাকাঙ্ক্ষা করা। এ নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটলে গুরু-শিষ্য সম্বন্ধ ভারত বক্ষ হতে উঠে যাবে—ধর্ম্মের জ্যোতি ক্ষীণ হ'য়ে আসবে—কলির জীব ঘোর পাপাসক্ত হবে। গুরুও যে দিন দীক্ষা দান—বার্ষিক গ্রহণ—কবচাদি প্রদান ব্যবসার মধ্যে পরিগণিত ক'রবেন—সেই দিন গুরু শিষ্য উভয়েই ভগবানের নিকট সম অপরাধে অপরাধী হয়ে কঠোর দণ্ড মাথা পেতে সহ্য করবে। সেদিনও একদিন হবে—এই কলির মধ্যেই। তাই পরম কৃপাল কৃষ্ণচন্দ্র যোগধ্যান বহিত ক'রে কলিকলুষভাগী দুর্ব্বলচিত্ত জীবের পক্ষে নাম কীর্ত্তনই মুক্তির প্রশস্ত পন্থা ব'লে নির্দ্দেশ ক'রে দিয়েছেন। গাও শিষ্যগণ! নাম গাও—সংকীর্ত্তনে মাতোয়ারা হও—ভাবাবেশে বাহু তুলে নৃত্য কর।

শিষ্যগণ। (বাহু তুলিয়া নাচিতে নাচিতে গীত)

হরি প্রেম সিন্ধু মাঝে ডুব দিবি কে আয়।
ত্রিতাপ জ্বালায় শান্তি পাবি স্নিগ্ধ বারি লাগলে গায়॥
ভজ গোবিন্দ গোপাল, গদাধরের উপাস্য।
কামনান্তে হরি পদ প্রান্তে যেচে নাও দাস্য॥
তৃণ হ'তে নীচ হবে, তরু সম সয়ে যাবে,
অমানীকে মান দেবে, হরিনাম সদা গাবে,
পরপারে পাবে কর্ণধারে পারের সহায়॥

[সকলের নৃত্য করিতে করিতে প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

তিব্বত—নাট্য-মন্দির।

(নর্ত্তকীগণকে সঙ্গে করিয়া পুত্তরাম)

পুত্তরাম। অনেক দিনের পর আবার দেখা দিতে এলুম—আসবার মোটেই ইচ্ছা ছিল না—কিন্তু কি কবি—মনের থপ্ থপানি চেপে রাখতে পারলুম না। আরে! সর্ব্বদা ছট্ ফট্ ক'রে ঘুরে বেড়ান যার স্বভাব সে কি কখনও ঘরের কোণে ব'সে সারা জীবনটা কাটাতে পারে? বিশেষ নর্ত্তকী দিদি মাসীদের নাচ, আমার কেমন একটা মুখরোচক চাট্নী গোছের হয়ে দাঁড়িয়েছে—এই সুন্দরীদের রসাল চাট্নী মাঝে মাঝে না চাট্লে গৃহিণীর টকো অম্বল সম্বলে পেট ভরে না—অরুচি জন্মে যায়। তাই মাঝে মাঝে রকম ফিরিয়ে মুখ বদলান। লাগাও গো রামী বামী শ্যামী ধমী—টপ্পা লাগাও সব টপ্পা লাগাও।

গীত।

নর্ত্তকীগণ।

রমণী রসের খনি।
টুপ্ টাপ্ পড়লে সে রস জমে গিয়ে হয় মিছরী চিনি॥
আমাদের নয়ন মাঝে প্রেমের কাটারী,
প্রেমিক পেলে ধরি বুকে নইলে কোপ মারি,
এথনি যে হয় আমারি, পরক্ষণে তারই মাথায়
হানি প্রবল অশনি॥

হাঁসি মুখে ঠোঁটটী টীপে, কত কথা কই,
রাত পোহালে, ফরসা হ'লে অমনি জল সই,
দাও—নাও—খেয়ে যাও—ভালবাসায় বাধ্য নই
তাইতো লো সই—ভুবন জ্বই—আমরা নরের নয়নমণি ॥

পুত্তরাম। চলুক—চলুক—আবার চলুক। একটু গা ঘামিয়ে পরিশ্রম কর। বকশিস মিলবে—মোটা বকশিস মিলবে। চালাও—চালাও—বন্ধ দিও না আজ নাচ গানের বাণ ডাকিয়ে দাও।

গীত।

নর্ত্তকীগণ।

কোথা কে প্রেমিক আছ বদল কর প্রাণ।
দিতে পারলে, নিতে পাবি, মনমত প্রতিদান ॥
আমাদের প্রাণের কত দর,
পুরুষ যারা জানে তারা জিনিষের কদর,
সোহাগ বাঁধন বেঁধে করে কত যে আদর
কিনতে পারলে বিকিয়ে যায় রাখিনা মান অভিমান ॥

(কেবলরামের প্রবেশ)

কেবলরাম। পুত্তরাম! জান কোথা যুবরাজ সুমেরু?

পুত্তরাম। বিলক্ষণ জানি—নিশ্চয় জানি—আলবৎ জানি—জানি ব'লে জানি—তার উপর জানি।

কেবলরাম। কোথা তিনি?

পুত্তরাম। বিয়ে ক'রতে—রাঙ্গা টুকটুকে বৌ আনতে—একেবারে তৈরী গাছ—এনে মাটীতে পুঁতলেই বাস—টপাটপ্ বিয়েন ছাড়বে—

কেবলরাম। পাত্রী কোথাকার?

পুত্তরাম। আহা যেন কিছুই জানেন না। আপনারা মশায়ইত এই ঘটকালীর মূল। সাধ ক'রে ডব্‌কা ষাঁড়কে হওয়া শাকের ক্ষেত দেখিয়ে দিলেন—তাকে কি আট্‌কে রাখা যায়? এদ্দিন ফাঁক পাচ্ছিল না—ছট্‌ফট্ করছিল। এইবার লটকাতে চম্পাট দিয়েছেন।

কেবলরাম। তবে কি ওঘোরতী।

পুত্তরাম। আজ্ঞে—যার জন্য এত কাণ্ড।

কেবলরাম। সঙ্গে গেছে কে?

পুত্তরাম। সে সব থাকায় না থাকা। জন পঞ্চাশ সৈন্য আছে তাও সেগুলো আবার ভাত মারা বাঙ্গালী। যদি জন কটী মারা শিখ কিম্বা ছাতুখোর হিন্দুস্থানী মেড়ো পালোয়ান হ'ত তা হলেও বা না হয় কতকটা ভরসা ছিল—একেবারেই নির্ভরসা। এখন বাছাধন ধর্ম্মে ধর্ম্মে কর্ম্ম গুছিয়ে বৌটাকে সঙ্গে ক'রে নিরাপদে ফিরতে পারলে হয়!

কেবলরাম। কোন আশঙ্কা আছে নাকি?

পুত্তরাম। বুঝতে পারছেন না? আশঙ্কা নাই তবে শঙ্কা একটু আছে। মনে মনে যেমন লঙ্কা ভাগ করা এ'ও তেমনি ধারা। এ রাধাও নাচবে না—নিশ মণ তেলও পুড়বে না। একবার ভাব দেখি সেবারকার লড়াইয়ের কথা—সেই গুণ্ডার মত যণ্ডা যণ্ডা জোয়ানগুলো যখন তীর ভরোয়ার কামান বন্দুক কি অত না হ'য়ে যদি শুধু তার জড়ান মাথা মোটা বাঁশের দাণ্ডা ধ'রে মোড়া দেয়—তা হলে কি সেই উঠ্‌তি বয়সের ছোকরা—হওয়া নাউ শাকের ডগ্—আওতা পাওয়া বাবাজীটী আমার অক্কা পেয়ে ঠাণ্ডা হয়ে জাবেন না? তাই বলছি এই কাজটা নিতান্ত ছোটলোকের মত হয়েছে—এই জন্যই ত আমা-দিগে বুনো—পাহাড়িয়া এই সব ব'লে ঘৃণা করে। আমরা সভ্যতা শিখি নাই। জগন্নাথ ক্ষেত্রের মত হাড়ি, মুচি, ডোম ডোক্‌লা, মেথর

মুদ্দফরেস সকলের সঙ্গে মিশে একপাতে খেতে শিখি নাই—জাত যাবার ভয় করি—কাজেই আমরা বুনো। আর একটা এই বুনো-গুলোর দোষ কি সেনাপতি বাবা! বেটারা বড় এক গুঁয়ে। আগা পাছা বিচার না ক'রে যা হ'ক একটা ধ'রে ব'সল—একবার তলিয়ে দেখবে না এই ধরার সঙ্গে সঙ্গে ধরা ছাড়তে হবে—কিনা পটল তুলতে হবে।

কেবলরাম। তাইত চিন্তার কথা বটে—পুত্তরামের অনুমান বার্ত্তাটা চিত্তে আঘাত ক'রলে যে? এ সময় ত আর নিশ্চিন্ত থাকা কর্ত্তব্য নয়? চল পুত্তরাম! আবার যুদ্ধ হবে—কুমারকে বাঁচাতে হবে।

পুত্তরাম। বাঁচাবার সময় কি আর আছে সেনাপতি বাবা! তাল ফস্‌কে গেছে—এখন গেলে কাদা মাখাই সার—মাছ ধরতে পারছ না! সে মাছের ডিম শুদ্ধ এতক্ষণ ধরাধরিতে প'ড়ে ধস্তাধস্তি হয়ে গেছে। সে যে গ্রহের আকর্ষণ—নিয়তি বেটীর সরু সুতোর হেঁচ্‌কা টানের মজাদারী—চিত্রগুপ্তকে নিয়ে নিয়ত খাতার পাতা উল্‌টে যাচ্ছেন যিনি ধর্ম্মরাজ—তাঁর ক্রান্তি দর্শী হিসেবের কায়দা। তাই বলছি কি যে, আমরা যাবার আগে যদি কুঁড়িটী ঝরে যায়, কিনা—ঈশ্বর যেন না করুন সেটা—যদি বাবাজী মরে যায়? তা হলেত নিরুপায়।

কেবলরাম। তাও বটে—আচ্ছা চল এ কথা একবার রাজাকে জিজ্ঞাসা করিগে। [প্রস্থান।

পুত্তরাম। যান আপনি—শর্ম্মারাম সট্‌কাল। এখন দশ দিনের মধ্যে কেউ আর টিকী দেখতে পাচ্ছে না। আর দেখ মেয়ে মানুষ দিদি ভাইরা! তোমরা একটু গা ঢাকা দাও—উপদেবতার উপদ্রব

আরম্ভ হয়েছে—উপর নজর চ'লবে—উড়ো বাতাস লাগবে। তখন আবার ঝাড়তে রোজা ডাকতে হবে। আর যদি তোমরা লড়াই ক'রতে যেতে পার তা হলে বুক খাড়া ক'রে দাঁড়িয়ে থাক। আজ কাল যাকে পাবে ধরবে আর যুদ্ধে পাঠাবে—মেয়ে মদ্দ বাছাবাছি নেই। যাব বল্লেই হ'ল। কাজও এমন কষ্টকর নয়—কিছুই করতে হবে না—কেবল প্রাণ দেওয়াটা অভ্যাস করতে পারলেই হ'ল। তা সেটা ত তোমাদের অভ্যাসই আছে। তা হলে আমি এখন আসি কিছু মনে করবেন না—এখন দশদিন ও শ্রীচরণ দর্শন বন্ধ যুদ্ধের হিড়িক মিট্‌লে আবার নিরিখ করা যাবে। এখন দাসকে আপনা-দের কিঞ্চিৎ পদরজঃ দেন—মাদুলী ক'রে হাতে দিয়ে রাখিগে। অরুচির ব্যামোরও উপকার হবে ভূত প্রেত ডাইনী ডাকিনীরও নজর লাগবে না।

[পদধূলি লইয়া প্রস্থান।

নর্ত্তকীগণ। চল লো আমরাও যাই। [প্রস্থান।

ষষ্ঠ—দৃশ্য।

তিব্বত রাজান্তঃপুর।

চিন্তামগ্না সুরমা)

সুরমা। কোথা গেল সুমেরু আমার
কোথা গেল অন্ধের নয়ন
কোথা গেল রাজার মাণিক?

সপ্তাহ অতীত হয়, মা মা বুলী তার
শুনি নাই—পাই নাই—তারেও দেখিতে।
ফুটন্ত গোলাপ কুঁড়ি সবে মাত্র এই—
কৈশোর ত্যজিয়া এই সবে মাত্র—
অল্প দিন পড়েছে যৌবনে।
জন্মাবধি এক দিনও কাছ ছাড়া হয় নাই মোর—
এত দিন অদর্শন—অকস্মাৎ ঘ'টে
ব্যাকুল করেছে মোরে—চিন্তিত সদাই।
প্রাণে শান্তি নাই—তিল মাত্র
সদা মনে হয় বাছার বিপদ
মনে হয় যেন—কি তা পারি না বলিতে।
কেঁদে কেঁদে উঠে প্রাণ—ফুকারি ফুকারি
চাপিয়া রাখিতে নারি সহস্র চেষ্টায়
আপনা হইতে তাই জল আসে চ'খে।

(নিয়তি আসিলেন)

গীত।

নিয়তি। নিখিল সংসার, খেলা ঘর আমার,
খেলি জীব সনে কত রূপ ধরি।
হইলে সময়, বিলম্ব না সয়, কাল হ'য়ে তার জীবন হরি॥
পূর্ব্ব জন্মের কর্ম্ম অদৃষ্ট ভবিষ্যে,
নিয়তি নিয়মে গাঁথা রয় অদৃশ্যে,
যার আয়ু ফুরায় এ বিশাল বিশ্বে,
দ্রুত গিয়ে তায় আলিঙ্গন করি॥

রাজা প্রজা ধনী দুর্ব্বল সবল হ'কনা যে কোন জাতি।
সবার চরমে—আমারি কবলে সম্বল একই গতি,
নাহি ভেদাভেদ—নাহি দুঃখ খেদ
নাহি কিছু লাভ ক্ষতি—
কর্ত্তব্য আমার কালের বিচার
শেষের দিনে কেশে ধরি॥ (অন্তর্ধ্যান)

সুরমা। অদ্ভুত—অদ্ভুত—যেন সকলি সংসারে
যে দিকে ফিরাই--আঁখি মনে হয় যেন
রক্ত চক্ষু তীক্ষ্ণ দন্ত বিকট বদন
লক্ লক্ জিহ্বা তাহে খেলে অহরহ
সতেজ শোণিত ধারা ঝর্ ঝর্ ঝরে।
বোধ হয় যেন সদা অট্ট অট্ট হাসে,
কঠোর হৃদয়া বামা ত্রিশূল ধারিণী;
গ্রাসিতেছে বিশ্ব জীবে বিরাট জঠরে।
মনে হয় যেন—কত শত মানব দানব
জীব জন্তু নগর সাগর
লীন হয় রমণীর দেহে
মুছে দিতে স্মৃতি চিহ্ন যত।
একটী একটী করি পল নিমিষে নিমিষে
বহ্নি জ্যোতি মুগ্ধ পতঙ্গ সমান
ঝাঁপ দেয় সময় সলিলে
তার মাঝে ঐ যেন--
উঃ—কি ভীষণ দৃশ্য
পারি না দেখিতে আর

আবরি নয়ন। (তথাকরণ)

(পুনঃ নিয়তি অলক্ষ্যে থাকিয়া)

গীত।

নিয়তি। আবরিলে নেত্র হবে অন্ধকার,
সে ঘোর আঁধারে দৃশ্য চমৎকার,
এ সংসার মাঝে কে তনয় কার
অসার নেশার ঘোর বেড়ায় চ'খে ঘুরি ॥

সুরমা। অ্যাঁ—অ্যাঁ—অ্যাঁ—
কে তুমি!
লেলিহান জিহ্বা করিয়া বাহির—
অতল উদরে বিশ্ব জীর্ণ কর কেন?
ঐ যে—ঐ যে—ঐ ওদের সঙ্গেতে—
কে রয়েছে রুক্ষ কেশে শুষ্ক দৃষ্টে—চেয়ে,
রক্ত ধারা মাখি গায়—কে ঐ যুবা?
যেন কত অনিচ্ছায়—কার শত তিরস্কারে
সভয়ে চলিয়া যায়।
তবে কি সুমেরু মোর বেঁচে নাই—আর
তাই প্রকৃতির পটে—
হেরি এই ভয়াবহ দৃশ্য?
ওগো—ওগো—কে তুমি বলনা
কোথায় বাছারে মম দিলে পাঠাইয়া?
ফিরে দাও—ফিরে দাও
ওগো—ঐ মাত্র সবে ধন মোর।

মা ব'লে ডাকিতে মোরে
এক মাত্র আছে ঐ পোষা শুক পাখী।
যেওনা তাহারে নিয়ে অজানা প্রদেশে
বালক সুমেরু-- এখনও যে কিছুই জানে না
একাকী কোথাও গিয়ে পারে না থাকিতে।
দাও দাও ফিরে দাও প্রাণের কুমারে
ফিরে দাও---আজ এই রাজার নন্দনে
ভিক্ষা দাও---ভিক্ষা দাও---ভিখারীর ধনে।

গীত।

নিয়তি। ভেঙ্গেছে কপাল অভাগী তোমার,
পুড়ে গেছে তোর সুখের বাজার,
মরেছে কুমার, কর হাহা কার,
সাধ্য কি আমার দিয়ে যেতে পারি ॥

[প্রস্থান]

সুরমা। মরেছে কুমার ?
মরেছে কুমার মোর কোলের দুলাল !
ভেঙ্গে পড় সুমেরুর উন্নত শিখর
মার শিরে—বজ্রধর ভীষণ অশনি
কর ত্বরা অহীবর আমারে দংশন।
মাতঃ বসুন্ধরে ! এতই পাপিনী আমি
রাক্ষসী জননী,
কর্ম্ম দোষে গ্রাসিলাম পেটের সন্তানে।

তবুও তবুও তুমি
পিশাচীর ভার,
এখন ধরিয়া বুকে রয়েছ অটল ?
ফেটে যাও হে ধরিত্রী !
রসাতলে পাঠাও আমায়
মুছে যাক পাপিনীর নাম।
কোথা বাপ ! দশমাস দশদিন
গর্ভে ধরা রতন আমার।
কোথা ওরে সুখের বাগানে মোর
প্রস্ফুটিত কোমল কোরক !
কোথাবে নবীন রাগে মুখরিত বীণা
সুমিষ্ট মধুর স্বরে মা মা সঙ্গীত—
আর কি অভাগী আমি
এ জীবনে পাবনা শুনিতে ?
সুমেরু সুমেরু—সুমেরু বাপ—(দ্রুত প্রস্থান)

গীত।

কোথারে বাপ নয়ন তারা হারানিধি জীবন কুমার।
দেখা দিয়ে মা ব'লে ডাক, স্নেহের সন্তান আমার ॥
ক'রে কত দেব আরাধন,
পেলাম তোরে অমূল্য ধন ;
কি পাপে বাপ অকাল নিধন,
বুঝি অভিশাপ ছিল কাহার ॥
দশ মাস গর্ভে ধরি

কত কষ্টে কাল হরি,
দিয়েছিলেন দয়াল হরি,
মমতা আধার ;—
ভাগ্য গুণে পেয়েছিলাম,
বুদ্ধি দোষে হারাইলাম,
হায় আমি কি করিলাম,
ভেঙ্গে দিলাম, সাধের বাজার ॥

সপ্তম দৃশ্য।

লোভ ও লালসা।

গীত।

এক লাঠিতে ম'রল কেউটে সাপ।
হাতীর বল দেখে আবার বেঙ মারে লাফ ॥
বনের বাঁদর, আশা করে ধরবে রাজার মেয়ে,
জংলী গুলো সভ্য হল—ফেলল বিষম দায়ে,
এমনি ক'রে, ঘাড়টী ধ'রে, শুইয়ে দোব ভূঁয়ে,
তবে ত লোভ লালসায়, কাজের পশার
বাড়বে জমক জাঁক ॥
পথে ঘাটে ভূতের মেলা ব'সবে দুপুর বেলা
পাপীর তাজা রক্ত নিয়ে করব সুখে খেলা,
বৈতরণী পার হ'তে তারা কেউ পাবে না ভেলা,

যমের বাড়ীর দক্ষিণ দুয়োর, দিন রাত রবে ফাঁক
আসবে পাপী—নরক মাঝে পড়বে ঝুপ ঝাপ ॥

(নৃত্য ও প্রস্থান)

(নিয়তি আসিল)

গীত ।

নিয়তি। স্বার্থ তরে শুধু, ছাড়ি হরিনাম মধু,
লুব্ধ জীব কূল যাচে হলাহল ।
কর্ম্ম বিপাকে—ধর্ম্ম না রাখে, সত্য ভুলি সুখে
মিথ্যা করে প্রবল ॥

জঠরে পশিলে বিষ হতে হবে জর জর,
কল্পনায় কোন দিন সে চিন্তা না করে নর,
বোঝে না পরিণামে আছে কাল ভয়ঙ্কর
জন্মিলে মরিবি যদি বুঝে কাজ ক'রে চল ॥
সদগুরু আশ্রয়ে, দন্তে তৃণ ল'য়ে, গ্রহণ কররে দীক্ষা,
বিবেক বৈরাগ্য সনে প্রেম ভক্তি মিলবে,
অনুরাগে জনমে সুশিক্ষা,
সত্য ধর্ম্ম ধরে, আনন্দ অন্তরে, অভ্যাস কর
ত্যাগ, তিতিক্ষা,

কামিনী কাঞ্চন রূপ যৌবন
বন্যার বারি সম সতত যে চঞ্চল ।

(প্রস্থান

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

(প্রতিষ্ঠান—রাজ সভা)

(দুর্য্যোধন—নর্ম্মদা—অরিন্দম—জয়সেন ও ব্রহ্মা)

অরিন্দম। এত দিনে রাজ্যের প্রধান স্তম্ভ আবার গঠিত হ'ল।

জয়সেন। দেবতার আসনে দেবতাই শোভা পায়।

অরিন্দম। জয় দাদা! এত দিন পিতার পবিত্র পাদুকা সিংহাসনে রেখে রাজ কার্য্য নির্ব্বাহ ক'রে এসেছি—এতাবৎ যে ভগ্ন হৃদয়ে—হতাশ প্রাণে প্রজা পুঞ্জকে প্রতিপালন করে এসেছি—আজ সে সব সার্থক হয়েছে। দেবতার করুণা ব্যতীত আমার এমন কোন ক্ষমতা ছিল না—যাতে ক'রে এত বড় রাজ্যটা সুশাসনে—সুশৃঙ্খল ক'রে রাখি। ইতি মধ্যে একদিন সুখনন নন্দন—ভগ্নি ওঘোবতীকে উপবন হ'তে অপহরণ করে নিয়ে যাচ্ছিল—প্রজাপতি দেব চতুর্ম্মুখ করুণা পরতন্ত্র হ'য়ে সেই সর্ব্বনাশ সাধক বিপদ হ'তে উদ্ধার ক'রেছেন এবং রাজ্যের অমঙ্গল দূরীকরণার্থে তদবধি মাসাতীত কাল অনুগ্রহ ক'রে অধীন রাজ সংসারে অবস্থান ক'রেছেন। তাই বলি সব দৈব।

দুর্য্যোধন। দেব প্রজাপতি! পদাশ্রিত কিঙ্করের প্রতি এত অনুকম্পা আপনার?

ব্রহ্মা। অনুকম্পা নয় রাজা! আমার কর্ত্তব্য আমি পালন ক'রেছি মাত্র। আমারই—লেখার ফলে আপনার কন্যা নির্য্যাতন ভোগ করছিল—কেউ রক্ষক নাই দেখে আমিই আবার আমারই

লেখায় বাধ্য হ'য়ে তাকে রক্ষা করেছি। এর জন্য মহত্ত্ব আমার নয়—সেই বিশ্বপতির।

দুর্য্যোধন। আমার এমন কোন বস্তু নাই যা দেব পদে উপহার দেবার যোগ্য।

ব্রহ্মা। উপহারের আবশ্যক নাই মহারাজ; আমি ত কই আপনার কোন ত্রুটী—সে জন্য ধরি নাই সম্রাট।

নর্ম্মদা। দেবতার অসন্তোষের কারণ না হলে—আমার সংসার উদ্যান হ'তে একটী ফুটন্ত কুসুম তুলে নিয়ে পাদপদ্ম পূজা করি।

ব্রহ্মা। শুদ্ধান্তঃকরণ বিশিষ্ট—সর্ব্ব সুলক্ষণা রাজলক্ষ্মী জননী আমার! আমায় কি দিলে তোমার মনস্তুষ্টি বিধান হয়—প্রকাশ করে—নিঃসঙ্কোচে বল মা? তুমি আমায় শ্রদ্ধা সহকারে যে কোন বস্তু সম্প্রদান ক'রবে পরমানন্দে আমি তাই—গ্রহণ ক'রব। তোমার ভক্তি সমর্পিত বস্তু অতি নিকৃষ্ট হলেও—চতুরানন তা পরমোৎকৃষ্ট ব'লে গ্রহণ ক'রবে। বল মা আমায় কি দিতে চাও তুমি?

নর্ম্মদা। আপনার উপযুক্ত—আমার দেবার কোন বস্তু নাই। যা আছে—তা দেবতার করুণা—ইষ্টদেবের নির্ম্মাল্য—ব্রাহ্মণের আশীর্ব্বাদ। আমার নন্দন সুশোভনা ফুল্লমন্দার, যা সাদরে—সস্নেহে আপনিই নরকে পড়তে না দিয়ে—তুলে নিয়ে স্বর্গের জিনিস ব'লে দেব উদ্দেশে রেখেছেন—আমার সেই সাধনা দুর্ল্লভ নিধি ওষধী-বতীকে আপনার সেবায় উৎসর্গ করিতে বাসনা। (রাজাকে) কি বলেন?

দুর্য্যোধন। এমন সৌভাগ্য কি দুর্য্যোধনের পক্ষে ঘটবে মহিষী? সামান্য মানব আমি—আমার কন্যা কি দেব সেবায় সমর্পিতা হবে? প্রভু কি সে আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ ক'রবেন?

ব্রহ্মা। কেন ক'রব না রাজা! এ সম্বন্ধ তো নূতন নয়! তোমার পূর্ব্বপুরুষ নীলধ্বজ রাজকন্যা স্বাহাকে কি একদিন আমারই অন্য মূর্ত্তি অগ্নি দেব বিবাহ করেন নাই? মাহিষ্মতী সৌন্দর্য্য সম্মানে ভূস্বর্গ বলে জগৎ বিদিত। তোমার বা অসুভব হোক—আমি কিন্তু দেখতে পাচ্ছি তুমি একজন দৈবীবল সম্পন্ন মহাভাগ—নারায়ণাংশ-সম্ভূত নরপাল—তোমার কন্যা লাভ করা দেবতা হলেও আমার পক্ষে আনন্দের কথা।

নর্ম্মদা। তবে—আজই—

ব্রহ্মা। হাঁ আজই। যার দেব প্রভা বিমণ্ডিত প্রফুল্ল শতদল বিনিন্দিত বদন খানি ব্রহ্মার মানস আকর্ষণ ক'রেছে—যে রূপের পক্ষপাতী, নিজ নির্ব্বন্ধতা নিবন্ধন আপনার জামাতৃ পদ গ্রহণে সম্মত—সে বস্তু সত্বর লাভ করাই সুখের—কি জানি বিলম্বে কত বাধা।

দুর্য্যোধন। নিশ্চয়—

ব্রহ্মা। আর এক কথা রাজা—এর জন্য আমি তোমার কাছে প্রতিশ্রুত রইলাম—প্রতি দানে তোমার জীবনাধিক মাহিষ্মতী—শত্রু করে রক্ষা করব।

দুর্য্যোধন। আমিও বলছি মাহিষ্মতী রক্ষার জন্য আপনার আদেশ অবিচার্য্য ভাবে প্রতি পালন করব।

ব্রহ্মা। মনে রেখ।

দুর্য্যোধন। তবে যাও অরি যাও জয়! যত শীঘ্র সম্ভব ওঘো-বতীর বিবাহের আয়োজন করগে। দেবতাকে সঙ্গে লয়ে যাও দে'খ যেন কোন বিষয়ে ওঁর সেবা যত্নের ত্রুটী না হয়।

অরিন্দম। হলেও করুণা পারাবার বিধাতা পদাশ্রিত জনের সে ত্রুটী নিজ গুণে মার্জ্জনা ক'রবেন।

জয়সেন। এস ভাই—আসুন প্রভু।

(জয়সেন ও অবিন্দম ব্রহ্মাকে অগ্রে অগ্রে লইয়া গেলেন)

দুর্য্যোধন। রাণী। আজ এই আনন্দের দিনে—আমার ভাই সুযোধন যদি থাকত—

নর্ম্মদা। হাঁ—তাহলে এতক্ষণ এ প্রস্তাব খণ্ডন ক'রে অনার্য্যের করে তোমার মেয়েটীকে ধ'রে দেবার ব্যবস্থা করতে পারতেন।

দুর্য্যোধন। ছি নর্ম্মদা। তুমি অমন কেন? আমার ভাইয়ের উপর তোমার চিত্ত এত সন্দিগ্ধ কেন? কেনই বা তাকে তুমি ভাল চ'খে দেখতে পার না? কেনই বা তার জন্য তুমি এক বিন্দু স্নেহ মমতা ঢেলে দিতে পার না? তাই বুঝি হয় ত ভাই আমার আমাকে ভুলে গিয়েছে।

নর্ম্মদা। ওঃ রাজা! তোমার এত ভ্রাতৃ বৎসলতার পরিণাম যে কত ভয়ঙ্কর তাকি একবারও ভেবে দেখছ রাজা?

দুর্য্যোধন। দেখব কি! ভাই যখন সে—তখন তার যাতে—সুখ শান্তি তৃপ্তি সে তাই করুক। আমায় যখন সে দাদা ব'লে যথেষ্ট সম্মান করে—তখন তার প্রতি আমার দাদার মত ভাব ঢেলে দেওয়াই উচিত। ভাই যদি তার কর্ত্তব্য না করে সে জন্য প্রত্যবায় ভাগী সেই। কিন্তু আমি কেন তাই বলে—দাদার কর্ত্তব্য নষ্ট ক'রে ভাইকে অশ্রদ্ধা ক'রে—পাপ সঞ্চয় করব? আচ্ছা রাণী! আমার কন্যার বিবাহে আমারই সহোদর ভাই অনুপস্থিত? একি সামান্য পরিতাপ! সুযোধন জীবন দোসর বাহুবল ভাই—আমার! একবার এসে দাদা ব'লে ডাক—শুনে শান্তি লাভ করি।

নর্ম্মদা। হায়রে কলিকালের কনিষ্ঠ ভাই! এমন সব স্বর্গের দেবতা দাদা পেয়ে—এমন সরল বিশ্বাস নষ্ট ক'রে দাদার সর্ব্বনাশ

ক'রতে প্রাণ কিছু মাত্র বিচলিত হয় না ? এমন অটল ভ্রাতৃ স্নেহের মূলে হিংসা কীটকে স্থান দিতে হয়—এমন পবিত্র প্রাণে স্বার্থ লোভে দাগা দিতে ভাইয়ে পারে ?

দুর্য্যোধন। চুপ কর ঐ বুঝি আমার ভাই আসছে—ওকে যেন কিছু ব'লনা তুমি। যতই দোষ ক'রে থাকে আমার অনুরোধে ওকে ক্ষমা কর।

নর্ম্মদা। নীরব হয়ে শুনে যাব মাত্র—কাকেও কিছু ব'লব না।

(সুযোধন আসিল)

সুযোধন। দাদা। (পদতলে পতন)

দুর্য্যোধন। ওকি ভাই ! অমন ক'রে দাদা ব'লে—পায়ে ধরলি যে ? পদতল কি ভায়েব স্থান, ভায়ের এই বুকে। (আলিঙ্গন) আঃ কি শান্তি ! বহু কাল ভ্রাতৃ অদর্শনেব পব—আজ আবাব জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার কি আনন্দ ! সুযোধন ! ভাল আছিস ভাই ?

সুযোধন। দাদা আমি মহাপাপী—ঘোব নারকী আমায় ক্ষমা করুন। (অশ্রু বিসর্জ্জন)

দুর্য্যোধন। ছিঃ অনুতাপ ক'রতে নাই। সুযোধন ! ভাই। আজ ওঘোবতীর বিবাহ ! বড় আনন্দের দিনে এসে যোগদান ক'রেছ—ভালই হয়েছে। আজ যদি এই আনন্দের দিনে তুমি ছুটে এসে মধুব স্বরে দাদা ব'লে না ডাকতে তা হলে জীবনে একটা বড় কষ্ট থেকে যেত—তা হলে ভাই তোমার উপর বড় একটা অভিমান আসত। এসেছ যখন তখন আমি নিশ্চিন্ত। ওঘোবতীর বিবাহের ভাব তোমার উপব—যা করতে হয় তুমিই ক'রবে। এস এখন দেখিগে আয়োজনের কতদূব কি হ'ল। [হাত ধরিয়া লইয়া গেলেন।

সুযোধন। (যাইতে যাইতে নিজমনে) হায়রে স্বার্থ—হায়রে রাজ্য! হায়রে তোদের প্রলোভন। [প্রস্থান।

নর্ম্মদা। দেখবে রাজা ঐ ভাই তোমার কি সর্ব্বনাশ করে? তুমি যাই কর আমি ঠিক প্রস্তুত থাকলাম। যে দিন তোমার ভাই আমার বুকে কিছুমাত্র দাগা দেবে সেই দিনই পাপীষ্ঠকে যথেষ্ট শিক্ষা দিয়ে তবে ছাড়ব। নইলে নর্ম্মদা নামই আমার মিথ্যা— [প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

(উলুধ্বনি শঙ্খধ্বনি করিতে জল সইতে এয়োতিগণ আসিল)

গীত।

এয়োতিগণ। আজ আমাদের রাজকুমারীর শুভ পরিণয়।
নূতন জামাই, পাব আবার, জাগব বাসর সুনিশ্চয়॥
প্রজাপতি পতি হবেন সখি মোদের দেবী
আয়লো সবাই, আজ হতে ভাই তাঁদের পদ সেবি,
মিছে জনম গেল এতকাল—এইবার কর গতি সঞ্চয়॥
জল সয়ে চল চঞ্চল পদে যত এয়োতি,
(হবে) নয়ন মন চরিতার্থ হেরে পতির পাশে সতী,
প্রজাপতি ওঘোবতী মিলিলে সই সম্প্রতি
কত প্রীতি জাগবে—হবে কত সুখোদয়॥

[প্রস্থান।

(হুলুধ্বনি শঙ্খধ্বনি জল ছড়া দিয়া গাঁট ছড়া বাঁধা ব্রহ্মা
সহ ওঘোবতী ও সঙ্গিণীগণ প্রবেশ করিল)

১ম সঙ্গিনী। এস এস ঠাকুর জামাই ব'স বাসর ঘরে
আসব জম্‌কে, জাগব বাসর, ভাসব রসের সাগরে।

২য় সঙ্গিনী। বলি আসুন আসুন বাজ জামাতা দেবতা মহাশয়
এই রাজ কন্যে সহবের সবাব কন্যের বোন সম্পর্ক হয়।
দেবতা হলেও এখন আপনি নূতন বোনাই
মেয়ে গুলোর আজ কাল পুবাতন বালাই।
নিত্যি নিত্যি ছুড়ীগুলোর হবে কেবল বিয়ে
নিত্যি এমনি জাগব বাসর নবীন নাগর নিয়ে।
রাগ ক'রনা দোষ ধ'রনা আমবা ভাই মানুষ
তুমি দেবতা সৃষ্টি কর্ত্তা হওনা বেহুঁস।

(বর কন্যার বাসরে উপবেসন)

৩য় সঙ্গিনী। জামাই একখানি গান গাও
পান তামাক খেয়ে ঘর যাও।

ব্রহ্মা। তোমরা গাও।

৪র্থ সঙ্গীনী। আমরা গান জানিনা মান জানি না জানি নাকে কান্না
আর কুনো ইঁদুরের মত হেঁসেল ঘরে রান্না।

ব্রহ্মা। গান জাননা তবে কি জান? বাগান জান?

৫ম সঙ্গিনী। আমরা কুলের কুলনারী তাতে আবার কুমারী,
বাগানের ধার আমরা কি ধারি?

ব্রহ্মা। আমিও সব ধ'রে দিতে পারি! জানত একে পুরুষ তায়

দেবতা! চ'খের চাউনীতে চিনে নিতে পারি। তোমরা যদি গান জান না তবে বাসরে এসেছ কেন সুন্দরী! জান ত আজ কাল দেশের, নগরের, পল্লীর বাসরে, কেবল কতকগুলো অনাহুত স্বামীর চক্ষুশূল দোর্দণ্ডা যণ্ডা রূপিনী মাগীরাই আসে—বসে—হাঁসে—গান গায়—কীল চড় চিম্‌টী চাপড় ছুষা মেরে যায়—দশ ঘা বা খেয়ে যায়! তোমরা সব এক এক খানি বদ মাইসীর জাহাজ পুরো দস্তুর জাঁহাবেজে।

১ম সঙ্গিনী। তাতে তোমার ভয় কি বুড়ো কত্তা

তুমি যে জামাই তাতে দেবতা।

ব্রহ্মা। তোমরা যে আজ কাল দেবতার উপরে উপদেবতা! দেখ তোমাদের ঐ পটল চেরা হরিণ চোখের চাউনীতে—তোমাদের ঐ নিতম্ব লম্বিত চুলগুলোর ঢেউ খেলার সুরঙ্গে—আর তোমাদের ঐ গজেন্দ্র গামিনী, ধীরা, স্থিরা, গাম্ভীর্য্য ভরা—চলনের চহরমে—দেবতা, দানব, মানব, যক্ষ, রক্ষ, কারও রক্ষা নাই। তোমরা একটা বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের আজগুবী পদার্থ! কি যেন একটা মোহিনী শক্তি তোমাদের আছে—যাতে ক'রে এই বেচারা পুরুষ মাত্রেই কেমন যেন চুম্বুকের লোহা টানার মত তোমাদের রূপে ম'জে নরকে তলিয়ে যায়।

২য় সঙ্গিনী। বাসরে আর অত দেবতাগিরি ফলাতে হবে না—বক্তৃতা বন্ধ কর বেদব্যাস মহাশয়! এখন দু একটা টপ্পা টুপ্পী গাও দুটো দশটা রসের কথা বল—ছড়া শোনাও; হাঁসির ফোয়ারা ছুটে যাক।

ব্রহ্মা। আমি গান জানি না তোমরা গাও আমি শুনি। তবে আমি না হয় একটু আ'ধটু মাত্রা রেখে যাই আধটু মাত্রা রেখে যাই তারপর শেষে একটু ল। য় রসের চরম জমিয়ে দাও।

১ম সঙ্গিনী। তাই নে লো---ধর--গান ধর।

২য় সঙ্গিনী। তুই--ভাই আগে ধর।

১ম সঙ্গিনী। কি গান গাই বল্ দেখি?

২য় সঙ্গিনী। "নিজের মাকে হারিয়ে ফেলে পরের মাকে মা বলা"

১ম সঙ্গিন। দূর দূব--দেবতা জামাই--যা তা কথা নয়--একটা ঠাকুর দেবতাব গান গাইতে হবে।

৩য় সঙ্গিনী। তবে কীত্তন গা লো কীত্তন গা। (সুরে) গোপাল গোবিন্দ হরে

১ম সঙ্গিনী। তাই গাই। (সুরে) হরি তোমার দয়া পেলাম না ডেকে ডেকে সারা হলাম সংজ্ঞা হ'ল না॥

ব্রহ্মা। বাসরে এ গান যেন ধান ভানতে মহীপালেব গানের মত কেমন বদরসা! টাট্‌কা টপ্পা নয়ত তাজা খেমটা লাগাও একা একা না পার—সবাই মিলে ধরে যাও। গোলেমালে ঘোলে গোঁজা দিয়ে রাত কাটিয়ে--ভোর বেলায় ঘরে যেও। এখন নাও গাও।

গীত।

সঙ্গিনীগণ। মনের মত মানুষ পেলে প্রণয়ে সুখ হয়।
প্রাণে প্রাণ মিশে গেলে তবে চলে বিনিময়॥
নারীর মন নরম কেমন পুরুষ পরুষ বোঝে না তা,
বুক ফাট্‌লেও মুখ ফুটে কভু, কয়না তারা প্রাণের কথা,
নাগর হ'লে ভাবের ভাবুক বিনাশ ক'রে সকল ব্যথা,
জোর ক রে ধ'রে পীরিত করা বিষময়॥

১ম সঙ্গিনী। জামাই! এইবার তোমার পালা,গাও ভাই একখান গান!

ব্রহ্মা। আমার হয়ে তোমাদের সখি গাইলে হবে না?

২য় সঙ্গিনী। ওমা! বিয়ের ক'নে বাসরে গান গাবে কি করে? লজ্জা হবে না?

ব্রহ্মা। তা'হলে ত ভাই তোমাদের গান শোনা হল না।

৩য় সঙ্গিনী। নিতান্ত কাঠ রসিক! তা বুড়ো। চল লো চল ঘরে যাই।

২য় সঙ্গিনী। তাই চ—মিছে মিছে রাত পোহাই কেন? ঘরের মিন্‌সে হয় ত এতক্ষণ আকাশ পাতাল কত কি ভাবছে। বরং যাবার সময় ঐ বুড়ো বরটাকে আর একটা টপ্পা শুনিয়ে দিয়ে যাই চ।

১ম সঙ্গিনী। সেই ভাল কথা।

গীত।

শোন একটা রসের টপ্পা ওহে প্রিয় বঁধু।
যেন টপ্পা শুনে, খাপ্পা হ'য়ে চেয়ে থেক না শুধু॥
আধ ফুটন্ত কমল কলি, তুমি তায় চতুর অলি
উড়ে উড়ে ঘুরে ব'সে লুটে খাচ্ছ মধু
তোমার মধুর ভাণ্ডার সুদুরে ঐ সুধাভরা বিধু॥

[সকলের প্রস্থান।

(গীতকণ্ঠে ছদ্মবেশী সত্যনারায়ণ আসিলেন)

গীত।

সত্যনারায়ণ।

আমার দিদির বিয়ের লুচি খাব লুটব কত মজা।
ও বুড়ো দাদা—দাদা মহাশয়, শোন আমার অনুনয়

ভাল ভাল খাবার এনে খেতে দাও গো এ সময়
নইলে আমোদ ধরেনা মজা জমেনা, কিছু ভাল লাগেনা
না খেলে এই শেষ রাত্রে খাজা খুর্ম্মা গজা॥
তুমি না হয় টপ্ টপা টপ্ সৃষ্টি কর মণ্ডা
আমি না হয় হাজার হাতে গপা গপ খাই হাজার হাজার গণ্ডা।
বোনাই দাদা খেতে দেবে প্রাণটা হবে ঠাণ্ডা
বেজায় রগড় ফূর্ত্তি কর আর কেবল বগল বাজা॥

[নৃত্য ও প্রস্থান্।

ব্রহ্মা। কে এ বালক! কোথা থেকে এল—কোথায়ই বা চলে গেল।

ওঘোবতী। চলুন সব বলতে বলতে যাই। [উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

লোভ ও লালসা।

লোভ। বল লালসা কার জয়?

লালসা। মেয়ে মানুষের চির জয়।

লোভ। কালকেকার বাসরে—কে গেল হেরে।

লালসা। বিয়ের ক'ণে—লাজে পড়ে—ছিল চুপটী করে।

লোভ। আমাদের ত কাজের শেষ।

লালসা। চল তবে নিজের দেশ।

লোভ। বিয়েটা হ'ল বাঁচা গেল

লালসা। না হলেও ছিল ভাল।

লোভ। তাহলে কি এড়ান পেতাম

লালসা। না হয় আর কিছু দিন থাকতাম

লোভ। আর থেকে কাজ নাই

লালসা। চল তবে নিজের ঘরে যাই।

গীত।

লোভ। সেই ভাল, ঘরে চল, গিন্নি।

লালসা। বল সেথা গেলে কর্ত্তা—বলবে আমায় ধন্যি ॥

লোভ। তুমি আমার মাথার চুল, তুমি আমার গোলাপ ফুল,

লালসা। তুমি আমার চুয়া চন্দন ধুপ ধুনো গুগ্গুল ;

লোভ। তুমি আমার রাত দুপুরে আপিংএর মৌতাত—

লালসা। তুমি প্রাণ চিটে গুড়ের টকো ঝোলা মাৎ

লোভ। ভয় কি মনি—ভিয়েন ক'রে দেবে পীরের সিন্নি

লালসা। দণ্ডবৎ—খুরে তোমার কথায় জগত মান্যি ॥

[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

(রাজ অন্তঃপুর)

(ব্রহ্মা ও ওঘোবতী আসিলেন)

ব্রহ্মা। ওঘোবতী! এইবার আমায় বিদায় দাও বহু দিন ব্রহ্ম লোক শূন্য আছে—এখন একবার সেখানে যাওয়া আমার বিশেষ প্রয়োজন।

ওঘোবতী। দাসী?

ব্রহ্মা। তুমি এই স্থানেই থাক—প্রত্যহ আমি তোমার সঙ্গে—সাক্ষাৎ ক'রব।

ওঘোবতী। প্রভুর অনুকম্পা! দেখবেন—দাসীকে যেন ভুলে যাবেন না।

ব্রহ্মা। তা ভুলব না সুন্দরী! এখন একবার তোমার জনক জননীর নিকট বিদায় গ্রহণ করতে যাই।

ওঘোবতী। যেতে হবে না—তাঁরাই ঐ আসছেন—আমি অন্তরালে যাই—বড় লজ্জা হচ্ছে। (প্রস্থান)

(দুর্য্যোধন ও নর্ম্মদা আসিলেন)

দুর্য্যোধন। আমার মত আজ ভাগ্যবান কে? স্বয়ং বিধাতা যার জামাতা?

নর্ম্মদা। এ ক'দিন বেশ আনন্দে ছিলাম বাবা! কিন্তু আজ—

ব্রহ্মা। আজ কি দেবী? ব্রহ্ম লোকে যাব ব'লে? তাতে তো দুঃখ করবার কিছুই নাই জননী। আমি তো আপনাদের কাছে চির দিনের জন্য বাঁধা থাকতে প্রতিশ্রুত আছি। যত দিন না অনার্য্য কর হতে মাহিষ্মতী রক্ষা হচ্ছে ততদিন আমি এ স্থান ছাড়া নই। এখন হৃষ্ট মনে আপনারা আমায় বিদায় দেন।

নর্ম্মদা। আবার কখন দর্শন পাব?

ব্রহ্মা। যখন ইচ্ছা—ডাকলেই দেখা দেব। আর অদ্যই পুনরায় এখানে আসব।

দুর্য্যোধন। অধীন যেন স্মৃতিপথ চ্যুত না হয় বাবা।

ব্রহ্মা। ওরূপ হীনতা প্রকাশ ক'রবেন না। বর্ত্তমানে আপনি আমার শ্বশ্রূ দেব। (প্রস্থান)

দুর্য্যোধন। এত দিনের পর একটা কঠোর দায়— কন্যাদায় হতে অব্যাহতি লাভ ক'রলাম। এখনও একটা প্রকাণ্ড দায় আমার ঘাড়ের উপর চেপে রয়েছে। এখনও একটা বিরাট কর্ত্তব্য আমার চক্ষু নেমির সামনে ঘুরে বেড়াচ্ছে—এখনও একটা সর্ব্ব প্রধান সম্পাদ্য বিষয় আমার জীবন শোনিতের সঙ্গে শিরায় শিরায় মিশে রয়েছে। সেটী আর কিছুই নয়—অনার্য্য কবল হতে রাজ্য রক্ষা—প্রতিষ্ঠানকে স্বাধীনতা দেওয়া—মাহিষ্মতীকে ধর্ম্মোদ্দেশে নিবেদন করা।

(সুযোধন আসিল)

সুযোধন। দাদা!

দুর্য্যোধন। কেন ভাই ?

সুযোধন। আমি মৃগয়ায় যাব।

দুর্য্যোধন। সঙ্গে আর কে যাচ্ছে ভাই!

সুযোধন। মৃগয়া করতে যাব তা সঙ্গে কে যাবে? একাই যাব।

দুর্য্যোধন। সে কি কথা সুযোধন! একা কি কোথাও যেতে আছে? তুমি যে রাজার ভাই একা গেলে রাজ সম্মানের হানি হবে যে ভাই। তুমি আমি ত পৃথক নই ভাই—তুমিও যে পিতা মাতার পুত্র আমি ও ত তাই। তবে তুমি কেন একা মৃগয়ায় যাবে? সৈন্য সামন্ত সঙ্গে নাও—না হয় চল আমিই যাই। অনেক দিনের পর দুই ভা'য়ে মৃগয়ামোদে মত্ত হইগে।

সুযোধন। (নিজ মনে) আমার উদ্দেশ্যও ত তাই কুমীর হয়ে তোমার হৃদয় নদীতে ঢুকেছি—বাঘ হ'য়ে তোমার জীবন বনে আশ্রয় নিয়েছি—ভাই হয়ে লোকের চ'খে সাঁচ্চা থেকে তোমার বুকের রক্ত পান করতে এসেছি। তোমার অভিমত জানতে পারলেই বিশ্বস্ত

ভৃত্য দ্বারা তিব্বতে সংবাদ পাঠিয়ে তোমার শ্রীঘর ব্যবস্থার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছি—ধর্ম্মের ভাণে ভুলিয়েছি—দেখি তোমার মুখে কি উত্তর নির্গত হয়।

দুর্য্যোধন। কেন ভাই! কোন উত্তর না দিয়ে নীরবে ভাবছ যে? তবে কি আমি গেলে তোমার আনন্দে ব্যাঘাত হবে?

সুযোধন। না তা নয় তবে—

দুর্য্যোধন। কি?

সুযোধন। হিংস্র প্রাণী পরিপূর্ণ কাননে কত বিপদ কত ভয়। রাজা আপনি—অমন মূল্যবান জীবন নিয়ে যাওয়াটা—

দুর্য্যোধন। সে কি কথা! ভাই—তুমি যেতে পার—তোমার প্রাণের মূল্য নাই—আর আমি রাজা বলে যেতে পারি না—আমার জীবন এত মূল্যবান? এটা কি কথা—এটা কি ন্যায়পরতা এটা কি ধর্ম্মানুমোদিত? বিশেষতঃ আমরা যে রাজপুত। হিংস্র প্রাণীকে ভয় ক'রলে আমাদের চ'লবে কেন? আমিও যাব তোমার সঙ্গে। দুই ভাই এক হয়ে একসঙ্গে মৃগয়ায় যাব।

সুযোধন। তবে আয়োজন ক'রতে আদেশ দেন?

দুর্য্যোধন। এখনি—এই মুহূর্ত্তে। তুমি আমার আদেশ নিয়ে কোন কাজ ক'রতে যেওনা সেটা ভাল দেখায় না। আমি ত নিজের রাজ শক্তি তোমার উপর অনেক দিন দিয়েছি আবার আজও দিচ্ছি—তুমি এ রাজ্যের রাজার মত কাজ ক'রবে। দে'খ ভাই এমনি ভ্রাতৃ মিলন যেন চিরদিন থাকে—এমনি ধারা যেন হেঁসে হেঁসে ভাইয়ের সঙ্গে কথা কইতে কইতে ম'রতে পারি—ঠিক এইরূপ ভাই হয়ে—এখন কার মত শেষ পর্য্যন্ত এমনি ভাবেই থাকি—যেন পৃথক হ'স না। পৃথক হলেই মন ভাঙ্গবে—বুক দমে যাবে—শত্রুরা সব পেয়ে ব'সবে।

সুযোধন। তবে আসি এখন দাদা—আপনি প্রস্তুত—হ'ন। (অন্য দিকে নিজ মনে) মরবার জন্য—

(প্রস্থান)

নর্ম্মদা। তাহলে মৃগয়ায় যাওয়াই ঠিক হ'ল তোমার রাজা?

দুর্য্যোধন। সুযোধন যাচ্ছে—তার সঙ্গে যাব—এতো সুখের কথা মহিষী।

নর্ম্মদা। তোমার—আমার নয়।

দুর্য্যোধন। কেন?

নর্ম্মদা। সে তোমার ভাই—কিন্তু তুমি যে আবার আমার স্বামী দেবতা সর্ব্বস্ব! ভায়ের জন্য তোমার প্রাণ যেমন কাঁদে তোমার প্রাণের ভাবনায় আমার প্রাণ—তার চেয়ে অনেক বেশী কাঁদে। তাই—

দুর্য্যোধন। তবে কি তুমি নিষেধ কর?

নর্ম্মদা। সাধ্য কি যে রাজার কথার উপর কথা বলি।

দুর্য্যোধন। ভেবনা—ভাইকে অবিশ্বাস ক'রতে নাই—তাহলে মহাপাপ। যাই আমি প্রস্তুত হইগে (প্রস্থান)

নর্ম্মদা। যাও—তুমিও প্রস্তুত হওগে আমিও প্রস্তুত হইগে।

(অরিন্দম আসিলেন)

অরিন্দম। কিসের জন্য প্রস্তুত মা?

নর্ম্মদা। মরবার জন্য বাবা।

অরিন্দম। সে কি মা?

নর্ম্মদা। আশ্চর্য্য হ'ওনা কুমার—আশঙ্কা করোনা পুত্র! নিশ্চিন্ত থেকনা বাছা। আজ একটা অতি বড় সর্ব্বনাশ ঘটবে। উপেক্ষা

ক'রলে যে একটা ভীষণ অনর্থ সংঘটিত হবে—তার পরিণামে বড় তীব্র মর্ম্মান্তিক অনুশোচনা ভোগ করতে হবে—কেঁদে কূল পাবে না!

অরিন্দম। এমন কি সর্ব্বনাশ মা?

নর্ম্মদা। মহারাজ ঠাকুরপোর সঙ্গে মৃগয়ায় যাচ্ছেন।

অরিন্দম। তাতে ক্ষতি কি মা?

নর্ম্মদা। হা অবোধ! সংসারে মানুষ হয়ে এসে মানুষ চিনতে শিখলি না। তবে আর মানুষ হবি কবে? আমার পেটের ছেলে হ'য়ে তোর বুদ্ধি এত মোটা—তোর মেধাশক্তি এতই ক্ষীণ—ছি ছি—

অরিন্দম। বুঝেছি মা! কি উদ্দেশ্যে কাকা আবার এ পুরে প্রবেশ ক'রেছেন—সেই কথা?

নর্ম্মদা। হাঁ—চুপ্! মনে ক'রেছিলুম আমি নিজেই যাব, তা তুমি যখন এসেছ তখন জয়সেনকে সঙ্গে ক'রে তুমিই যাও—বিশেষ সতর্কতা সহ রাজাকে রক্ষা ক'রতে হবে। কেমন—পারবে?

অরিন্দম। পারব না যদি তা হ'লে তোমার গর্ভে জন্মেছি কেন? পারব না যদি তবে তেমন দেবতার মত পিতা পেয়েছি কেন? মা আমি তোমার স্তনদুগ্ধ পান ক'রে এত কাপুরুষ—এমন হীনবীর্য্য—অপদার্থ নই, যে পিতা মাতার জন্য আত্মত্যাগ ক'রতে পারব না? চল্লাম মা—পদধূলি দাও।

[প্রস্থান।

নর্ম্মদা। ছেলেটা গেল বটে—তবু যেন মনটা সুস্থ হ'ল না। কি করি—আমিও যাব নাকি। (গমনোদ্যত)

(বাধা দিয়া নিয়তি আসিল)

গীত।

নিয়তি। বল না ললনা কেন কোথা যেতে চাও।
যা হবার হবে, কেন মিছে তবে, কালের গতিতে—বাধা দিতে যাও॥

নর্ম্মদা। কে তুমি ভীষণা মূর্ত্তি—তাম্রকেসা—পিঙ্গল নয়না পিশাচী রমণী? তোমার এই ভয়ঙ্করী বেশ দেখে যে আমার বড় ভয় হচ্ছে।

নিয়তি। সংসার চালিত মম চক্রপথে
ঘুরে বেড়াই সদা সময়ের সাথে
শমনের আজ্ঞা বহন করি মাথে
(তাই) ভয়ঙ্করা রূপ দেখিবারে পাও॥

নর্ম্মদা। কোথা যাচ্ছ তুমি যাও—পথ ছাড় আমি ঘরে যাই।

গীত।

নিয়তি। চলে যাও সোজা পথে বাধা দিব না
হবার আগে কোন কথা কানে নোব না
তুমিও চল আমিও চলি থম্‌কে যেও না
ঘুরন চাকা ঘুরছে আমার মারছে জবর দাঁও।

(অন্তর্দ্ধান)

নর্ম্মদা। কেন আবার এই একটা বিভীষিকা?

(প্রস্থান)

পঞ্চম দৃশ্য।

তিব্বত রাজান্তঃপুর।

(উন্মাদিনী সুরমা আসিল)

সুরমা। একটা বড় মজার কথাগো একটা বড় মজার কথা। একছিল রাজা তার ছিল একটা ছেলে। ছেলেটা রাজা রাণীর বুকের হাড় দেহের রক্ত হাতের আঙ্গুল ছিল সেটা একদিন বেড়াতে বেড়াতে ঘুরতে ঘুরতে পা হড়্কে পাহাড় থেকে পড়ে গেল বাস— অমনি চুরমার যেন ধুলোর মত গুঁড়ো হয়ে গেল। রাজাটা তাই না দেখে হতভম্ব রাণীটাও পাগ্‌লে গেল। আহাহা বাছা যে কত দুধ ক্ষীর সর ননী মাখম খেতো—আদরে সোহাগে ডুবে থাক্‌ত বুকের ভেতর চামড়া ঢাকা দিয়ে লুকোন থাকত। একটা ডাকিনী নাকি তাকে মন্ত্র বলে ভুলিয়ে নিয়ে গিয়ে তার মাথায় বাজ মেরেছে। সব গেছে গো সব গেছে। সবে ধন নীলমনিটী আজ এতকাল পরে বুক খানকে ভেঙ্গে দিয়ে কোথায় লুকিয়ে প'ড়েছে। হ্যাঁগা হ্যাঁগা! তোমরা কি কেউ তাকে ধরে এনে দিতে পার? আমার আপড়া সাধের শুক পাখীটাকে তোমরা ধ'রে এনে খাঁচার মধ্যে দিতে পার? আমি তাকে সোণার পিঁজরে রেখে দিই যত্ন ক'রে খেতে দিই। সে উড়ে উড়ে ঘুরে ঘুরে সোনার দাঁড়ে ব'সবে বুলী বলবে তাই শুনব কত আহ্লাদ হবে—কত সুখ হবে। হাঃ হাঃ হাঃ (হাস্য) আমি পাগলের খেয়ালে কত কি বকছি? এতে লাভই বা কি? দূর ছাই আর ভাবব না গেছে গেছে সে নিজেই গেছে—আমরাও

যাব তোমরাও যাবে এই জগতের সবাই যাবে। কেউ থাকবে না—কেউ থাকবে না। যে এসেছে সেই যাবে। তবে কেন মিছে ভাবনা—কেনই বা তার জন্য মন বিগ্‌ড়ে দিয়ে ক্ষেপা সাজা—কেনই বা তার মায়া করা। যে যায় সে কে ? কেনই বা যায় তা জান।

(নিয়তি আসিল)

গীত।

নিয়তি। এই ত ভবের গতি।
যে আসে সেই যাবে বিধাতার এ রীতি॥

সুরমা। কে তুমি গা ? জ্বালার উপর ছেঁদো কথা ক'য়ে জ্বালা বাড়াতে এসেছ ?

গীত।

নিয়তি। জ্বালার এখনি কি হয়েছে এই ত সূত্রপাত
জীবন ভোর জলে জলে ক'রবে অশ্রুপাত,
নাই দিন রাত সন্ধ্যা কি প্রভাত,
যাবে অকস্মাৎ, ফিরিবে না শত, করিলে মিনতি॥

সুরমা। এ কথা সবাই জানে। যে যায় সে আসে না—দিন রাত খুঁজলেও দেখতে পাওয়া যায় না—শত অনুনয় মিনতি কানেও শোনে না। এ সবাই জানে সবাই শোনে কিন্তু বোঝে ক'জন ?

নিয়তি। যে না বুঝে, সগ্‌জে চলে, সেই ত সব হারায়
শেষে দুর্ব্বুদ্ধি বশে নিজেও জালে জড়িয়ে যায়,

সাধ্য নাই সে কালের বাঁধন কৌশলে এড়ায়
দেখেছ কি দেখে শুনে পেয়েছ কেউ সুমতি ॥

(অন্তর্দ্ধান।

সুরমা। সুযোগ পেলে সবাই এমনি ব'লে যায়। কিন্তু নিজের বেলা কেউ সাম্‌লাতে পারে না। অথচ পরকে বেশ উপদেশ দিতে পারে। উপদেশ দেওয়ার চেয়ে যে সেই উপদেশ পালন করে সেই বাহাদুর। তা তেমন প্রাণ তেমন মনের বাঁধ তেমন ধৈর্য্যের সীমা ক'জনের আছে? ছেলে মরে গেলে মা বাপ চিরকালই কাঁদে বুক চাপড়ায় আছাড় খায়। তবে হ্যাঁ একটা কথা। এই যে ব্যাপারটা এ কেউ একবার তলিয়ে দেখেও না।

(সুখননের প্রবেশ)

সুখনন। সুনমা সুরমা।

সুরমা। কে রাজা! এসেছ? কি জন্য এসেছ! এসনা এসনা আমার কাছে এসনা যাও—তফাৎপানে সরে যাও—এসনা—আমায় স্পর্শ ক'রনা। ছি ছি কেমন পুরুষ তুমি গো? আমি যদি তোমার মত রাজা হতাম আর এমনি ধারা আমার ছেলেকে যদি অন্যায় ক'রে মেরে ফেলত তাহলে দেখতে এই সুরমা সেদিন কি একটা প্রলয় কাণ্ড বাধিয়ে ফেলত। তাহলে দেখতে সংবাদের সঙ্গে সঙ্গে শত্রুকে স্ববংশে রসাতলে পাঠাত তাহলে দেখতে পেতে বাঘের মত লাফ দিয়ে শৃগাল দলকে খেয়ে ফেলত। কি বলব তুমি পুরুষ পরুষ প্রাণ তোমরা দয়া মায়ার ধার ধারনা! তাই এতটা তাই এমন ভাব। যাও যদি ছেলের বাবা ব'লে পরিচয় দিতে চাও—যদি বুনো জাতির এক গুঁয়ে স্বভাব ঠিক রাখতে চাও—যদি তিব্বর দেশের মুখে কালী

মাথাতে না চাও, তবে যাও এখনি এই মূহুর্ত্তে এই দণ্ডে মার মার কাট কাট শব্দে তিব্বত হ'তে প্রতিষ্ঠান পর্য্যন্ত কাঁপিয়ে দিয়ে স্বসৈন্যে আবার তাদের আক্রমণ কর এবার আর সন্ধি করতে পাবে না---হয় প্রাণ দেবে নয় পুত্র হত্যার প্রতি শোধ নিয়ে ফিরবে নইলে----

সুখনন। নইলে কি ?

সুরমা। নইলে তোমায় এখান হতে দূর দূর করে তাড়িয়ে দেব। বলব তুমি তিব্বতের রাজা নও। সুরমার স্বামী নও। সুমেরুর কেউ নও। তিব্বত রাজের কঙ্কাল বিশিষ্ট দেহ ধারণ ক'রে কোন শঠ প্রবঞ্চক শয়তান আমার ঘরে ঢুকেছে। দরজা বন্ধ করে দেব প্রহরী দিয়ে প্রহার করাব কেউ রাখতে পারবে না।

সুখনন। পুত্র শোক বিহ্বলা রমণী! শোন একটা কথা—

সুরমা। কোন কথা শুনতে চাইনা—চাই তুমি যুদ্ধে যাও—সেই ডাকিনী মেয়েটাকে ধ'রে নিয়ে এস তার বাবার রাজ্য লণ্ড ভণ্ড ক'রে দাও।

সুখনন। সুরমা সুরমা আর উত্তেজিত ক'রতে হবে না। আমি তোমার সঙ্গে প্রতিজ্ঞা ক'রে বলছি আর ক্ষান্ত হব না—নিশ্চিন্ত থাকব না—জীবনান্ত পণে—আবার যাব প্রতিষ্ঠানে। আবার যুদ্ধ ক'রব—দুর্য্যোধনকে জলন্ত আগুণে পুড়িয়ে মারব। মাহিষ্মতীকে রক্ত নদীতে ডুবিয়ে দেব—রাজপুতের কীর্ত্তি কলাপ অনার্য্যের দাপে বিধ্বস্ত ক'রে দিয়ে আসব।

সুরমা। তাই তাই। যাক---সব যাক—হয় তারা নয় আমরা। এই ত বীরের পণ—পালোয়ানের মত কথা।

(পরিচারিকা আসিল)

পরি। একখানি পত্র।

সুখনন। কে দিলে ?

পরি। বিদেশী—চিনিনা—তবে বলে মাহিষ্মতী—হতে আসছি।

সুখনন। দেখি পত্র। (দেখিয়া) রাণী রাণী! আর ভেবনা কেঁদনা—দুঃখ ক'রনা। রাজ ভ্রাতা পত্র দিয়েছে লিখেছে স্বসৈন্যে প্রতিষ্ঠানের উত্তর সীমান্ত কাননে অবস্থান ক'রতে—দুর্য্যোধনকে ধরিয়ে দেবে। (পরিচারিকাকে) পত্র বাহকের সঙ্গে যে পাগলটা ছিল—

পরিচারিকা। তাকে পাগলা গারদে পাঠায়ে দিয়ে সেনাপতি—মহাশয় রাজ বৈদ্য নিযুক্ত ক'রে দিয়েছেন।

সুরমা। কে সে মহারাজ!

সুখনন। কর্ণসিংহ! উন্মাদ হয়েছে—তার শুশ্রূষার জন্য অনু-রোধ ক'রে পাঠিয়েছেন।

পরি। কি বলব ?

সুখনন। বলগে—আদেশ মত কার্য্য—যথা সময়ে হবে।

পরি। (প্রস্থান)

সুখনন। চলিলাম তবে রাণী—
চলিলাম বৈর নির্য্যাতনে
আসি যদি দেখা হবে
নয় শেষ দেখা এই।
প্রতিহিংসা, ধরি হৃদে
পুত্র হত্যার প্রতিশোধ নিতে

চলিনু সদর্পে।
হয় কার্য্যোদ্ধার
নয় মৃত্যু
যা হয় তা হবে। (প্রস্থান)

সুরমা। যাও তুমি প্রতিহিংসা করিতে সাধন
রহিলাম আমি তব আশা পথ চেয়ে।
শুনিব যখন মোর পুত্র হত্যাকারী
নিহত সমরে কিম্বা বন্দী কারাগারে
সেই দিন হিংসানল হইবে নির্ব্বাণ।
নচেৎ এ তুষানল সম
ধিকি ধিকি জ্বলিতে থাকিবে
বৈরী রক্ত বিনা বহ্নি কভু না নিবিবে।
(প্রস্থান)

সপ্তম দৃশ্য।

বন ভূমি।

(সুযোধন ও সুখনন)

সুযোধন। শোন রাজা
স্বসৈন্যে অনতি দূরে
গুপ্ত ভাবে খুব সাবধানে
থাকিবে লুকাইয়ে;

কৌশলে যখন আমি সেই পথ দিয়া
দাদারে লইয়া যাব।
সেই কালে করিবে বন্ধন।
কিন্তু খুব হুঁসিয়ার—মনে থাকে যেন,
আমারেও করিতে বন্ধন
নতুবা বিফল সব।

সুখনন। ভরসা তোমার মহারাজ!
পারি যেন—পুত্র হত্যা প্রতিশোধ
করিতে গ্রহণ। (প্রস্থান)

সুযোধন। (উচ্চ আর্ত্তস্বরে) দাদা দাদা কোথা তুমি!
ছুটে এস রক্ষা কর মোরে
প্রচণ্ড বরাহ এক ঘিরেছে আমায়। (প্রস্থান।

দুর্য্যোধন। ভয় নাই ভয় নাই ভাই। (প্রবেশ ও থমকাইয়া)
কই কেহ ত এখানে নাই—
তবে কোন্ দিকে?
দূর হতে হইল ধারনা—
যেন ঠিক এই স্থান হতে—
আর্ত্ত স্বরে ভাই মোরে করিল আহ্বান
রক্ষা কর রক্ষা কর ব'লে।
দ্রুত গতি—আসিনু হেথায়
কিন্তু কই কিছু না দেখিতে পাই।
তবে কি ভাই মোর নাই ধরাধামে?

সুযোধন। (নেপথ্যে পূর্ব্ববৎ) কই দাদা এস এই দিকে
উত্তরের পথ ধ'রে।

বহু কষ্টে আত্ম রক্ষা করেছি এখন
কিন্তু আর আশা নাই।
মরণ সময় দাদা দেখা দাও মোরে—
দেব মুখ হেরিতে হেরিতে
পদধূলী তব মাখিতে মাখিতে
ত্যজি প্রাণ—জুড়াতে যাতনা।

দুর্য্যোধন। অতিদ্রুত করিব গমন
ভয় নাই ভয় নাই সুযোধন। (বেগে প্রস্থানোদ্যত)

(বাধা দিয়া কাঞ্জিলাল)

গীত।

কাঞ্জিলাল। ওপথে যেওনা রাজা ঘরে ফিরে চল।
মানুষ দেখে চিন্তে নার ; কারে আপন বল॥

দুর্য্যোধন। বাধা কেন দাও কাঞ্জিলাল
ভাই মোর বিপদে পতিত—
বন্য বরাহের ঘোর আক্রমণে

গীত।

কাঞ্জিলাল। ভাই—নয় সে এখন তোমার
লোভে দিশেহারা,
তোমার মেরে রাজ্য নিতে ধরেছে এই ধারা,
শত্রু ব'সে ঐ বনের পাশে ধ'রে ঢাল খাঁড়া
হয় কাটবে—নয় বাঁধবে—পেতেছে কৌশল॥

(প্রস্থান)

দুর্য্যোধন। মিথ্যাবাদী—কাঞ্জিলাল
দ্রুত যাই ভা'য়ের সাহায্যে। (প্রস্থান)

সুযোধন। একি কে তোরা—
আমাদের করিলি বন্ধন ?

Sree Krishna Printing Works.

(সুখনন ও সৈন্যগণ আসিল)

সুখনন। নিস্তব্ধ নিস্তব্ধ সবে
ধরেছে এ পথ দুর্জ্জয় অরাতি।
সতর্কে কর অবস্থান
আসিলে হেথায়
উভয়েই করিবে বন্ধন।

(গোপণ)

(সুযোধন আসিল)

সুযোধন। (ছুটিতে ছুটিতে) দাদা দাদা। শীঘ্র এস।

(দুর্য্যোধন আসিলেন)

দুর্য্যোধন। (ব্যস্তে) ভাই ভাই। ভয় কি তোমার
কই সে বরাহ দেখাও আমায়?
সুযোধন। সহসা অদৃশ্য হ'ল তব আগমনে।
সুখনন। (বংশীধ্বনি)
(অকস্মাৎ অসংখ্য সৈন্য কর্ত্তৃক উভয় ভ্রাতা বন্ধন গ্রস্ত)
সুযোধন। একি কে তোরা—
আমাদের করিলি বন্ধন?
সুখনন। তোমাদের যম।
চেন না আমায়
যার পুত্রে বিনাশিলি দেবের কৌশলে
আমি সেই তিব্বতের রাজা
নাম সুখনন।

দুর্য্যোধন। তিব্বত ভূপতি! রাখ মোর একটী মিনতি—
আমারে বাঁধিয়া লয়ে চল কারাগারে—
কিম্বা প্রাণ দণ্ড দাও—
ছেড়ে দাও ভাই সুযোধনে।

সুযোধন। না রাজা! আমারে লইয়া চল।
মুক্তি দাও দাদারে আমার
আহা উনি রাজ রাজেশ্বর।
ধরি পায় অনার্য্য সম্রাট।
মোর প্রাণ নাও—
ভিক্ষা দাও দাদার জীবন। (রোদন)

দুর্য্যোধন। না না আমায় ধরিয়া রাখ
আমিই ত অপরাধী!
দোষ শূন্য ভাই, সুযোধনে মোর
দয়া ক'রে দাও অব্যাহতি।

সুখনন। কারও নাহি পরিত্রাণ।
সৈন্যগণ—(ইঙ্গিত)

সৈন্যগণ। (দুর্য্যোধনকে লইয়া গমন)

দুর্য্যোধন। রাজা! জীবন অধিক ভাই—সুযোধনে
ক্ষমা করো—বলনা কিছুই।
ভাই—ভাই—আসি তবে। (রোদন)

সুযোধন। দাদা দাদা!
হায় বিধি! একি করিলে। (রোদন)

সুখনন। ধন্য তব বুদ্ধি বল। (বন্ধন মোচন)
রাজ সহোদর! দাও আলিঙ্গন। (তথাকরণ)

সুযোধন। এইবার কারাগারে
কঠিন নিগড়ে বাঁধি
রাখিবে সতর্কে।
চল ত্বরা পলাইয়া—
আসিছে পশ্চাতে বুঝি বীর অরিন্দম।
(উভয়ের প্রস্থান)
(অরিন্দম আসিলেন)

অরিন্দম। কোথা পিতা কোথা খুল্লতাতঃ
কাহারও না পাইনু সন্ধান।
তবে কি তাহারা—মৃগয়া কারণে
গিয়েছেন অন্য দূর বনে ?
মাতৃ আজ্ঞা নারিনু পালিতে
কোন্ মুখে গৃহে ফিরে যাব ?
শুধালে জননী—কি দিব উত্তর ?
হেন অকর্ম্মণ্য কুলাঙ্গার
পুত্র আমি—
কর্ত্তব্য সম্পাদনে এত অপারগ ?
তবে এ জীবন মম হেয় অপদার্থ
কিবা প্রয়োজন তায়
অস্ত্রাঘাতে ভবলীলা করি অবসান।
(আত্মহননোদ্যত ও কাঙ্গিলাল ধরিলেন)

গীত।

কাঙ্গিলাল। এই কি তোমার জ্ঞান।
আত্মহত্যা কেন বৃথা কর মতিমান॥

অরিন্দম। কাঞ্জিলাল কাকা!
জান কি গো তুমি
পিতা কোথা মোর?

গীত।

কাঞ্জিলাল। তোমার কাকার ছল কৌশলে
জড়িয়েছেন জড়ালে জালে,
এতক্ষণ কারাগারে করেন অবস্থান॥

অরিন্দম। অ্যাঁ—সর্ব্বনাশ। (পতনোদ্যত)

কাঞ্জিলাল। (ধরিয়া) যাই সংজ্ঞাহীন কুমারের
শুশ্রূষা ক'রে রাজ্যে পাঠাইগে।
এত দিনের পর আবার কাজের বোঝা
মাথায় উঠল।

(ধরিয়া লইয়া প্রস্থান)

সপ্তম দৃশ্য।

স্থান রাজান্তঃপুর। কাল সন্ধ্যাগত।

[নর্ম্মদা আসিলেন]

নর্ম্মদা। জগতটা আজ যে কেমন একটা নূতন ধরণে দেখা দিচ্ছে! প্রকৃতির সৌম্য শান্ত মধুর মূর্ত্তিখানা যেন আজ আমার চক্ষে একটা বিকট বীভৎস বৈষম্যভাব প্রকাশ ক'রেছে সান্ধ্যকালীন অচঞ্চল উজ্জ্বল নক্ষত্রগুলিও যেন আকাশের কোলে ভেসে ভেসে

বিষাদ মাখা হয়ে যাচ্ছে। এমন ধারা উৎকট দৃশ্য: নর্ম্মদার জীবনে আজ এই প্রথম পরিদৃশ্যমান! ছেলেটাকে একটা দায়িত্বপূর্ণ গুরুভার দিয়ে একা পাঠিয়ে যেন ভাল করি নাই বোধ হচ্ছে নিজেও যদি সঙ্গে যেতে পারতুম তাহলেও বা কতকটা ভরসা ছিল। ছেলের মত ছেলে অরিন্দম বটে! মায়ের কথায় প্রাণ দেয় অসাধ্য সাধন করে যা বলি তাই করতে পারে। মা অন্ত প্রাণ মা ছাড়া যেন বাছার জগতে প্রিয় বস্তু কিছুই নাই। তবু কি জানি, কেন তেমন চির আজ্ঞাবহ—সুবিশ্বাসী কার্য্যক্ষম কুমারটীকে, কার্য্যক্ষেত্রে পাঠিয়ে দিয়ে মনে একটা সন্দেহের ছায়া ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ঠাকুরপোর মতলব ভাল বিবেচনা হয় না ব'লেই রাজাকে সতর্কিত রাখবার জন্য আমার এই অনুষ্ঠানের আয়োজন। বাছা যদি কৃতকার্য্য হতে পারে তবে ত মঙ্গল—আর যদি ঈশ্বর না করুন—সরল চেতা উদার ভ্রাতৃ ভক্ত মাহিষ্মতী পতি—কুটীল, স্বার্থ পর, অধর্ম্মের দীপ্ত মূর্ত্তি ভ্রাতৃরূপী মায়া-বীরের মায়াজালে বদ্ধ হয়ে শত্রু ক'রে বন্দী কিম্বা বিপন্ন জীবন হন তা হলে এত যে সব কাণ্ড পণ্ডশ্রম হবে। আকাশ পাতাল ভেবে কিছুই একটা স্থির করতে পারছি না। সন্ধ্যাও গত হ'ল—অরিন্দম এখনও আসছে না কেন? মহারাজও তো ফিরলেন না। তবে কি কোন সর্ব্বনাশ পৈশাচিক মূর্ত্তি ধ'রে দেখা দিয়েছে? কে জানে কি হচ্ছে বা হবে কিম্বা হওয়া সম্ভব।

(জনৈক পরিচারিকা আসিল)

পরিচারিকা। মা! একখানি পত্র।

নর্ম্মদা। আমার নামে! কে দিলে?

পরিচারিকা। রাজ ভ্রাতা।

নর্ম্মদা। কই দেখি। (গ্রহণ) যাও তুমি একবার জয়কে আমার কাছে সত্বর আসতে বলবে!

পরিচারিকা। যে আজ্ঞে। (প্রস্থান)

নর্ম্মদা। (পত্র পড়িয়া মুখ বিকৃত করিলেন) এত দুরাকাঙ্ক্ষা তোমার হৃদয়ে ঠাকুর পো! এতটা দুষ্ট অভিসন্ধি হৃদয়ে পোষণ কর তুমি মহাত্মুর? এত উচ্চ প্রলোভন তোমার হৃদয়কে নরকের মত কলুষিত ক'রেছে? হা বর্ব্বর! হা অপরিণাম দর্শী! আমি যে তোর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃজায়া—তোর জননী স্বরূপা তুই যে আমার পেটের ছেলে অরির মত। তোর মনে এমন ভ্রষ্ট বুদ্ধি প্রেমাকাঙ্ক্ষা কর নর্ম্মদা রাণীর? মাতৃ ভাব ধর্ম্ম ভাব সত্য ন্যায় ভাব ভুলে—বিষ্ঠায় ক্রিমি কীট তুমি—নন্দনের মন্দার সুরভি লাভে উন্মত্ত? হা ধিক তোর ঘৃণিত আচরণে তুই কি মানুষ না মনুষ্য চর্ম্মাবৃত কোন প্রেত সহচর? ছি ছি ছি—যে আজ ছেলের মত খাবার চেয়ে খাবে সেই কি না আজ কাল মাহাত্ম্যে যুগ ধর্ম্মে কলির চক্রে পড়ে প্রেম প্রার্থনা করে নর্ম্মদার কাছে! হাসব না কি করব? তবে হাঁ—একটা ভাববার কথা আছে। পত্রে প্রকাশ যদি প্রেমদানে পরিতৃপ্ত কর তবে সুখিনী হতে পারবে নতুবা এইবার সব শেষ! এর তাৎপর্য্য কি? তা হলে কি রাজার কোন অমঙ্গল ঘটেছে? হত ভাগ্য কি তবে দেবতা সদৃশ পতিকে আমার হত্যা—না না ভগবন—

(কাঞ্জিলাল আসিলেন)

গীত।

কাঞ্জিলাল। কি ক'রবে ভগবান।
নিজের বুদ্ধি হারিয়ে ফেলে পরের বুদ্ধি

নর্ম্মদা। কাঞ্জিলাল! ভগবান কি ক'রবে—কি বলছ কেন বলছ!

কাঞ্জিলাল। (গীত) জলের মতন সবল ব্যাভার নাই তো কারু আর
সেই জল খেয়ে জীব বেঁচে থাকে বড় চমৎকার,
আবার শ্লেষ্মা হয়ে জলেই জীবন করে যে সংহার,
জলের মত ভাল মন্দ সব দ্রব্যে বিদ্যমান॥

নর্ম্মদা জটীল ভাব—কুটীল ভাষা ছেড়ে—সরলে—সহজে বুঝিয়ে বল।

(গীত)

কাঞ্জিলাল। বুঝবে কি মুণ্ড মাথা যা ভাবছ তাই,
রাজা এখন বন্দী বটে—কেউ হত্যা করে নাই;
দুধ দিয়ে কাল সাপ পুষে রেখেছিল ভাই
ভক্তি ভুলে—স্বার্থ বলে, (সে) দিলে ভাল প্রতিদান॥

(প্রস্থান)

নর্ম্মদা। বুঝিলাম সব!
বজ্রাঘাত হয়েছে মস্তকে
শুকায়েছে সুখের বারিধি
পুড়েগেছে শান্তির আলয়!
সুযোধন দুরাচার—
রাজ্য—অর্থ—আর এই নর্ম্মদার লোভে
পাপের অতল জলে নেমেছে অবাধে।
কৌশলে রাজারে বন্দী করিয়া পামর
সমর্পণ করিয়াছে অনার্য্যের করে।

নর্ম্মদা ! কোমল হৃদয়া নারী।
রাণী তুমি,
রাজা তব বিপক্ষ কারায় ;
ধরায় প্রস্তুত হও।
ধর করে খরশান অসি খড়্গ ঢাল
পর বর্ম্ম চর্ম্ম সমর সজ্জায়
তীরন্দাজ গোলন্দাজ পদাতি সংহতি
বীরাঙ্গনা বেশে পশ বিপক্ষ সমরে।
পার যদি ক'র তবে রাজার উদ্ধার
পার যদি সুযোধন নাম লুপ্ত ক'রো
পার যদি অনার্য্যের দলিও চরণে
না পার জহর ব্রত করিয়া ধারণ
জলন্ত চিতায় প্রাণ দিও বিসর্জ্জন
রাজ পুত নারী ধর্ম্ম অক্ষুণ্ণ রাখিতে।
নিশ্চিন্তর অবসর নাহি এবে আর,
এখনও কেন বা নাহি আসে জয়সেন
জামাতা ব্রহ্মার কেন পাই না দর্শন ?
বিপদে বান্ধব রূপে একজনে পেলে
অকালে প্রলয় আজ ঘটাবে নর্ম্মদা।
তিব্বত পর্ব্বত গাত্র অনার্য্য শোণিতে
বিধৌত করিব যত্নে ! পাপী সুযোধনে
মৃত্তিকা গহ্বর মধ্যে করিয়া প্রোথিত
তীক্ষ্ণ দন্ত কুক্কুরেরে খাওয়াইব সুখে ;—
নিবাইতে মরম বেদনা

দেখাইতে ধর্ম্মের বিচার
বুঝাইতে পাপের শাসন !

(জয়সেন আসিল)

জয়সেন । মা !

নর্ম্মদা । এস বাবা ।

জয়সেন । অসময়ে কি কারণে সন্তানে স্মরণ ?
আবশ্যক কিছু আছে কি কিঙ্করে ?

নর্ম্মদা । বিশেষ আবশ্যক আছে জয়সেন !
জান নাকি তুমি—দেখ নাই বুঝি
শোন নাই কাহারও নিকটে ?
অদ্য অপরাহ্ণ কালে, এক খণ্ড কালমেঘ
ধীরে ধীরে সমুদিয়া রাজত্ব গগনে
প্রবল ঝটিকা সহ করে বরিষণ ।
নীরব নিস্তব্ধ শান্ত সম্প্রতি প্রকৃতি
প্রলয় নিবৃত্তে যথা গম্ভীর বারিধি ।
মেঘের করাল রূপ হেরিনু যখন
আশঙ্কা হইল প্রাণে হবে বজ্রপাত
তাই সাবধান হইবার আশে
যে কৌশল করি উদ্ভাবন
এতক্ষণ ছিলাম নিশ্চিন্তে
সেই সব ব্যর্থ হ'ল নারী বুদ্ধি দোষে ।
অকালে এ আকস্মিক ঘটে দুর্ঘটনা
বিনা মেঘে অশনি সম্পাত

স্খলিত চরণ গজরাজ ভেকের চক্রান্তে।

জয়সেন। বুঝিতে নারিনু মাতঃ উদ্দেশ্য তোমার
কি ঘটিল—কি হয়েছে—প্রকাশ সত্বর ?

নর্ম্মদা। হয়েছে একটা অতি বড় অসম্ভব
হয়েছে একটা বিরাট আশ্চর্য্য
হয়েছে একটা পিশাচের লীলা।
জান তুমি, সুযোধন রাজ সহোদর
বিষকুম্ভ পয়ঃ মুখ অতীব দুর্জ্জন ?

জয়সেন। জানি সব! কিন্তু কি হবে জানিয়া!
মহারাজ ভ্রাতৃ অন্ত প্রাণ!
একদিকে সর্ব্বস্ব তাঁহার
অন্যদিকে সহোদর ভাই।
আদেশ পালন ভৃত্য আমি
রাজা কিম্বা রাজার ভ্রাতার
ন্যায্যান্যায্য বিচারের শকতি কোথায়!

নর্ম্মদা। বিচারের আছে প্রয়োজন।
সেই দুষ্ট! মায়াবিদ্যাবলে
যাদুমন্ত্রে ভুলায়ে রাজায়
মৃগয়ার ছল করি গিয়েছে অরণ্যে।
ভ্রাতৃপ্রীতি দেখাতে উদার নৃপতি
উপেক্ষিয়া মম অনুনয়
সরল বিশ্বাসে গেল ভ্রাতার সংহতি।
কিন্তু—

জয়সেন। তারপর তারপর ?

কিন্তু বলি কেন মা নীরব ?
কেননা চোখের কোণে আসিল সলিল
কেননা হতাশে বহে তপ্ত দীর্ঘশ্বাস ?
বল বল কি হইল তারপর ?

নর্ম্মদা। তারপর কেমন একটা
সন্দেহ আসিল প্রাণে।
ডাকি অরিন্দমে দিলাম আদেশ
রক্ষিবারে অতর্কিত বিপন্ন রাজায়।
কিন্তু সন্ধ্যাগত কারও দেখা নাই !
এখন উপায় কি হবে বাবা জয় ?
তাই ডাকিয়াছি তোমা প্রয়োজন বুঝে
করিবারে রণ আয়োজন ?

জয়সেন। এই কথা !

নর্ম্মাদা। হাঁ এইকথা ! অগ্রাহ্য ক'রো না।
আমাদের সাধ্যায়ত্ত নহে কিছু এবে !
যা হবার হয়ে গেছে এখন ভাবনা,
অরিন্দম কেন না আসিছে।
তার মুখে শুনি কোন বিশস্ত সংবাদ
তবে পারি অন্যবিধ করিতে ব্যবস্থা।

জয়সেন। তবু মা নিশ্চিন্ত না থাকি
আদেশ পাইলে তব
নিশীথ সমর তরে
সৈন্যবৃন্দে করি সুসজ্জিত।

নর্ম্মদা। যাও তবে দিলাম আদেশ

সাজাও বাহিনী অচিরাৎ।
রাজ আজ্ঞা মনে কর নারীর বচন।
ভেবনা ভুলেও দুর্ব্বলা রমণী আমি
বীরপত্নী—বীরবালা—বীরাঙ্গনা ভবে!
পতি অপমান সতীর বক্ষেতে
শক্তিশেল সম বাজে সদা।
প্রতিশোধ লইতে তাহার
প্রতিহিংসা করিতে সাধন
শঠে শাঠ্য প্রতিফল করিব প্রদান।

[কাঁদিতে কাঁদিতে অরিন্দম আসিল]

অরিন্দম। মা মা। (রোদন)

নর্ম্মদা। কেন কেন কাঁদরে কুমার?
কি হয়েছে বল অকপটে।

অরিন্দম। অযোগ্য সন্তান তোমার,
মাতৃ আজ্ঞা পারেনি রক্ষিতে।
পারি নাই উদ্ধারিতে আপন জনকে!
বৃথা মাংসপিণ্ড দেহভার লয়ে
কাপুরুষ কুলাঙ্গার সম
ঘৃণিত বদনে পুনঃ আসিয়াছে তব সন্নিধানে।"
তন্ন তন্ন করি সমস্ত কানন খুজি
পেলাম না পিতার সন্ধান
শুনিলাম বন্দী তিনি কাকার কৌশলে।

নর্ম্মদা। কেঁদনা জীবনে ধিক্কার দিও না মাতৃ আজ্ঞা পালনে

অক্ষম ব'লে অনুতপ্ত হ'ও না। এখন সাজ যুদ্ধে চল রাজাকে উদ্ধার ক'রতে হবে। যেমন ক'রে হোক যে কোন প্রকারে পার এ কাজ করা চাই আমার আদেশ। যাও সত্বর প্রস্তুত হতে হবে।

অরিন্দম প্রস্তুত হয়েই আছি মা! আমার চির সমর সহচর সুশিক্ষিত শিশু সৈন্য সম্প্রদায় সঙ্গে সংগ্রাম করতে সর্ব্বদাইত প্রস্তুত আছি মা! এখন একবার বংশী ধ্বনি করে তাদের আহ্বান করা কর্ত্তব্য তারপরে অদ্ভুত বিক্রমে এই রাত্রিমধ্যেই তিব্বতে যাব।

(বংশীধ্বনি)

[বালক সৈন্য গণের প্রবেশ]

গীত।

বালকগণ। কেন এ নিশীথে সমর ডঙ্কা বাজিল গভীর গর্জ্জনে।
আবার কোথা কোন দুরাশয়, মজিল সুনীতি বর্জ্জনে॥
বাজাও দামামা বাজাও ভেরী বল সদা মুখে রাজার জয়
দেখাও সকলে রাজাজ্ঞা পাইলে, রাজপুত রণে দুর্জ্জয়
ক্ষত্রিয় বিজয় বাঞ্ছা যাদের কর তাদের বল ক্ষয়,
যেমন পশুদলে, করে বলিদান ঘাতক সকল তর্জ্জনে॥
নিজের প্রণের দরদ নাইকো রাজার কারণে দেহ দান
করেছি যতেক হিন্দু প্রজা, রাখিলে রাজার সম্মান,
ভারত ভরা, সুযশে ঘেরা আর্য্যের আছে প্রতিদান
পরের বিপদে মাথা পেতে দেয় জগতে সুযশ অর্জ্জনে॥

(জয়সেন ও অরিন্দম সহ প্রস্থান)

নর্ম্মদা। এখন আমি একবার বেশ ক'রে বেশভূষা ক'রে উগ্রচণ্ডা চামুণ্ডা মূর্ত্তিতে সাজিগে। এখন আমাকে চণ্ড মুণ্ড মুণ্ডচ্ছেদ কারিনী

রণচণ্ডী মূর্ত্তিতে— তাথৈ তাথৈ তাণ্ডবনর্ত্তনে মেদিনী কম্পমানা ক'রতে হবে। এখন নরবক্ষ বিদারিকা বাক্ষসীর মত—দানব দলনী দশভুজার মত—দলিতা ফনিনীব মত—কর্কশ বচনা কঠোরা ভীমা মূর্ত্তিতে রণ ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হ'তে হবে। রমণীব ঐশ্বর্য্য সম্পদ সম্বল ভবসা পতি আজ অকূল বিপদ সাগরে পড়েছেন—তাঁকে কূলে তুলতে হবে অকূলে ঝাঁপ দিতে হবে। মা ভৈরবী ভবানী ভীমা! যেন সতীর কৃপায় সতী আজ পতিকে রক্ষা করতে সমর্থা হয়।

(প্রস্থান)

অষ্টম দৃশ্য।

[পুত্তরাম আসিল]

পুত্তবাম। হাঃ হাঃ হাঃ কলে পড়েছে—কেঁদো ইঁদুব কলে পড়েছে বুনো বাঘ খাঁচায় ঢুকেছে হুমো বাঁদর শিকল পরেছে। বাহবা কি বাহবা এইবার একটা 'এস্পার ওস্পার লণ্ড ভণ্ড কাণ্ড বাধবে। চালাকী নয় বাবা বুনো রাজার ছেলেকে বাজে পোড়ান নয় এইবার চিত্তি চড়ক গাছ হয়ে উঠবে। বেয়াড়া জংলা জাতের বেতাগ রাগ ছুটাছুটীর শোধ তুলবে। কেমন হাতে পায়ে গয়না পরিয়ে বুড়ো ময়নাকে পিঁজরেয় পুরেছে কিবা বাহার রে যেন সোনার দাঁড়ে ভূষণ্ডী কাক। সেই হুম্‌দো গোদা মিন্‌সেটা যার জন্যে থেকে থেকে লড়াইয়ের খেয়াল শয়তানের মত রাজার ঘাড়ে

-চাপত সেই তিনি মশায় আজ বাঁধা প'ড়ে কারাগার আলো ক'রে কাঠা দেড়েক জমিন নিয়ে বসেছেন। যাক এইবার কিন্তু বাবা যুদ্ধ বিগ্রহের ব্যাপটায় অনেকটা নির্ভাবনা। ঐ কাটা কাটি মারামারির কাণ্ড গুলো দেখলে কি শুনলে আমার মুণ্ড ঘুরে যায় পেটের পীলে চুপ্‌সে আম্‌সী হয়ে যায় গায়ের তাজা রক্ত জল হয়ে বেরুতে থাকে। আরে বাবা! একে এই থস্‌থসে মানুষ তার উপর এই ধস্‌ধসে্‌ দশমেসে পেট, হাঁস ফাঁস করতেই মাস কাটে তা লড়াই ক'রব কখন? আর এককথা ঐ অভ্যেসটা জন্মাবধি তো আমার ধাতে সইলনা বাপু! আমার বাপ মা অনেক চেষ্টা ক'রে কোন রকম একখানা অস্ত্র আমার হাতে ধরাতে পারল না যেন জুজুর মত দেখতাম আর যদি যো সো ক'রে একবার ছুঁতাম, তো অমনি কম্প দিয়ে জ্বর—সে জ্বর—ব'লে জ্বর ভূতগত জ্বর পেত্নীগত জ্বর কালা জ্বর। বাধা পড়ল আবার কিছু দিন পরে যেমন একটু চাঙ্গা হয়ে উঠলাম ফের সেই ব্যাপার, যেমন তলয়ারের বাঁটে হাত অমনি পেট সেঁটে ধ'রে কুপোকাৎ—যায় যায় জোগাড় রোজা ডাক কব্‌রেজ ডাক ঔষুধের ব্যাপারে অষ্টরম্ভা কিং ভবিষ্যতি। তার পর বয়স কালে ঘরে বসে মাঝে মাঝে গিন্নীর সঙ্গে দু'এক প্যাঁচ কসরৎ আরম্ভ করেছিলাম তা সে মিশ্‌ খেলে না মেয়ে মরদে যুদ্ধ মিল হবে কেন! কাজেই আর যুদ্ধ শেখা হল না ইস্তফা পড়ল। এখন ঠেকায় পড়ে এই আজ্ঞে যে আজ্ঞের বস্তা খুলে সস্তাদরে রাজরাজড়াদের কাছে বিক্রী করছি মোসাহেবী খাতায় নাম লিখেছি। এতেও একটু পরিশ্রমের গুঁতো থাকলে এও সহ্য হ'ত না। বসে বসে মুখের বচন জোরে কেটে যাচ্ছে এক রকম ক'রে গোনা দিন কটা। এখন ধর্ম্মে ধর্ম্মে এমনি ধারা শেষ অবধি চললে বুঝতে পারি। আজীবন চাকরী ক'রেই দিন গেল—পদোন্নতি

হল না—যে দুই পা তাই থাকল—চতুষ্পদও হল না চতুষ্পাটীও দেখলাম না।

(সুযোধন আসিলেন)

সুযোধন। কিহে পুত্তরাম! নির্ম্মল চিত্তে, হাস্য প্রফুল্লিত বদনে একাকী নির্জ্জনে—আপন মনে কি বলছ হে? বলি সংসাদ শুভ তো? গৃহিণীর শারিরীক মানসিক কুশল ত?

পুত্তরাম। আজ্ঞে সে সব আজ কাল আপনার অনুগ্রহে দস্তুর মত সাফাই আছে। ধাতু গত কি মজ্জাগত কোনও ব্যাধিই নাই আর ঘটবার উপসর্গও মহাত্মার দয়ায় কেটে গিয়েছে। এখন সুখের ষোল আনা—স্ফুর্ত্তির অফুরন্ত ভাণ্ডার—আহ্লাদের হাট বাজার—মেলা সরাই।

সুযোধন। কি বলছ তুমি! কথার কোন একটা ভাবও নাই অর্থও নাই অথচ ভাষারও কোন পারিপাট্য নাই।

পুত্তরাম। কেমন ক'রে থাকবে বলুন। লোকে আহ্লাদে আট খানা হ'য়ে কাঠফাটা হয় আর আমি আমোদে আটাশ খানা হ'য়ে ফুটী ফাটা হয়েছি—ভাব টাব এখন সব ডাব হয়ে গেছে। বলিহারী মশায় আপনি বাহাদুর লোক, বেঁচে থাকুন—দীর্ঘজীবি হোন—আমার মাথায় যত চুল তত প্রেমাই বাড়ুক। খুব বাঁচিয়েছেন যা হোক। আপনার জয় জয় কার হোক।

সুযোধন। বলি আজ এত পরিবর্ত্তন কেন? আমি যে চিরদিনই তোমার অপছন্দ—চক্ষু শূল। তবে আজ এত আশীর্ব্বাদ—দীর্ঘ জীবনের আকাঙ্ক্ষা কেন? ব্যাপার কি বল দেখি শুনি!

পুত্তরাম। এই আপনি মশায় মস্ত ধড়িবাজ—খুব হুঁসিয়ার

চৌখোস লোক। আচ্ছা সাফাই চালাকীর উপর আপনার দাদাকে পাকড়া করেছেন যা হোক। ঐ বদমাইস বেটার জন্যই মাঝে মাঝে লড়াই বাধতো, সেখানে যেতে হলেই আমিও মৃত প্রায় গৃহিণীও বিধবা হতেন। সেই মহাদায়ের উদ্ধার কর্ত্তা আপনি, আপনার জয় হোক।

সুযোধন। আচ্ছা তাই না হয় হোক—তোমার মুখে ফুল চন্দন পড়ুক! এখন একটা কাজ ক'রতে হবে যে তোমাকে, পারবে?

পুত্তরাম। যুদ্ধ ছাড়া যা বলবেন তাই পারব। খুব পারব্—আলবৎ পারব—পারব বলে পারব—পারা কর্ত্তব্য।

সুযোধন। কারাগারে বন্দী রাজাকে খেতে দেবার ভারটা তোমায় নিতে হবে।

পুত্তরাম। আজ্ঞে এত নাম জাদা নাম জাদা লোক রাজ্যময় শূয়রের পালের মত ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে গরীবের উপর ও বিষয়ের নেক্ নজর কেন বলুন দেখি?

সুযোধন। কারণ আছে। এ কাজের উপযুক্ত ব্যক্তি তুমি, অন্যের দ্বারা সম্ভব পর নয় তাই স্বয়ং তোমার কাছে এসেছি।

পুত্তরাম। কারণটা টপ্ ক'রে খুলে ফেলুন শুনি তারপর আমিও চট্ ক'রে বুঝে ফেলে খপ্ ক'রে উত্তর দিয়ে দিই।

সুযোধন। কারণ এই। রাজা আমার দাদা হলেও তাঁর উপর হিংসাটা আমার অতিরিক্ত মাত্রায়, জানতো?

পুত্তরাম। বিলক্ষণ জানি। আর শুধু আপনি কেন মশায়! আজকাল রাজ রাজ্ড়া হ'তে গরিব দুঃখী পর্য্যন্ত ভাইয়ের উপর খড়্গ হস্ত ভাইয়ের উপর দাদ্ তোলা এটা হয়েই আসছে। তা কি সহোদর আর কি বৈমাত্র!

সুযোধন। যাক—এখন আমার যা উদ্দেশ্য বলি শোন!

পুত্তরাম। যে আজ্ঞে বলে যান—আমি কাণে শলা পাশ ক'রে উৎকর্ণ হয়ে শুনছি বলুন বলুন।

সুযোধন। রাজাকে খাওয়াবার জন্য তোমাদের রাজা যে সব ভাল ভাল খাদ্য দেবেন সে গুলি নিজে উদরসাৎ ক'রে কিছু কিছু দগ্ধ অন্ন তাকে খাওয়াতে হবে। মানে যেন আর কারাগার হতে ফিরতে না হয়, জীবনের শেষ যত শীঘ্র হবে ততই আমাদের মঙ্গল! বুঝেছ?

পুত্তরাম। বুঝলাম—তা—তা—তা।

সুযোধন। তা তা কেন—পারবে না?

পুত্তরাম। কেন পারব না—ভাল খাবার নিজে খেয়ে পরকে পোড়া ভাত খাওয়ান—এ আর বেশী কষ্ট কি?

তা পারব তবে—

সুযোধন। আবার তবে কি?

পুত্তরাম। মহারাজ জানতে পারলে যদি গর্দ্দান যায়।

সুযোধন। আমার গর্দ্দান থাকতে সে ভয় নাই।

পুত্তরাম। তাহলে পারব—তা দস্তুরী?

সুযোধন। কাজ হাঁসিল করতে পারলে অর্থাৎ দাদাকে সাবাড় ক'রে যমালয়ে পাঠাতে পারলে যখন আমি রাজা হব তখন মোটা পুরস্কার এবং উচ্চপদ তোমায় প্রদান ক'রব।

পুত্তরাম। গাছে কাঁঠাল দেখে শেয়ালের মত জিবে জল টানব? কবে আপনি রাজা হবেন তবে পুরস্কার?

সুযোধন। আহাহা! এখন ত রাজ ভোগ খেতে পাবে হে! সেটাতেও ত লাভ বই লোকসান নাই।

পুত্তরাম। তা নাই বটে। যেমন ক'রে হোক সংসার খরচ থেকে ত্রিশ দিনে পনর টাকা বেঁচে যাবে।

সুযোধন। তবে ঠিক থেকো—রাণী কিম্বা রাজা এসে জিজ্ঞাসা ক'রলে সাহস ক'রে তাদের মতে সায় দেবে। এখন আমি চল্লাম। দেখ—কাজ ভুলনা—পুরস্কার পাবে। প্রস্থান।

পুত্তরাম। এ একটা মন্দ কাজ হবে না। যেমন উচ্চপদ উচ্চপদ ক'রে ভাবছিলাম এও একটা তেমনি উপরি উপরি উপায়ের পথ হ'ল। যা হয়—শস্যঞ্চ গৃহ মাগতঃ।

(সুরমা আসিল)

সুরমা। পুত্তরাম—

পুত্তরাম। কেন রাণী মা?

সুরমা। একটা কাজ ক'রতে পারবে বাবা?

পুত্তরাম। কি কাজ মা?

সুরমা। খুব সংগোপনে—সতর্ক হয়ে—চাতুরীর উপর কাজ সারতে হবে। শপথ কর আমার মনের কথা কাউকে বলবে না।

পুত্তরাম। না—না—রাম—তাকি বলতে পারি মা।

সুরমা। দেখ আমার সুমেরু নাই তুমিই আমার পুত্র। তুমিই আমায় মা ব'লে ডাকবে তোমার মুখের মা বুলী শুনে আমি সুমেরুর শোক ভুলব।

পুত্তরাম। তা ডাকব—ডাকব কি, এই ডাকলাম। মা মা মা—

সুরমা। মা ব'লে ডাকিলি বাছা জুড়াল জীবন
সুমেরুর শোক কিছু ভুলিলাম বটে।
কিন্তু পুত্তরাম! মার চিত্ত পুত্রের বিরহে

কত যে কাতর হয়, জাননা তা তুমি,
জানে তারা,—পুত্রহারা অভাগী যাহারা
আমার সমান ভুক্ত ভোগী ভবে।
বাছা যে আমার বজ্রাঘাতে ত্যজেছে জীবন
কত জ্বালা পাইয়া পরাণে ;
ভুলিতে পারিনা তাহা প্রতিহিংসা বিনা।
যেমন আমার পুত্রে দিয়েছে যন্ত্রণা
তেমনি সে পাপীষ্ঠার পিতারে যদ্যপি
কষাঘাতে জর্জ্জরিত, ক্ষত বিক্ষতাঙ্গ
পারে কেহ করিবারে ;
তখন সে দৃশ্য নেহারি সানন্দে
পারি যদি ভুলিবারে কথঞ্চিৎ পুত্র শোক জ্বালা।
তাই—তাই বাপ অতি,
সঙ্গোপনে তোমার নিকটে আসা।
উপযুক্ত, বুদ্ধিমান, কার্য্যদক্ষ জ্ঞানে
এই ভার—মম পুত্র শোক ভার—
তোমার মায়ের চ'খের জল মুছাবার ভার
তোমাকেই করিব প্রদান।
পারিবে কি তুমি বাবা নৃশংস হৃদয়ে,
মম পুত্র নিধনের প্রতি শোধ নিতে
দুর্য্যোধনে কষাঘাতে করিতে ব্যথিত ?

পুত্তরাম। তা যখন আপনি মা—বিশেষ রাণী মা—তখন আপনার কথাটা ঠেলতে পারি না। কিন্তু কাজটা বড় শক্ত মা—বেজায় কঠিন।

সুরমা। যতই কঠিন হোক চিন্তা কি তোমার ;
আমি তব সহায় সতত।
প্রতি মাসে—এর জন্য—
পঞ্চাশত মুদ্রা দিব তোমা স্নেহ উপহার।
একাজ তোমাকেই হইবে করিতে,
পুত্র শোকাতুরা জননীর মরম বেদনা
তোমাকেই হইবে হরিতে ;
সুমেরু অভাবে—পুত্র সম
মাতৃ আজ্ঞা আজ হতে,
তোমাকেই হইবে পালিতে।

পুত্তরাম। তা পালন ক'রব মা। তবে একটা কথা রাজাকে খেতে দেবার ভারটাও ঐ সঙ্গে সঙ্গে আমার হাতেই দিতে হবে।

সুরমা। তাই হবে—এক এক করি
শতেক গণনা করি
কষাঘাত করিবে তাহারে
তার পর খেতে দেবে
এই দুই ভার ন্যস্ত আজ তোমার উপর।

পুত্তরাম। তা পারব মা—পারব। (নিজ মনে) পঞ্চাশ টাকা মাসে আয় বৃদ্ধি। একি সহজ কথা—রাতারাতি বড় মানুষ।

সুরমা। তবে ঠিক থেকো
বিচলিত হইও না কভু
চলিলাম আমি। (গমনোদ্যত বাধা দিয়া)

(নিয়তি আসিলেন)

গীত ।

নিয়তি । চলিতে চলিতে, এসেছ যখন, চলিতে চলিতে যেতে হবে।
কথা বলিতে বলিতে হাসিতে খেলিতে, ভবের রঙ্গ ফুরাইবে॥
কেন হিংসাদ্বেষ কেন পর পীড়ন,
(কেন) পুত্রশোক জ্বালায় জ্বল অকারণ ;
সর্ব্বভূতে কর, আত্মবৎ দরশন
মোহ কেটে ধাঁধার ভুল ভেঙ্গে যাবে॥
পরের অনিষ্ট করিলে সাধন,
নিজের ইষ্ট কভু হয় না বর্দ্ধন,
বাড়ে মন বেদন শেষে সার রোদন
যাবার দিনে কেবা কোথায় পড়ে রবে॥ (প্রস্থান)

সুরমা । দেখ বাবা ! এই পাগলীটার কোন কথা শুনে চমকে গিয়ে যেন কাজ ভুল না । প্রত্যহ এক শত বেত্রাঘাত নখাগ্র হতে মস্তক পর্য্যন্ত ভীষণ ক্ষত প্রস্তুত করতে হবে—সাবধান ।

(প্রস্থান)

পুত্তরাম । পড়্‌তা যখন পড়ে তখন এমনি দাঁওই জোটে রাজ সাহোদরের আদেশ রক্ষায় অর্থাৎ রাজাকে পোড়াভাত খাইয়ে দ্রুতগতি সাবাড় ক'রে দিতে পারলে আশাতীত পুরস্কার লাভ ; তারপর রাণীমাকে মা ডেকে এখন তাঁর কথার বশে হুকুমের গোলাম হয়ে থাকতে পারলে ভবিষ্যতে এ রাজ্যটা বোধ হয় আমার ভোগেই লেগে যাবে । দেখা যাক বরাত জোর কেমন ! এখন একবার

অনেকক্ষণ নাচ গান আমোদটা গুলজার হয়ে জমে যায়নি। দেখি কোথা সেই বাইজী দিদি মনিরা মজালুটছে, তারপর ভাগে ভাগ মিশিয়ে নেওয়া যাবে। (প্রস্থান)

নবম দৃশ্য।

সেনাপতি শিবির।

কাল গভীর রাত্রি!

(চিত্র হস্তে চিন্তিত জয়সেন আসিল।)

জয়সেন। এই পথে প্রথমে অশ্বারোহী সৈন্য চালাতে হবে তারপর এই পথে গজারোহী সৈন্য এই পাশ দিয়ে তীরন্দাজ গোলন্দাজ সৈন্য দুই দল চলবে। তারপর এই উত্তরদিকে রাজার প্রতিনিধি স্বরূপে অরিন্দম দক্ষিণে স্বয়ং আমি। বিপক্ষ সৈন্য ধনুকাকৃতি ব্যূহ রচনা ক'রলে এই ভাবে সৈন্য চালিয়ে, তাদেব মধ্যস্থলে প'ড়ে বিধ্বস্ত করে দিতে হবে। তারপর অন্যরূপ হ'লে পর্ব্বতেব দুই পার্শ্ব দিয়ে সৈন্য চালিয়ে তাদেব চেপে ধরে মধ্যস্থলে চেপে ধরে—পিবে ফেলতে হবে নতুবা জয়াশা অসম্ভব।

(শিবির বহির্ভাগে উৎকর্ণ সুযোধন)

সুযোধন (নিজমনে) হাঁ তাই! তোমাদেব জয়াশা এই বার সুনিশ্চয় অসম্ভব এবার তোমাদের জয়লক্ষ্মী চঞ্চলা নিশ্চয়—এবার তোমাদের ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী। যে মন্ত্রনা ক'রে যে উপায়ে সৈন্যসজ্জা বা সঞ্চালন করবে আমি তার প্রতিরোধক রূপে এসেছি সব জেনে

গিয়ে বিপরীত চাল চালব। ক্ষণাক্ষরে বুঝতে পারবে না বুঝতে অবসর পাবে না আমরাও অবকাশ দেব না। একদিন বড় দুর্ব্বাক্য বলেছ আমায়—মর্ম্মে মর্ম্মে গেথে রেখিছি সব। যে দিন এর উপযুক্ত প্রতিশোধ নিতে পারব সেই দিন সব আক্ষেপ বিদূরিত হবে নতুবা সব চুপ্।

জয়সেন। তারপর যদি শত্রুগণ আমাদের উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে অন্যরূপ প্রণালী অবলম্বন করে তাহলে—তাহলে (চিন্তা) হাঁ এই ওদের রাজাকে স্বয়ং আক্রমণ করব—অরিন্দম কেবলরামের প্রতিদ্বন্দ্বী বাস দুটো মুখ বন্ধ থাকল দুটো বল প্রতিহত রইল! বাকী একটা কথা সেই কর্ণ সিংহ যদি উন্মাদ ব্যাধি মুক্ত হয়ে থাকে তবে, সে, আর যদি রাজসহোদর সমরে আসেন তবে তিনি ; এই বীর দ্বয়কে সংহত রাখতে আমার সহকারী আর মা নিজে। এক্ষেত্রে জগত পটে একটা বিস্ময়কর নূতন দৃশ্যের অবতারনা করা যাবে ; রাণী মা যুদ্ধ করবেন তাঁর দেবরের সঙ্গে। সেই হীনবীর্য্যকে দেখাতে হবে যে তাদের কুল মহিলারা রাজ্য রক্ষায় কত শক্তি ধরে ; দেখাতে হবে সেই রাজপুত নাম ধারী কাপুরুষকে যে—আর্য্যকুলের কি উদ্ভাসিত মার্ত্তণ্ডতেজ আজ সে দীপা লোকে মিশিয়ে ব'সে আছে।

সুযোধন। (নিজমনে) তা দেখাও কিন্তু দেখছে কে! যে দেখবে সে যে আগে হতে শুনে রাখছে। এবার তাকে ঠকান একটু বাহাদুরীর আবশ্যক একটু বুদ্ধি খাটাবার প্রয়োজন ধীর পদে আরও নিকটে গিয়ে সব স্পষ্ট শুনতে হবে। (ধীর পদে গমন।

(শিবির মধ্যে নর্ম্মদা)

নর্ম্মদা। (নিজমনে) যেন শিবিরের পাশে একটা কি শব্দ হ'ল। বোধ হ'ল যেন বীর পাদবিক্ষেপে চোরের মত নিঃশব্দে একটা লে

চলে গেল। তবে কি শত্রুরা আমাদের গুপ্ত মন্ত্রনা জানতে এসেছে? সম্ভব তাই নতুবা এত রাত্রে কার প্রয়োজন! যাই হোক বহির্ভাগে একটু সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হচ্ছে। (বাহিরে গমন)

জয়সেন। (নিজমনে) যদি তারা চক্রব্যূহ নির্ম্মাণ করে কিম্বা খণ্ড যুদ্ধে রত হয় তাহলে অভিমন্যু মত ব্যূহ ভেদ করে কুরুসৈন্য এ হীনবল অনার্য্য দলকে দলন ক'রব।

সুযোধন। সব যুক্তির শেষ এইখানে। এইবার পথ দেখে সরতে হয়েছে। বউদিদি আমাব বড় চতুরা রমনী, সে জানতে পারলে জীবনে ব্যঘাত পড়বে এইবার কার্য্যশেষ।(পলায়ন উদ্যত ও নর্ম্মদা কর্ত্তৃক ধৃত)

নর্ম্মদা। (ধরিয়াই) কে রে তুই গুপ্তচর! সেনাপতি শিবিরের পার্শ্বে দাঁড়িয়ে নিঃশব্দে কি শুনছিসরে? চাতুরী দেখাতে এসেছিস কোথায় বন্যবর্ব্বর? যেখানে নর্ম্মদা রাণী নেতৃত্ব গ্রহণ করে সেখানে আসা আর ইচ্ছা ক'রে মৃত্যুকে কোল দেওয়া যে সমান কথা রে।

সুযোধন (বিকৃত নাকি সুরে) দোঁহাই মা! আমায় ছেঁড়ে দাও মা! আমি দূঁত মা।

নর্ম্মদা। তুই দূত অবশ্য অবধ্য কিন্তু তোকে ছাড়ব না। যতদিন না যুদ্ধ শেষ হয় ততদিন তোরে শিবিরে বন্দী করে রাখব।

সুযোধন। (নাকিসুরে) আমি কোঁন বঁথা শুঁনতে পাইনি মা। যেঁমন এঁসেছি তেঁমনি তুঁমি ধঁরেছ মা! ওঁ বাঁপ্ কি শক্তি ঘাঁড় ভেঁজে যাঁবার জোঁগাড় হঁল! দোঁহাই মাঁ ছেঁড়ে দাঁও মা মঁশা গেঁরে লাঁভ কিঁ গা!

নর্ম্মদা! তাই বটে দূর হ পশু! সাবধান এমন কাজ যেন আর কখনও করিস না (ত্যাগ)

সুযোধন। (নিজমনে) আঃ বাঁচা গেল! যেন উগ্রচণ্ডীর মাগতুতো ভগ্নি এখন পালিয়ে বাঁচি বাবা! (পলায়ন)

নর্ম্মদা। (শিবিরে যাইয়া) জয় যুদ্ধের আয়োজন সব ঠিক?

জয়সেন। সমস্ত প্রস্তুত মা।

নর্ম্মদা। পদাতিক সৈন্যগণকে ন্যায় ও ধর্ম্ম যুদ্ধের আদেশ প্রদান করেছ?

জয়সেন। শুধু পদাতি কেন মা! যাবতীয় সামন্তকে বলা হয়েছে ধর্ম্মতঃ ক্ষত্রিয়ের মত যুদ্ধ ক'রবে। প্রতারণার আশ্রয় নিয়ে প্রাণ বাঁচাবে না বরং প্রাণ দেবে। পলায়িত, ভীত, শরণাগত ব্যক্তিকে আক্রমণ করবে না এবং কোন অশুভ দর্শনে যুদ্ধ স্থগিত রেখে ইষ্ট নাম শ্রবণ ক'রতে ক'রতে স্বর্গে যাবে।

নর্ম্মদা। তুমি কি এখন কোন মন্ত্রণা ক'রছিলে জয়?

জয়সেন। করছিলাম।

নর্ম্মদা। সে সব বোধ হয় ব্যর্থ হয়েছে। একটা গুপ্তচর এসে সব শুনে গেছে, আমি তাকে ধরেছিলুম কিন্তু অবধ্য দূত বলে অবহেলায় পরিত্যাগ ক'রেছি।

জয়সেন। তাকে বন্দী করে রাখাই উচিত ছিল মা!

নর্ম্মদা। ভেবেছিলুম তাই কিন্তু তার কাতর অনুনয়ে তাকে একটা অসার দুর্ব্বল বোধে পরিত্যাগ করেছি।

জয়সেন। যতই দুর্ব্বল হোক তবুত সে শত্রু মা! শত্রুকে দুর্ব্বল ভাবা যুদ্ধনীতির বিরুদ্ধ আচরণ। যাক গত বিষয়ের অনুশোচনায় আবশ্যক নাই। এখন আপনি বিশ্রাম করুন গে প্রত্যুষেই যদি সমরারম্ভ হয় তাহলে আপনাকে সৈন্যাধ্যক্ষতাগ্রহণ করতে হবে আর রাজসহোদরের গতি রোধ করবেন আপনি।

নর্ম্মদা। তাই হবে আমার জন্য কোন ভাবনা নাই। কিন্তু দেখ তোমরা যেন হাল ছেড়ে দিয়ে বসে থেক না মনে রেখো প্রাণের চেয়ে মানের মূল্য অনেক বেশী।

জয়সেন। এইবার আমিও একটু বিশ্রাম করি। (শয়ন)

(তন্দ্রার আগমন)

গীত।

তন্দ্রা। ঘুমাও শ্রান্ত শান্তিময়ী নিদ্রার কোলে শুইয়া।
তন্দ্রা বশে নিয়তি আদেশে পরিণাম দেখ চাহিয়া॥
সাঙ্গ ভব রঙ্গ লীলা নিজ দেশে যেতে হবে,
সাজরে সাধক নবীন সাজে নবীন শান্তি অনুভবে,
ছিলে অভিশপ্ত, হলে পাপমুক্ত
এতদিনে কর্ম্ম গিয়েছে কাটিয়া॥

[প্রস্থান।

জয়সেন। নীরব নিস্তব্ধ বিশ্ব!
মাঝে মাঝে পাপিয়া ঝঙ্কার, আর ঝিল্লীরব
ঝিঁ ঝিঁ শব্দ করিছে চৌদিকে,
পুণ্যতোয়া তটিনী দুইটী
শুভ্র পর্ব্বত গাত্র বিধৌত করিয়া
নীল জলে শুভ্র ফেনা তুলি
বিক্ষেপিয়া বীচিমালা, চলিয়াছে সাগর সঙ্গমে।
কুলু কুলু প্রবাহিনী স্রোতস্বিনী দুটী
কি সৌন্দর্য্য করেছে ধারণ।

শান্তিময় স্থান হেন দেখিনি নয়নে,
দুই পার্শ্বে নানাজাতি তরুরাজি কত
কত ভাবে রয়েছে সজ্জিত
কত গুল্ম লতা কত সুগন্ধি কুসুম
শৈল অঙ্গে উত্থিত উপরে ।
কত জাতি ফুল ফুটে করে শোভাময়
পবন সুবাস তার বহিয়া বেড়ায়,
চিত্ত বিনোদন—দৃশ্য মনরম
তরঙ্গিণী দুটী—কি নামে বিখ্যাত ভুবনে ? (নিদ্রা)
(সচকিতে) অ্যাঁ—নর্ম্মদা ওঘোবতী নাম !
তারা কেন কোন্ দুঃখে জলময়ী হবে ?
তারা যে মানব কুলে আর্য্য কুলাঙ্গনা !
কি বলিলে,—রাজা দুর্য্যোধন
ব্রহ্মা বরে সকন্যা সস্ত্রীক
এইরূপে মুক্তিলাভ করিবে মহীতে ?
ভাল তাই যদি হয়—পরিণামে মন্দ গতি নয়,
কিন্তু আমাদের ? (নিদ্রা)
সম্মুখে বিস্তৃত ক্ষেত্র, থরে থরে সজ্জিত সৈনিক,
এ যে কোন রণস্থল !
ঐ যে ঐ যে কত ছিন্ন হস্ত পদ
রক্তনদে যেতেছে ভাসিয়া ;
ঐ কার ছিন্ন মুণ্ড প্লাবিত রুধিরে
বায়স চঞ্চুতে চক্ষু খেতেছে উপাড়ি ।
কার শির ঐ ? যেন চেনা মুখ মনে হয়—

হাঁ হাঁ তাইত—তাইত !
ওযে যুবরাজ অবির মস্তক !
অরিন্দম ! ভাই আমার !
গেলে আজ দাদারে ছাড়িয়া—
যুদ্ধে মৃত্যু হ'ল তব সম মাতৃভক্ত নবীন যুবার ?
ঐ—ঐ—পুনঃ এক দেহ !
ছিন্ন নাসা—চক্ষু কর্ণ হীন,
তরঙ্গে তরঙ্গে যেতেছে নাচিয়া—
ও কে ? অাঁ।—আমি
তবে এখানে এ কে ?
ঐ চিতানল জ্বলিল ভীষণ—
তার মাঝে নিক্ষেপিবে মোরে !
না—না—দিওনা—দিওনা ফেলে
বহ্নি শিখা মাঝে
মরি নাই জীবন্ত যে আমি। (ক্ষণপরে)
আবত কিছুই নাই !
কোথায় শ্মশান—কোথা বা সে রণস্থল
এযে শান্তির আলয় !
সুসজ্জিত সুন্দর প্রকোষ্ঠে—সুন্দরী ললনা কত :
হাব ভাবে ভুলাইছে সুন্দর যুবকে ।
ঐ যেন আসে এক বালা আমার নিকটে
ও কি ! ও কি ! ও যে বিকৃত বদনা
হ্রস্বকেশী বিকট দশনা
কৃষ্ণবর্ণা বিধবা রমণী

আসিতেছে আলিঙ্গিতে মোরে!
একি একি দুর্দ্দৈব! একি বিড়ম্বনা—
সরে যাও প্রগল্‌ভা রমণী। হাঃ হাঃ হাঃ (নিদ্রান্তে)
উঃ নিদ্রাঘোরে স্বপন বিকার, একি প্রহেলিকা!
কেন এ ভীষণ দৃশ্য হেরিনু তন্দ্রায়?
তবে কি এ ভবিষ্যৎ চিত্র—
অলক্ষ্যে নিয়তি দেবী ধরিল স্বপনে?
দূর হোক—গোবিন্দ গোবিন্দ বল।
এইত প্রভাত কাল—যাই এবে সৈন্য সমাবেশে।

(গমনোদ্যত)

(অরিন্দম আসিল)

অরিন্দম। জয় দাদা!

জয়সেন। কেন অরি!

অরিন্দম। যামিনী প্রভাতা প্রায়
উষার বিকাশে নবোদিত ভানু সমাগমে
সমর আরম্ভ হবে মাতার আদেশ।
সময় থাকিতে হবে প্রস্তুত হইতে
এসেছি ডাকিতে তাই তোমায় এখন।

জয়সেন। অরিন্দম! সমরের প্রধান সহায় তুমি মোর!
কহ শুনি ভাই রণ পরিণাম
কিবা তব হয় অনুমান?

অরিন্দম। অনুমান—অনুভূতি মনের কল্পনা
আশা শূন্য কেমন কেমন!

তবু দাদা ! তা বলে তো নাহি অব্যাহতি ।
ক্ষত্রবীর কাপুরুষ সম, কি হবে পশ্চাতে এই চিন্তা লয়ে
ক্ষান্ত হবে রণে,
কলঙ্ক রটিবে বিশ্বে ।
তার চেয়ে প্রাণ যাক,
লেখা থাক ভারতের ইতিহাস মাঝে
ক্ষত্রিয়ের জলন্ত গৌরব ।

জয়সেন । তাই বটে !
চল ভাই যাই তবে ঝাঁপ দিতে কালসিন্ধু নীরে ।
বোধ হয় আর দেখা না হতেও পারে—
এই দেখা ইহকালে বুঝি শেষ দেখা
পুনরায় পরলোকে মিলিব আবার ।

[উভয়ের প্রস্থান ।

(গীতকণ্ঠে কাঞ্চিলাল আসিলেন)

কাঞ্চিলাল ।

গীত ।

সাজান সাধের বাগানখানি ফলে ফুলে মূলে শুকাবে হায় ।
এমনি ধারা, জগত ধারা, হাসির পর কান্না দেখা যায় ॥
পূণ্য কীর্ত্তি ভারত হইতে একেবারে হবে লুপ্ত
পাতক প্রবল পীড়িতা পৃথ্বী রবে কিছুকাল সুপ্ত—
ক্ষাত্র শক্তি হবে না দীপ্ত নিবে যাবে হতে গুপ্ত,
ক্ষিপ্ত প্রায় বীরগাথা সমাপ্ত হইবে এ ধরায়
পদের পাদুকা উঠিবে শিরে উচ্চ লুটিবে নীচের পায় ॥

বিপ্র হারাবে ব্রহ্মশক্তি, মুক্তা ভ্রমেতে মাগিবে শুক্তি (ভ্রমেতে)
পরমার্থ ভুলি অর্থ লোভে দাসত্বে পাবে না মুক্তি
অন্নাভাবে শীর্ণ অঙ্গ জীর্ণ অঙ্গ শূন্য শকতি
হবে ভক্তিহীন জীব অন্যায় বহিবে পাপের প্রবল বায়
জগত জুড়ে কাঁদবে [illegible] হতোস্মি হায়রে হায়॥ [প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

স্থান—কারাগার।

কাল—মধ্যাহ্ন।

(প্রহরী আসিয়া শৃঙ্খলাবদ্ধ দুর্য্যোধনকে রাখিয়া গেল)

দুর্য্যোধন। চন্দ্র সূর্য্য বোধ হয় আর আকাশে ওঠে না, এখন বোধ হয় আর দিন রাত হয় না। বোধ হয় মানুষ গুলোকেও এখন আর কোন কাজ করতে হয় না কেবল ঘুমিয়ে কাল কাটায়! নইলে এই কারাগারে আছি এখানে একটুকুও আলোক রশ্মি দেখতে পাই না কেন? যেন সর্ব্বক্ষণই একটা কি বিকট ঘোরাল আঁধারে ডুবে আছি। আনন্দ, শান্তি, সুখ, তৃপ্তি, ভোগ, বিলাস, বাসনা—স্পৃহা সব যেন আমার কাছ হতে কোন্ দূর দেশে লুকিয়ে পড়েছে। মৃত্তিকায় শয়ন করে—দগ্ধ অন্ন ভোজন ক'রে—নিদারুণ মর্ম্মভেদী বেত্রাঘাতের নির্ম্মম যাতনা অক্লেশে সহ্য ক'রে দিনের পর দিন পরিবর্ত্তন—দণ্ডে দণ্ডে যার অস্থায়িত্ব—মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে যা ক্ষণভঙ্গুর হায়! আমি যদি রাজা না হয়ে কোন দরিদ্র গৃহস্থ হতাম তাহলে ত বোধ হয় এ দুর্দ্দশা ভোগ করতে হ'ত না। কুটীরে বাস ক'রে শাকান্ন ভোজনে—সুখে কাল কাটত—এখন যে এই যন্ত্রণাময় জীবন ভার বহন

বড় কষ্ট কর হয়ে উঠেছে। হরি! মুক্তি দাতা! জ্যোতির্ম্ময় মহান তুমি যে সর্ব্বদর্শী সর্ব্বব্যাপী সূক্ষ্ম বিচারক! তবে দয়াময়! দাসের এমন কি কঠোর দূরিত সঞ্চয় ছিল যার প্রতি ফলে জীবন্তে নরক জ্বালায় জ্বলছি। দয়াময়! দয়া করে দুর্য্যোধনের পাপ জীবনের অবসান কর অভাগাকে মুক্ত কর—আর সহ্য হয় না।

(পুত্তরাম আসিল, বেত্র ও খাদ্য লইয়া)

পুত্তরাম। এইত বাবা কয়েদীর আড্ডায় পৌছেছি! বাইরে প্রহরী বেটারা পাহারা দিচ্ছে—এখানে এখন আমি একা! এই যে থালাভরা উত্তম উত্তম রাজভোগ—এ সব আমাদের মহারাজা ঐ কয়েদী রাজাকে খেতে দিয়েছেন কিন্তু বাবা এই সব সুখাদ্য শর্ম্মা-রামের জঠর জোড়া ক'রে—পোড়া ভাতে কয়েদী রাজার পিত্তি রক্ষে হয়। এখন আর বেশী বিলম্ব না ক'রে—টপাটপ্ ক্ষিপ্রহস্তে ক্ষিপ্র-বদনে উদরসাৎ ক'রে একটু শক্তি বাড়িয়ে নেওয়া যাক, তারপর এই লক্‌লকে বেতে সপ্‌সপে প্রহার গ'ণে একশ ঘা মারতে হবে। পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত ঝর ঝর করে রক্ত পড়বে—চখের জলে বুক ভেসে যাবে তখন এই পোড়াভাত এই থালায় সাজিয়ে সাম্‌নে ধরে দেব—কাঁদবে আর পেটের জ্বালায় তাই খাবে—তাও পেট ভ'রে পাবে না! এই ত চাই—শত্রুকে মারার চেয়ে দগ্ধে দগ্ধে যাতনা দেওয়াই ঠিক! এখন এখানে কেউ নাই ত? তবে জয় জনার্দ্দিন ব'লে লাগান যাক, এস রসগোল্লা মহাশয়! স্বজাতি বড় কুটুম্ব লেডিগেনী লেংচা সহ পুত্তরামের পেটের ভিতর গিয়ে প্রশান্ত ভাব ধারণ কর। (খাওয়া) ক্ষীর সর নবনী যা কিছু আছ সব এস আমার উদরে। (ভোজন) বাস—সব সাবাড়—এক তিল পড়ে

বড় আদরের—বড় যত্নের—পরিত্যাগের নয়। কোথায় রাজভোগ কোথায় পোড়া ভাত। হা অদৃষ্ট।

(প্রহরী আসিল)

প্রহরী। চল ভিতর গারদে। সম্মুখটা পরিষ্কার করতে হবে।

দুর্য্যোধন। চল চল—খুব পচা জায়গায় নিয়ে চল—যেন দম বন্ধ হয়ে মরতে পারি। হরি তোমার মনে এই ছিল ?

(দুর্য্যোধনকে লইয়া প্রস্থান)

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

রণস্থল।

সুখনন। কেন বীর! অকারণ এই পরিশ্রম?

জয়সেন। নহে অকারণ রাজা!
ক্ষত্রিয়ের সমর স্বধর্ম্মে
প্রাণ গেলে মহাপুণ্য লাভ।
কিন্তু পৃষ্ঠ ভঙ্গ দিলে
কিম্বা পরাভূত হলে
জীবনান্তে অনন্ত নরকে বাস—
বিধাতৃ বিধান।
তাই আজ স্থির কবি আসিয়াছি রণে
হয় মারিব সবলে তোমা
নয় মরিব সকলে।

সুখনন। সে বাসনা নিশার স্বপণ সম নিতান্ত অলীক
ভাগ্যলিপি অনার্য্যের ফিরেছে এবাব।
সুপ্রসন্ন অদৃষ্ট দেবতা
সানুকুল দৈব তাহাদের
তাই আজ যথা কালে,
ঈশ্বর ইচ্ছায়—

বাধিল এ কাল রণ।
স্বেচ্ছায় তাই রাজ সহোদর
স্বীয় স্বাধীনতা শত্রু করে করিল বিক্রয়।
রাজারে যখন বন্দী করেছি কৌশলে
তখনিতো মূলচ্ছেদ হয়েছে সবার।
তবে কেন অনর্থক
ছিন্ন তরু শিরে ঢালিছ সলিল?
হয় সন্ধি কর—নয় প্রাণ নিয়ে দেশে ফিরে যাও
কিম্বা মৃত্যুপুরে করগে বিশ্রাম।

জয়সেন। তাই যাব রাজা—তাই যাব
তবু রণ ছাড়ি নিশ্চিন্ত না রব!
অবশ্য মরিব যাইব স্বরগে,
রহিবে পুণ্যের গাঁথা বঙ্গ চিত্রপটে।

সুখনন। উত্তম—
এস তবে আহবে আবার।

[যুদ্ধ করিতে করিতে প্রস্থান।

(অন্য দিক দিয়া সুযোধন সহ যুদ্ধোন্মত্তা নর্ম্মদা আসিলেন)

নর্ম্মদা। কাপুরুষ! হীনবীর্য্য! প্রলুব্ধ! তস্কর!
এত কলুষিত প্রাণখানা তোর
কৃত্রিম ভ্রাতৃ মমতা দেখায়ে রাজায়
মুগ্ধ করি, ছলে তাঁরে
শত্রু হস্তে সঁপে,
রেখেছিস ভালরূপে ভ্রাতার মহিমা

ছি ছি ছি—দস্যুবৃত্তি নাহি করি,
বল্‌তিস যদি জ্যেষ্ঠ সহোদরে
প্রতিষ্ঠানপতি হতে পারিতিস তুই।
এখন উচ্ছিষ্ট প্রসাদ প্রার্থী কুকুরের মত
বন্য জাতি পদলেহী হয়ে
কি সুখ পেতেছ বর্ব্বর ?
দূর দূর ক্ষত্রিয় কলঙ্ক
ধিক ধিক ঘোর অধার্ম্মিক
ছি ছি অলক্ষণ !
দেখিলে প্রভাতে তোর ঐ পাপ মুখ
কুদিন উদয় হয়—এত ঘৃণ্য তুই।

সুযোধন। জাঁহাবাজী চলিবে না হেথা
খাড়া ধরি নারী হয়ে পুরুষের কাজে
অগ্রসর হয়েছ যখন—
শাস্তি তার পাবে সমুচিত।
কুলাঙ্গনা কুল হতে স্বেচ্ছায় যখন
আসিয়াছ বাহিরে সুদূরে
তখন—
কোমল অঙ্গেতে তব না করি আঘাত
কৌশলে বাঁধিয়া—
কর্ণ সিংহে দিব উপহার
উন্মাদ ব্যাধি বিমুক্ত করিতে বান্ধবে।

নর্ম্মদা। বান্ধবে ব্যাধি বিমুক্ত করিবার তরে
ধরে দেবে তার করে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃজায়া

বান্ধব কি ভাই চেয়ে এত আপনার ?
ছিলে তুমি রাজকুমার রাজার অনুজ
চক্র চক্রে ঘুরে মর কেবল বিপথে,
শোন কথা আমি তব মাতৃরূপা,
পালহ আদেশ মম
এখনও সময় আছে হও সাবধান
দন্তে তৃণ ধরি পুত্রের মতন
ক্ষমা চাও আমার নিকটে
রাজারে উদ্ধার করি
দেখাও ভ্রাতার গৌরব।

সুযোধন। যাক যাক! বাচালতা পরিহরি
অসিধরি এস রণে
দেবরের সঙ্গে সুখে করিতে সংগ্রাম।

নর্ম্মদা। তোর মত কুলের কণ্টক
দেবর যার
মৃত্যু তার শ্রেয় শতবার
কিম্বা সেই দেবরের নাম লোপ করা।

সুযোধন। তাই এস—হয় মর—
নয় মার মোরে। (যুদ্ধ করিতে করিতে প্রস্থান)

(কাঞ্জিলাল আসিলেন)

গীত।

কাঞ্জিলাল। আবার জগতে জ্বলিল পাপের অনল।
পূণ্য বংশ ধ্বংস হয়ে কলুষ রাশি হইল প্রবল॥

সহে না পৃথিবী এত পাপ ভার,
সহে না কমলা হেন ব্যাভিচার,
সহে না ধর্ম্মে এত অত্যাচার
সে যে দর্পণের মত নিরমল ॥
পাপের ধূনী বিশ্ব ব্যাপিয়া
দাউ দাউ রবে উঠেছে জ্বলিয়া
পূণ্য বিমল সুরভি দহিয়া
সুধা বিনিময়ে উঠিল গরল ॥

(প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য।

(তিব্বত—রণস্থল)

(রণরঙ্গিণী বেশে সুরমা)

সুরমা। হাঃ হাঃ হাঃ! রক্ত চাই রক্ত চাই। আমার সুমেরু যেমন আমার ছেড়ে গেছে—পুত্রশোক রেখা বুক হতে মুছে ফেলতে পারছি না। তেমনি—তেমনি ক'রে আজ সেই শয়তানীকে কাঁদাব। যার জন্য আমার ছেলে মরেছে—সেই ডাকিনীর মা রাক্ষসীটাকে ঠিক আমার মত কাঁদাব। সেই হতভাগীর ছেলেটা যুদ্ধে এসেছে। তাকে খুন ক'রব—তার রক্ত গায়ে মেখে ছেলে মরার শোক ভুলব। (হাঃ হাঃ হাঃ)।

(নর্ম্মদা রণবেশে আসিলেন)

নর্ম্মদা। কে তুমি বামা অট্ট অট্ট হাসে—তাণ্ডব নর্ত্তনে—দিগ্বাণ্ডল

প্রকম্পিত ক'রে—রণ চণ্ডী ,উগ্রচণ্ডা মূর্ত্তিতে ঘুরে বেড়াচ্ছ? তোমার উদ্দেশ্য কি?

সুরমা। উদ্দেশ্য খুব গভীর—তুই কি বুঝবি? মনে নাই একদিন আমার বুকখানা ভেঙ্গে চুরমার ক'রে দিয়েছিস মনে নাই—আমার মা বলা ধন তোর মেয়ের জন্য প্রাণ হারিয়েছে—মনে নাই আমার কোলের ছেলেটাকে নৃশংস ভাবে মেরে ফেলেছিস? আজ তার প্রতিশোধ নোব—তোর ছেলেকে কাটব—তার রক্ত নিয়ে গায়ে মাখব। (হাঃ হাঃ হাঃ)।

নর্ম্মদা। এত আশা বুকে ধর রমণী—এত দম্ভ প্রাণে রাখ বামা—এত সাহস তোমার আছে অনার্য্য বনিতা? ক্ষত্রিয় শিশুকে তুমি কাটবে—তার রক্ত নিয়ে গায়ে মাখবে—তার মা নর্ম্মদা রাজপুত্‌নী বেঁচে থাকতে? ও আশা ভুলে যা—ও ধারণা মুছে ফেল—ও কামনা পুড়িয়ে দে।

সুরমা। কেন তুই বাধা দিবি নাকি?

নর্ম্মদা। দেখছিস না—নর্ম্মদা আজ খড়্গধারিণী উন্মুক্ত কুন্তলা—রণরঙ্গিণী। যার পতি কারাগারে—পুত্র সমরে—সে নারী ক্ষত্রিয় হ'লে যাকে দেখবে—বাধা দেবে বই কি?

সুরমা। বেশ—ভাল—উত্তম। মা বেটার রক্ত এক সঙ্গে মাখব। হাঃ হাঃ হাঃ।

নর্ম্মদা। দেখ কে কার—রক্ত মাখে। (যুদ্ধ) মা রণচণ্ডী—চণ্ডমুণ্ডঘাতিনী—নৃমুণ্ডমালিনী—বল দে মা—সাহস দে মা—ভরসা দে মা।

(উভয়ের প্রস্থান)

(অরিন্দম আসিল)

অরিন্দম। আবার তুমুল যুদ্ধ বাধিল সহসা
আবার জীবন যজ্ঞ আরম্ভ হইল
আবার বীরের প্রাণ ধ্বংস হবে কত।
আমারি কারণে এই অনর্থ সূচনা!
আমি যদি ক্ষিপ্রগতি গিয়ে সেই দিন
পারিতাম পিতৃদেবে করিতে উদ্ধার
তা হলে ত এ সঙ্ঘর্ষ ঘটিত না আর।
পিতার কারণে পুনঃ এই কাটাকাটি—
পিতা কারাগারে তাই এমন অনর্থ—
পিতার উদ্ধার কল্পে যুদ্ধের ঘোষণা।
পিতা বন্দী কারাগারে, মাতা যুদ্ধে যার
পুত্র নামে কিবা লাভ—কিবা স্বার্থ তায়
ধিক মোরে বৃথা জন্ম রাজপুত নামে।

(পুনঃ নর্ম্মদা আসিলেন)

নর্ম্মদা। পুত্র—

অরিন্দম। কেন মা!

নর্ম্মদা। অনর্থক এই স্থানে একাকী দাঁড়ায়ে
কি চিন্তা করিছ অজ্ঞান?
দেখিছ না কি এক সর্ব্বনাশ—
আসিছে গ্রাসিতে আজ ক্ষত্রিয় নিকরে
ভাবিছ কি একবার পিতা তব রাজ্যেশ্বর—

বদ্ধ আছে কঠিন শৃঙ্খলে
অনার্য্যের কারাগার মাঝে ?
বুঝিছ না কি মহান কর্ত্তব্য রয়েছে সম্মুখে।
পার যদি পুত্র বীর ব'লে দিতে পরিচয়
চাও যদি রে কুমার !
ক্ষত্রিয়ের শূরত্ব দেখাতে,—
হ'ন যদি জয়লক্ষ্মী সহায় তোমার
তবেত জানিও অরি মঙ্গল সবার,—
তা না হলে ক্ষত্রিয়ের বীরত্ব গৌরব
এই সঙ্গে—
রসাতলে ডুবে যাবে সব।

অরিন্দম। মা—

নর্ম্মদা। মা ব'লে এখন আর মমতা বাড়ান
ক্ষত্র কুমারের নহে ত উচিত ?

অরিন্দম। কি ক'রতে হবে—বল মা ?

নর্ম্মদা। প্রতিজ্ঞা ভুল না—
কর্ত্তব্য ছেড় না—
মিনতি কাহার কাণেতে শুন না।
চেপে—পড়—শত্রু সৈন্য দলে
মার মার মহা উচ্চরোলে।
পার যদি জিনিতে সমর
পার যদি উদ্ধারিতে আপন জনকে
পার যদি দেশের মুখ উজ্জ্বল করিতে —
তবে পুনঃ পুত্র স্নেহ বশে

কোলে তুলে করিব আদর
তা না হলে এই—অবসান।
মনে বে'খ প্রাণ দান কিম্বা রণজয়
এ দুয়ের যে কোনটা হইবে সাধিতে।

অরিন্দম। শিরোধার্য্য জননী—আদেশ—
দিব প্রাণ—বিসর্জ্জন
না হয় জিনিব সমর,
এ প্রতিজ্ঞা হবে না অন্যথা।
তব পুত্র অরিন্দম ক্ষত্রিয় কুমার
তব পুত্র সুশিক্ষিত—বীর নামে খ্যাত—
তব পুত্র সুমহান আর্য্য বংশ জাত।

নর্ম্মদা। এই ত চাইরে এখন।
পিতা তব—প্রজার জনক
রাজ রাজেশ্বর হ'য়ে
অনার্য্যের কারা গৃহে
মশক দংশনে
কত কষ্টে যাপিছে জীবন
ভাব সেই কথা—আর যুদ্ধ কর বাছা।
আর যদি পাও দেখিবারে
কুচক্রী খুল্লতাতে তব
দেখাইয়া দিও বাপ মোরে।
দানব দলনী দুর্গা দানব নিধনে
যেইরূপ উগ্রমূর্ত্তি করিয়া ধারণ—
আমিও তেমতি—

গৃহশত্রু ঘরভেদী বিষকুম্ভ
পয়মুখ, সেই পাপীষ্ঠের
বক্ষে বসি চক্ষুতারা দিব উপাড়িয়া।
খণ্ড খণ্ড করি তার
পাপময় দেহ
নিক্ষেপিব সমুদ্র সলিলে
কুম্ভীর কর্কট মুখে।
তবেত সকল জ্বালা হইবে নিঃশেষ।
আসি তবে পুত্র
প্রতিজ্ঞা ভুল না।

অরিন্দম। না মা! এ প্রতিজ্ঞা ভুলিবার নহে—
মাতার অনুজ্ঞা, আর পিতার উদ্ধার
প্রাণ পাত যুদ্ধ করা ভুলিব না কভু।

নর্ম্মদা। পুনঃ বলি প্রাণাধিক খুব সাবধান
প্রাণ দান কিম্বা যুদ্ধ জয়—
এ দুয়ের যে কোন একটা
জীবনের কর্ত্তব্য তোমার।
পৃষ্ঠ প্রদর্শন ক'রনা শত্রুরে
এই মাত্র শেষ অনুরোধ। [প্রস্থান।

অরিন্দম। বারম্বার জননী
আদেশিলেন প্রাণ দিতে মোরে।
তাই দেব—প্রাণ দেব মৃত্যুর কবলে
এস মৃত্যু! গ্রাস কর
অপদার্থ ক্ষত্র কুলাঙ্গারে।

(কেবলরাম আসিল)

কেবলরাম । কই—কই—কোথা সেই দুষ্ট অরিন্দম
হত কবি বহু সৈন্য, গর্ব্ব আস্ফালনে
কোথায় লুকাল এবে , দেখা পেলে আজ
উপযুক্ত প্রতিফল কবিযা প্রদান
পাঠাব কৃতান্তধামে কবিতে বিশ্রাম।

অরিন্দম । সম্মুখে তোমাব স্ফীতবক্ষে অবিন্দম
না পাও দেখিতে ? হেন অন্ধ তুমি।
এইখানেই বীবত্বেব
যথোচিত দিলে পবিচয়।
এত ক্ষীণ দৃষ্টিশক্তি যদি
কেমনে কবিবে তবে সম্মুখ সমব—
কেমনে কবিবে লক্ষ্য তীর নিক্ষেপনে
কেমনে বন্দুক ধবি করিবে নিশানা ?

াম। ভাল ভাল বাক্যবীব বটে।
অভ্যস্ত বদন ভাল ভাষাব চাতুর্য্যে
চ'খে মুখে বাক্যছটা ভালই প্রকাশ।
কিন্তু বাক্যবীব ! হও দেখি একবার
কার্য্যবীব—আর্য্যবীরোচিত।
দেখাও রণ দক্ষতা
দেখাও বাজপুত শক্তি
দেখাও বীবত্ব প্রতিভা।
তবে মাত্র জেনো স্থির দুর্জ্জয় বিপক্ষ !

সংহার নিশ্চয় আজ তোমা সবাকার
ছলে বলে কিম্বা সুকৌশলে।

অরিন্দম। কিছুতেই ভয় নাই
চিন্তা নাই—ভাবনাও নাই।
হয় জয় নয় মৃত্যু হবেই যা হোক।
জন্মিলে মরণ যবে, হবে সুনিশ্চয়
যুদ্ধে প্রাণ দিতে তবে কিসের আতঙ্ক!
যে জাতির মাতৃ উপদেশ--
প্রাণ দিবে রণে,—তবু বৈরীদলে
পৃষ্ঠ না দেখাবে।
সে জাতি মৃত্যুর জন্য সতত প্রস্তুত।
যুদ্ধে মৃত্যু যাহাদের স্বধর্ম্ম পালন
সে জাতির মৃত্যু নিত্য সহচর
প্রাণ চেয়ে মান যার অতীব গরীষ্ঠ
মৃত্যু ভয় সে ক্ষত্রিয়ে রাখেনা অন্তরে।

কেবলরাম। বাক্য তব—ক্রমশই
সীমা অতিক্রমি
উঠিতেছে আকাশ স্পর্শিতে।
দর্প তব ক্রমে ক্রমে হতেছে বর্দ্ধিত—
হেয় জ্ঞান করিতেছ অনার্য্য বলিয়া!
আচ্ছা—ধর অস্ত্র—কর রণ—
তিল মাত্র অবসর নাহি দিব আর—
জ্বলন্ত তোপের মুখে ধরিব তোমায়।

অরিন্দম। সজ্জিত তোপের মুখে ধরিবে আমায়

ধর সেনাপতি ! স্বার্থভরা বিশ্ব হতে
শান্তিধামে যেতে—
সজ্জিত কামান মাত্র ভরসা আমার।

কেবলরাম। হও তবে আহবে প্রস্তুত।

অরিন্দম। রাজপুত—পূর্ব্ব হতে—
প্রস্তুত হইয়া রয়
প্রাণ দানে কিম্বা স্বকার্য্য সাধনে।

(যুদ্ধ ও অনার্য্য বালকগণ অরিন্দমকে আক্রমণ করতঃ গীত)

লে সাবাড় করিয়ে দে বাহে সব্বি দুষমুন।
তীর কাম্‌ঠা জোরসে চালাইয়ে করিয়ে দে খুন॥
ধরিয়ে পাড়িয়ে মারিয়ে দিবি,
ফুর্ত্তিসে সব্‌ কাটিয়ে লিবি
দুখ দরদ কুচ্‌ নেহি ভাববি—ঘা পর ছাড়বি সুন॥

[যুদ্ধ করিতে করিতে সকলের প্রস্থান।

(পুত্তরাম আসিল)

পুত্তরাম। এই ফাঁকে একবার পুত্তরাম বাবাজীর যুদ্ধ।
সৈন্যগণ! ওঠ সবে গা ঝাড়া দিয়া
মুখ ধুয়ে—দাঁত মেজে—চাল জল খেয়ে
ভিজাও সের দশ মুড়ি
পাঁচ সের কাঁচা দুধ আড়াই সের গুড়
মিশাল করিয়া তায়
হাপুস হুপুক রবে লাগাও ভোজন।

তারপর ধীরে ধীরে— ডিবে ভরা পান
হাতে লয়ে—
তামাকের ধোঁয়া টানিতে টানিতে
হুঁকা হস্তে যুদ্ধক্ষেত্রে হও উপস্থিত।
যুদ্ধে মড়া যে সব পাপাত্মা
তাদের উপর জোরে কর অস্ত্রাঘাত—
গাত্র বাণ—নেত্র বাণ—ছত্র বেত্র বাণ
পুত্র—কলত্র—পত্র—পবিত্রাপবিত্র
শেষে মল মূত্র বাণ করহ বর্ষণ—
বর্ষার বাদলের বারিধারা সম।
তারপর আমার হুকুমে
কাঁধে ক'রে বহিয়া তাদের
মাইতী নামেতে যেই বাহের পুকুর
তার মাঝে দিবে ফেলাইয়া।
পচিয়া বাহের কৃপায়
ক্রিমিকীটে হবে পরিণত।
এই কার্য্যভার— (মানের খাতিরে কেহ না করিবে)
রাজা, দিয়েছেন দয়া ক'রে
পুত্ররাগে, উপযুক্ত বোধে।
রণস্থল রাখিবে হে তোমা পরিষ্কার
লাস যেন হেথা নাহি হয় আবিষ্কার,
নিতে হ'লে পুরস্কার—সইতে হবে তিরস্কার—
না হয় এই একটা কষ্ট স্বীকার!
যাই—এখন তবে—দম ভ'র তামাক টানিগে ভ'রপুর।

অভিমন্যু। অসংখ্য পাপীষ্ঠে পশু অধম করিয়া
নিষ্ঠুরের মত মোর হরিল জীবন। ২৪১ পৃঃ।

Sree Krishna Printing Works.

(রক্তাক্ত কলেবরে—ছিন্ন হস্তে অরিন্দম আসিল)

অরিন্দম। (টলিতে টলিতে) উঃ—অন্যায় সমর!
এককালে শত শত বীর
দশদিক হ'তে মম প্রতি
তীক্ষ্ণ তীক্ষ্ণ অস্ত্র আদি করিয়া প্রহার—
আহত—নিহত প্রায় করেছে এখন।
হা মা মেদিনী! এই ছিল অদৃষ্টে আমার?
ওঃ রক্তধারা প্রবাহিত শত ক্ষত মুখে
শিথিল ইন্দ্রিয়—
অবসন্ন অঙ্গ সমুদয়
পিপাসার প্রবল যাতনা।
উঃ—মৃত্যুকাল সম্মুখে আমার।
মরি—ক্ষতি নাই,
কিন্তু হায় অন্যায় সমরে,
শৃগাল সমরে—সিংহ শিশু হয়ে!
অসংখ্য পাপীষ্ঠ পশু অধর্ম্ম করিয়া
নিষ্ঠুরের মত মোর হরিল জীবন
ব্যাধ যথা মারে পক্ষী বাগুড়া বিস্তারে!
আর দুঃখ—আর দুঃখ পিতা কারাগারে!
উঃ—শুষ্ক কণ্ঠনালী,
এই স্থানে শুই একবার।
ভগবান! হতভাগ্য চলিল এখন।
নারায়ণ! ক'রো যেন সুগতি প্রদান।

জল বিনে বড় কষ্ট বুক ফেটে যাব
কই জল এ সময়—কই গঙ্গাজল ।

(নর্ম্মদা আসিলেন)

নর্ম্মদা । এই যে বাপ গঙ্গাজল
কর পান—পাতকহারিণী পুতবারি ।
শান্তি মুক্তি হইবে এখনি । (জল খাওয়াতে খাওয়াতে)
(নিজমনে) বিধাতার নিয়ম এমনি
মাতৃ মুখে মৃত্যুকালে তুল গঙ্গাজল
পুত্রে দিবে ;
তা না হয়ে মাতা দেয়
পুত্রের নিদানে
মোক্ষদাত্রী জাহ্নবী সলিল ।
সমস্তই প্রাক্তণ আমার ।

অরিন্দম । কে মা ? তা নইলে এত মমতা কার ? মা ! পুত্র হয়ে একদিনের জন্যও—তোমার দুঃখ দূর করে চ'খের জল মুছাতে পারলাম না । সংসারে এসে তোমার মত মায়ের ছেলে ব'লে—পরিচয় দেবার কাজ কিছুই ক'রতে পারলাম না । পায়ের ধুলো দাও আশীর্ব্বাদ কর যেন জন্মে জন্মে তোমার মত মা পাই শেষ সময় মা—মৃত্যুর বড় বিলম্বও নাই ।

নর্ম্মদা । নাই থাক । ভয় ক'রনা—দুঃখ ক'রনা—কেঁদনা । মাতৃ আজ্ঞায়—রাজার জন্য পিতার জন্য যুদ্ধে প্রাণ দিয়েছ তার ফলে যাও স্বর্গে—হিংসা স্বার্থ শূন্য সেই ত্রিদিবে—যুদ্ধে নিহত ক্ষত্রিয়ের বাসস্থান—যাও সেই অমর পুরে । মায়ের কোলে মাথা রেখে একেবারে

ঘুমিয়ে ; পড়—মোহ ঘোর—ভব ঘোর—ভ্রমের ঘোর সব কেটে যাবে।

অরিন্দম। মা! তুমি আমার এমন মা—এতদিন ত চিনতে পারি নাই মা।

নর্ম্মদা। পরে পারবে—আবার যখন আসবে তখন চিন্তে পারবে। এখন এস বাপ! এস আমার বুক জুড়ান ধন—এসরে সিন্ধু সিঞ্চিত কোল আলো করা অমূল্য রতন! আমার বুকে এস বাবা! যে মাটীতে যেখানে জন্মেছ সেই খানে সেই মাটীতে নিয়ে যাব। নইলে হয় ত—শত্রুগণ তোমার মাথাটা কেটে নিয়ে অনার্য্য রাজার পায়ের তলায় ধরে দেবে—মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা বসাবে—রাজপুতের মুখে চূণকালী মাখাবে।

অরিন্দম। তোমার যা ইচ্ছা মা ইচ্ছাময়ী।

নর্ম্মদা। (কোলে লইয়া) সন্তান অকর্ম্মণ্য হলেই মাতৃ অঙ্কে বিশ্রাম করে। হায়! আজ দুঃখময়ী বিজয়া।

গীত।

সঙ্গিনীগণ। হায় দেব ছবি আজ নিরঞ্জন।
নবোদিত ভানু—রাহুর বদনে—সর্ব্বগ্রাস হ'ল এখন॥
শূন্য সংসার শূন্য ভবন, বিরশূন্য আহা মায়ের জীবন,
বুকেতে চাপিয়া মরম বেদন—ত্যাগের পূর্ণ নিদর্শন॥

(অরিন্দমে লইয়া প্রস্থান)

(সুখনন সহ যুদ্ধ করিতে করিতে রক্তাক্ত দেহে জয়সেন আসিল)

সুখনন। এখনও নিরস্ত—হও বীর!

জয়সেন। জীবন থাকতে না।

সুখনন। এই ত তোমার কর মুষ্টি শিথিল হয়ে আসছে।

জয়সেন। তবুও যুদ্ধ ক'রব।

সুখনন। সে শক্তি কই আর তোমার বীর।

জয়সেন। যতটুকু আছে—শেষ বিন্দু।

সুখনন। সঙ্কুলন হবে না।

জয়সেন। না হয়—ম'রব।

(অদৃশ্য হইতে তীর মারিয়া সুরমা আসিল)

সুরমা। তবে মর—

জয়সেন। উঃ—কে তুই শয়তানী! (পতন)

সুরমা। তোর নিয়তি।

(সহসা ত্রিশূল ধারিণী নিয়তী আসিয়া সম্মুখে)

নিয়তি। নিয়তি! তোরও সম্মুখে। (কেশাকর্ষণ)

সুরমা। উঃ—নিয়তির নয়নে আগুণ ভীষণ ভ্রুকুটী—গেল প্রাণ যাই যাই।

নিয়তি। (ত্রিশূলাঘাতে) একেবারে যমালয়ে। (নিক্ষেপ)

সুখনন। অলক্ষ্যে কথা ক'চ্ছ কে তুমি?

নিয়তি। আমি নিয়তি। রাজা সরে যাও।

সুখনন। তোমায় দেখতে পাচ্ছি না কেন?

নিয়তি। আমায় দেখবার সময়, তোমার এখনও হয়নি রাজা! তোমার স্ত্রীর হয়েছিল দেখা হ'ল। তোমারও যে দিন সে সময় হবে আমি আপনি গিয়ে দেখা দেব তোমায় কোন কষ্ট ক'রে খুঁজে নিতে হবেনা। এখন যাও।

সুখনন্দ । উঃ—সুরমা—পুত্রশোক হতে রক্ষা পেলে পাগলিনী ।
(প্রস্থান)

নিয়তি । বাবা জয় !

জয়সেন । কে—মা ?

নিয়তি । আমার সঙ্গে এস বাবা !

জয়সেন । কোথা মা ?

নিয়তি । শান্তিধামে । (হাতধরা)

জয়সেন । নারায়ণ—(মৃত্যু)

গীত ।

নিয়তি । আয়রে ভক্ত মুক্ত পুরুষ আপন ভবনে ।
দেব শাপে মহামুক্তি হ'ল তোমার এত দিনে ॥
জনমি গন্ধর্ব্ব কুলে,
দেবরাজে অবহেলে,
নরলোকে এসেছিলে
পাতক খণ্ডনে—
হ'ল তোর কর্ম্মশেষ
যেতে হবে নিজের দেশ
ঐদেখ হৃষিকেশ
ডাকেন হস্ত সঞ্চালনে ।
(বলেন) আয়রে হরি ভক্ত যত—
আয়রে শান্তি নিকেতনে ॥
(জয়সেনের দেহ লইয়া চলিয়া গেলেন)

তৃতীয় দৃশ্য ।

মাহিষ্মতী—অন্তঃপুর ।

(শশব্যস্তে ব্রহ্মা আসিলেন)

ব্রহ্মা । ওঘোবতী—ওঘোবতী—

(দ্রুতগতি ওঘোবতী আসিলেন)

ওঘোবতী । কেন প্রভু ! অত ব্যাকুল হ'য়ে ডাকছেন ?

ব্রহ্মা । হায়—হায় ! সর্ব্বনাশ হয়েছে সুন্দরী !

ওঘোবতী । সে কি—কি—হয়েছে ?

ব্রহ্মা । তিব্বতের যুদ্ধে—সৈন্য ক্ষয় হওয়ায় স্বসৈন্যে আমায় যোগদান করতে বলছে ।

ওঘোবতী । তারপর—

ব্রহ্মা । আমায় সত্বর তিব্বতে যেতে হয়েছে ।

ওঘোবতী । চলুন—আমিও যাব ।

ব্রহ্মা । সে কি ?

ওঘোবতী । অসম্ভব কি—ক্ষত্র কন্যা ! যার মা ভাই যুদ্ধে যেতে পারে—তার যাওয়ায় অন্যায়ই বা কি ?

ব্রহ্মা । উপস্থিত রাজ্য ভার কে গ্রহণ করবে ?

ওঘোবতী । ঈশ্বর । উপলক্ষ্য তার—বৃদ্ধ বিজ্ঞ বৃদ্ধ মন্ত্রীবর ।

ব্রহ্মা । তাই হবে—তবে প্রস্তুত হও ।

ওঘোবতী । প্রস্তুত হয়েই আছি চলুন । (গমনোদ্যত)

(অরিন্দমের মৃতদেহ বক্ষে নর্ম্মদা আসিলেন)

নর্ম্মদা । (বাধা দিয়া) কোথা যাবি—যাসনে—কোন ফল হবে

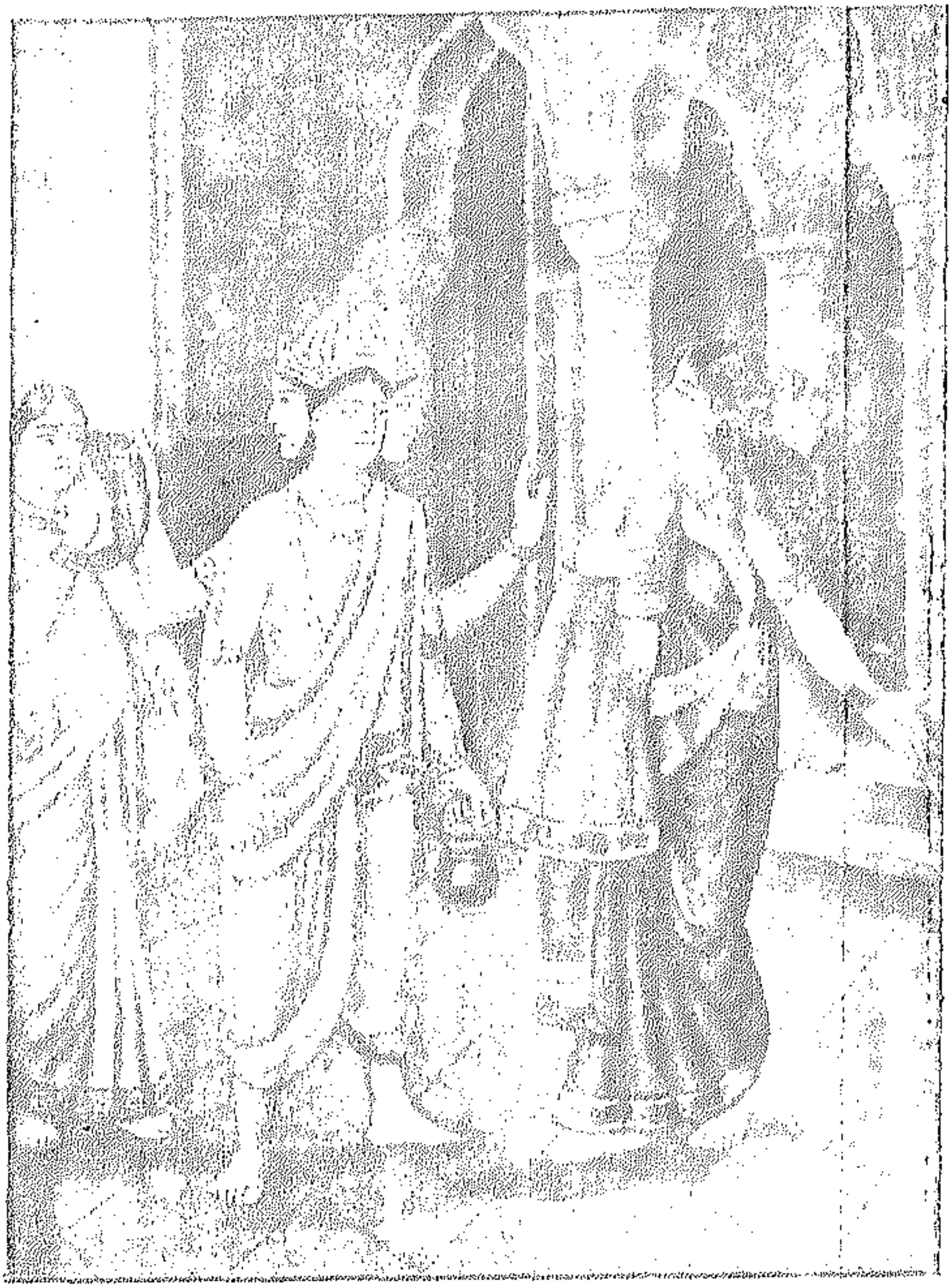

Sree Krishna Printing Works.

না—সব গেছে। জয় গেছে—অরি গেছে—সৈন্য সামন্ত বীর কেউ নাই। আর্য্যের কপাল ভেঙ্গেছে—সুখ ফুরিয়েছে—চাঁদ ডুবে গেছে। এখন আছে—আশা আছে—পারিস ত তার উপায় কর—রাজার রক্ষার উপায়। আর এই নে—আমার বাছাকে নে—বড় স্নেহের জিনিস—নাড়ীছেড়া ধন—মায়ের বুকের রক্ত সাজা—চিতা সাজা—দে—বাছাকে শুইয়ে দে—আগুণ জেলে দে—দাউ দাউ ক'রে পুড়ে ছাই হয়ে উড়ে যাক।

ওঘোবতী। মা—মা! দাদা আমার নাই—উঃ (রোদন)।

নর্ম্মদা। চুপ কর—কাঁদিসনে—গোল করিস নে। ভাবিসনে। যা হবার তাই—হয়েছে। ছেলে আমার বীর—যুদ্ধে মরেছে—স্বর্গে গেছে—আত্মার সদ্গতি হয়েছে! তার জন্য কাঁদতে নাই—কেঁদনা। যাও—বাড়ীর ভিত—প্রাঙ্গণের মধ্যস্থলে—তুলসী তলায় চিতা সাজাও। জামাতা দেব কই—তাঁকে ডাক—রাজাকে রক্ষা কর পুত্র গেছে যাক—রাজাকে বাঁচাও। যার জন্য এত তাঁকে বাঁচাও। এখন দৈববল চাই—মানুষের শক্তিতে কুলাবে না। দেব প্রজাপতিকে ডাক—দেরী করোনা।

ব্রহ্মা। মা মা—

নর্ম্মদা। বিধাতা? জীবের ভাগ্য বিধায়ক তুমি? হ্যাঁ বাবা জামাতা তুমি—তোমার শ্বশ্রূমাতার এমন কি অপরাধ পাপ বা অন্যায় দেখে—তার—প্রতিফলে পুত্রশোক বিধি বিধান ক'রলে বাবা!

ব্রহ্মা। মা! আপনি দেবী—অরিন্দম অভিশপ্ত দেবশিশু শাপ পূর্ণ।

নর্ম্মদা। তা যাক—ছেলে যাক—এখন রাজ্যটা যে যায় বাবা! রাজার প্রাণাধিক প্রিয় প্রতিষ্ঠান যে অনার্য্যে দলন করে বাবা!

জয়সেন গেছে পুত্র মরেছে—ক্ষতি নাই। রাজ্য রক্ষা কর বাবা। দৈববল দাও বাবা। বলেছিলে রাজ্য রক্ষা ক'রে দেবে—অক্ষয়ভাবে রাজাকে অধিকার দেবে। তাই কর বাবা—প্রতিজ্ঞা রাখ বাবা রাজাকে বাঁচাও বাবা।

ব্রহ্মা। আমি দৈবশক্তি প্রভাবে তাঁকে উদ্ধার ক'রব—এখন চল মা অরির সদ্গতি করিগে।

(উভয়ে বিষাদভরে গেলেন)

চতুর্থ দৃশ্য।

(কারাগারের নির্জ্জন প্রকোষ্ঠ)

(কর্ণসিংহ পাদচারণা করিতেছে)

কর্ণসিংহ। এক একবার বেশ থাকি। আবার একবার মাথাটা বিগ্‌ড়ে যায়। এখন বেশ আছি। এখন বুঝতে পারছি পাপের একটা প্রতিফল আছে—দুষ্কর্ম্মের একটা দণ্ড আছে—অন্যায়ের একটা সূক্ষ্ম বিচার আছে। রাজাকে বিষ খাওয়াতে গিয়ে—কি জানি—কি একটা গোলমেলে কাণ্ডে নিজে সেই বিষ মাখান খাবার খেয়ে ফেলে উঠলাম। বোধ হয় নর্ম্মদা লোভে—অর্থ লোভে স্বার্থের খাতিরে সুযোধনের এটা চাতুরী। হাঁ—তাইত—ঠিক! সেইত আমার সর্ব্বনাশের মূল—সেইত আমার পাপ যজ্ঞানলে ঘৃতাহুতি—সেইত অধর্ম্মের পথে আমার প্রবর্ত্তক। সে একটা ভয়ঙ্কর। মানব

রূপে রাক্ষস—প্রেত—পশুরও অধম। দাদাকে তার শত্রু করে ধরিয়ে দিয়ে ঐ কারাগারে বেঁধে রেখেছে। আহা তাঁর কাতর রোদন শুনলে আমার মত পাষাণও ফেটে যায়—কিন্তু ভাই হয়ে তার কোন কষ্ট নাই—সেটা কি মানুষ? (চিন্তা) আচ্ছা এতদিন ত কেবল পাপ ক'রে শেষে, অসার—অকর্ম্মা—উন্মাদ হ'য়ে বাঁধা আছি। পুণ্যের পথেত কখনও চলি নাই! ভাল আজ একটু পুণ্য করি না কেন—গারদ ভেঙ্গে—নর্ম্মদার পতি ঐ রাজাকে মুক্ত ক'রে দিই না কেন? তারপর যদি বেঁচে থাকি আর মাথাটা যদি এমনি ধারা—অন্ততঃ—মাঝে মাঝেও ঠিক থাকে—বাগচা'ল না করে—তাহলে সেই—সুযোধনটাকেও সাবাড় ক'রে ধর্ম্মের কাছে কৈফিয়ৎ দেবার একটা কাজ বাগাই। তার পরও যদি না মরি—তখন নর্ম্মদাকে মা বলে তার পায়ে ধরে ক্ষমা ভিক্ষা চাইব। সেই সতীর ক্ষমা আশীর্ব্বাদ পেলে তখন মরব। পাপের প্রায়শ্চিত্ত ক'রতে কোনও পবিত্র সলিলা স্রোতস্বতী মধ্যে ঝাঁপ দিয়ে মরব! মা কালী! বল দে মা—পূণ্য ক'রতে ভরসা দেমা—ঠিক খাঁটী পথ দেখিয়ে নিয়ে চ বেটী! রাত্রি প্রহর অতীত—এ সময় কারাগার নিস্তব্ধ—নির্জ্জন। এই অবসর। এই সময় উত্তর ধারের কম মজবুত সেই জানালাটার গরাদে ভেঙ্গে নিয়ে—সেই লোহার দাণ্ডাটাকেই অস্ত্র ক'রে বা'র হয়ে পড়া যাক দেখি কতদূর কি ক'রতে পারি। জয় মা তারা—জয় মা তারা—জয় মা তারা।

(লম্ফ দিয়া প্রস্থান)

পঞ্চম দৃশ্য।

(কারাগার)

(প্রহরী আসিয়া বন্দী দুর্য্যোধনকে রাখিয়া গেল)

দুর্য্যোধন। কি ঘুট ঘুটে অন্ধকার—এত বড় কারাগারটায় একটী মাত্র বাতি মিট্ মিট্ ক'রে জলছে তাতেই যা কতকটা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু এ অন্ধকার আমার মনে প্রাণে চক্ষে—এ অন্ধকার আমার অন্তরে বাহিরে। মশক দংশনে—অনাহারে—ছিন্নশয্যায় কাল কাটাচ্ছি আমি একজন সম্রাট হয়ে। কারাগারে পাপীর দণ্ড হয়—আমিও তবে মহাপাপী নইলে এ দুর্গতি ভোগ কেন? এক একবার মনে হয়—যদি একবারটী একমুহূর্ত্তের জন্য খোলা পাই তাহলে ছুটে গিয়ে দেখে আসি আমার রাজ্য—সোণার মাহিষ্মতী কেমন আছে। একটু একটু মনে আশা হয়—জামাতা যখন আমার দেবতা—তখন বোধ হয় দৈবশক্তি প্রভাবে আমায় উদ্ধার ক'রলেও করতে পারেন—আরও আশা আমার প্রাণাধিক—ভাতৃভক্ত ভাই সুযোধনের। শুনেছি—শত্রুরা নাকি দয়া করে আমার ভাইকে ছেড়ে দিয়েছে—মঙ্গলের কথা বটে। তবু পিতার নাম থাকবে—চিহ্ন থাকবে—বংশ থাকবে। এই কারাকষ্ট যে আমার ভাইকে সইতে হয় নাই তার জন্য আমি খুব খুসী। গত রাত্রে একটা বিভীষিকা মাখান নিদারুণ দুঃস্বপ্ন দেখেছি। যেন আবার শত্রুদের সঙ্গে যুদ্ধ চলছে—সেই যুদ্ধে যেন আমার অরিন্দম—জয়সেন—উঃ—না—না—ছি—ছি একি অন্যায় ধারণা! মধুসূদন—বিপদবারণ—দীনবন্ধু—

(ধারপদে সুযোধন)

সুযোধন। এই ত—কারাগার! ঘোর অন্ধকার আজ আমারও প্রাণে একটা ঘোর অন্ধকার। তিব্বত রাজের আদেশ—যদি দাদাকে হত্যা করতে পারি তবে আমিই কাল হতে প্রতিষ্ঠানের রাজা হব। তাই এসেছি—সম্রাট হবার—আকাঙ্ক্ষায় দাদার বুকে তীক্ষ্ণ ধার ছুরি বসাতে এসেছি। হস্ত! সাবধান—যেন মুষ্টি শিথিল না হয়—বুক যেন কেঁপে উঠ না—হৃদয় যেন দাদার মিষ্ট বাক্যে দ্রবীভূত হওনা তাহলে রাজা হবার আশা শেষ। (প্র) দাদা।

দুর্য্যোধন। আমার ভাই—সুযোধনের মত—যে কে দাদা ব'লে ডাকলে নয়?

সুযোধন। দাদা কি জেগে আছেন?

দুর্য্যোধন। কে রে? সুযোধন নাকি ভাই? (উচ্ছ্বাসে)

সুযোধন। আস্তে কথা ক'ন—শত্রুরা জানতে পারলে আমার প্রাণ যাবে।

দুর্য্যোধন। (চুপী চুপী) আমার কাছে আয় ভাই! (গমন) ব'স—এই ছেঁড়া বিছানায় একটু ব'স ভাই তুই—তোর মুখ দেখে দুর্ব্বিসহ কারাকষ্ট ভুলে যাই।

সুযোধন। দাদা! আপনি কারাগার হ'তে চলে যান।

দুর্য্যোধন। উপায় কই ভাই!

সুযোধন। আমার এই কারারক্ষীর বেশে চলে যান। আমি তাকে হত্যা করে—এই তার পরিচ্ছদের সহায়তায় কৌশলে এখানে এসেছি আপনার প্রাণ বাঁচাতে—যান—বিলম্ব ক'রবেন না।

দুর্য্যোধন। আর তুমি?

সুযোধন। আপনাকে মুক্ত ক'রে এই কারাগারে থাকব—মরব।

দুর্য্যোধন। তাই কি হতে পারে। ভাই তুমি তোমাকে মরতে দিয়ে আমি প্রাণ বাঁচাব। ছি—ভাই তা কি করতে আছে? তোমার প্রাণ চেয়ে কি আমার প্রাণ এত যত্নের যে ভাইকে মেরে তাকে রাখতে হবে। না ভাই তুমি যাও—রাজ্য শাসন করগে—রাজা হওগে—আমি এইখানে মরব।

সুযোধন। না দাদা! ভাইয়ের কথা রাখুন—আপনি যান।

দুর্য্যোধন। নারে পাগল তুই যা! আমি মরব।

সুযোধন। না দাদা আপনি যান।

দুর্য্যোধন। না ভাই তুই যা।

সুযোধন। তবে তুমিই মর।

দুর্য্যোধন। হাঁ—আমিই মরি! তুই ভাই বেঁচে থাক।

সুযোধন। (স্বগতঃ) তাই যাও— (ছুরি প্রহারোদ্যত)

(কর্ণসিংহ আসিয়া সুযোধনের মাথায় লৌহদণ্ড মারিয়া)

কর্ণসিংহ। তুই আগে যা—ধরার ভার কমে যাক। হাঃ হাঃ রক্ত গঙ্গা রক্ত গঙ্গা খুন খুন।

দুর্য্যোধন। কে তুমি আমার ভাইয়ের মাথায় লাঠি মারলে? নিষ্ঠুর—রাক্ষস—পিশাচ।

কর্ণসিংহ। হাঃ হাঃ হাঃ! ওরে এখানেও রাক্ষস, এখানেও পিশাচ। পালা! পালা! পালা! যাক, মহাপাপীকে আচ্ছা সাবাড় করেছি! মা তারা! (দ্রুত পলায়ন)

দুর্য্যোধন। হায়! হায়! কি পাপে এ ভ্রাতৃশোক পেলাম।

(স্বসৈন্যে সুখনন আসিল)

সুখনন। একি! একি! কারাগারে এত গোলযোগ কেন?

দুর্য্যোধন। খুন! খুন।

সুখনন। কে?

দুর্য্যোধন। আমার ভাই! জীবন দোসর ভাই সুযোধন। আমায় উদ্ধার ক'রতে এসে খুন হয়েছে!

সুখনন। (নিজমনে) কৌশল ব্যর্থ হয়েছে। আচ্ছা, অন্য উপায় অবলম্বন করি। রাজাকে আজই যে কোন প্রকারে দোষী সাব্যস্ত করে ধ্বংশ করা চাই—তাহলেই মাহিষ্মতী আমার অধিকারে (প্রকাশ্যে) কে খুন করলে?

দুর্য্যোধন। চিনি না।

সুখনন। বুঝেছি ভণ্ড! তোমার ভণ্ডামী! তুমিই ভ্রাতৃহত্যা করেছ।

দুর্য্যোধন। সে কি! তা কি হয় রাজা! ভাইয়ের জন্য যে আমি প্রাণ দিতে পারি—সব দিতে পারি—সেই ভাইকে আমি হত্যা কত্তে পারি? বোলো না বোলো না! হয় ত কোন শত্রু!

সুখনন। কোন কথা শুনতে চাই না! তুমিই ভ্রাতৃঘাতক নর পিশাচ! তোমার "প্রাণদণ্ড" শাস্তি।

দুর্য্যোধন। প্রাণদণ্ড হোক ক্ষতি নাই
কিন্তু ভ্রাতৃঘাতী অপবাদ
দিও না আমায়!
কলঙ্কিত করিও না বঙ্গ ইতিহাসে।

সুখনন। কোন কথা শুনতে চাই না। কে আছ কোতল কর! কয়েদিকে জলদি কোতল কর!

সৈন্যগণ। (তথাকরণোদ্যোগ)

(অকস্মাৎ সহস্র রশ্মি বিস্তার করিয়া ব্রহ্মার আগমন)

ব্রহ্মা। সাবধান! দগ্ধ হবি প্রচণ্ড পাবকে!

সুথনন। উঃ কি তেজ! কি জ্যোতি!
কি দাহিকা শকতি তাহাতে
অব্যক্ত যাতনা—
দুর্ব্বিসহ জ্বালা
প্রাণ নিয়ে করি পলায়ন! (স্বসৈন্যে পলায়ন)

ব্রহ্মা। রাজা!

দুর্য্যোধন। দুঃখের সময় রাজা বলে হাঁসালে কে!

ব্রহ্মা। এ সময়ে ভ্রমে মুগ্ধ হয়ো না—আমার হাত ধর—এস! তোমার রাজ্য রক্ষা ক'রে দেব! তুমি সপরিবারে অক্ষয় হয়ে তোমার রাজ্য অধিকার করে থাকবে। তোমার পুত্র গেছে, সেনাপতি গেছে, এ সময় দৈব বল ভরসা কর; আমি তোমার জামাতা ব্রহ্মা।

দুর্য্যোধন। হাঁ! উপযুক্ত সময়ে এসেছ তবে। চল রাজ্য রক্ষা করে দাও; প্রাণ যাক মান যাক সর্ব্বস্ব যাক আমার রাজ্য থাক! যার বুকে জন্মেছি সেই রাজ্য আমার থাক! যে রাজ্য ধরিত্রী মায়ের মত কত ভার সয়েছেন সেই রাজ্য থাক! যে রাজ্যের জন্য পুত্রাদি স্বজনবর্গ নিহত আমার সেই রাজ্য থাক!

ব্রহ্মা। প্রতিজ্ঞা আছে অবিচার্য্যভাবে আমার আদেশ পালন করবে। সাবধান দ্বিরুক্তি ক'রনা।

(দুর্য্যোধনের হস্তধারণ পূর্ব্বক প্রস্থান)

ষষ্ঠ দৃশ্য।

বিন্ধ্যাচলের অন্তর্গত সপ্তপুরা শৈল শ্রেণী।

(ব্রহ্মা, দুর্য্যোধন, নর্ম্মদা, ওঘোবতী বা তাপ্তি আসীন)

দুর্য্যোধন। বল বাবা! রাজ্য রক্ষার উপায় কি?

ব্রহ্মা। এখন আর অন্য কোন উপায় নাই মহারাজ! কৌশলে রাজ্য রক্ষা ক'রতে হবে।

নর্ম্মদা। বল বাবা! সে কৌশল কি?

ব্রহ্মা। অতীব ভয়ানক—ভয় ক'রবেন না। রাজ্য রক্ষা ক'রতে হ'লে দ্বিধা ভাববেন না। মহারাজ ও আমি প্রস্তর মূর্ত্তিতে রাজ্যময় বিরাজ ক'রব। আপনি ও আপনার দুহিতা খর স্রোতা তটিন হ'য়ে রাজ্যের পরিখারূপে বিরাজমানা থাকবেন? কেমন প্রস্তুত?

নর্ম্মদা। তাই কর বাবা! যেন এমন পবিত্র স্থান অস্পৃশ্য অনার্য্যের অধিকৃত না হয়। ওঘোবতী! মা আমার! বড়ই তাপিতা হ'য়ে জীবন ভোর কাটিয়েছ। এখন নদীরূপে থাকতে পারবে ত মা?

ওঘোবতী। কেন পারব না মা? আমি কি তোমার মেয়ে নই। পতি দেবতার আদেশে—পিতার উপকারে—খুব পারব।

ব্রহ্মা। তবে প্রস্তুত হও সতী। পরিতপ্ত জীবন তোমার যখন জলময়ী হবে বিশ্বে তখন তাপ্তি বলে পরিচিতা হবে। মা আমার নিজ নামে পূত প্রবাহিনী "নর্ম্মদা" ব'লে বিশ্ব বিদিতা হবেন। তবে ভবিষ্যতে কেউ কেউ দেবীকে রেবানদী ব'লে উল্লেখ ক'রবে। বিন্ধ্যাচলের মধ্যবর্ত্তী এই সপ্তপুরা বা সাতপুরা পর্ব্বত। এই স্থান হ'তে

মহারাজকে মধ্যস্থলে রেখে তোমরা উভয়ে দক্ষিণ পশ্চিম কোণে অর্থাৎ অগ্নিকোণে প্রধাবিতা হয়ে কাম্বে নামক উপসিন্ধুতে মিলিতা হও। এই স্থান হ'তে প্রতিষ্ঠানের সীমা। মহারাজ শ্বেত বর্ণের শৈল স্বরূপে এখান হ'তে সীমান্ত পর্য্যন্ত অঙ্গ বিস্তার ক'রে অবস্থান ক'রবেন। আমি তোমাদের সকলের অংশ অবরুদ্ধ ক'রে কাম্বে পর্য্যন্ত দামবান শুভ্র পর্ব্বত মূর্ত্তি ধারণ করতঃ অবস্থান ক'রব। বিপক্ষের আগমন পথ রোধ ক'রবার জন্য তদুপরি সর্ব্বক্ষণ প্রজ্বলিত বহ্নি পরিদৃশ্যমান হবে—মধ্যে মধ্যে বন্য অনার্য্যগণ সেই অগ্নিতে বিদগ্ধ হবে। পরে আবার নর্ম্মদা তীরে এই মাহিষ্মতীর অনুকরণে চুল্লি মহেশ্বর নামে নব রাজ্য স্থাপিত হবে। এখন আর সময় নাই—সকলের আমার উপদেশ মত কার্য্য সমাধানে সচেষ্ট হওয়া প্রয়োজন।

ওঘোবতী। আমার চির সাথী—হরিপ্রেমোন্মত্ত ভাইটীকে আর দেখতে পাব না।

ব্রহ্মা। পাবে—তবে এখন নয়। নদীরূপ ধারণের পর।

সকলে। তবে দেবাজ্ঞা পালন কর। দুর্গা শ্রীহরি দুর্গা শ্রীহরি দুর্গা শ্রীহরি।

সকলের অগ্নি কোণাভিমুখে গমন, মধ্যে দুর্য্যোধনের শ্বেত প্রস্তর মূর্ত্তি ধারণ, বামপার্শ্বে ওঘোবতী তাপ্তি নদী ও দক্ষিণে নর্ম্মদা নদী এবং সর্ব্বোত্তরে ব্রহ্মার শ্বেত পর্ব্বতরূপে প্রজ্বলিত হওন।

(কর্ণসিংহ আসিল)

কর্ণসিংহ। জনশ্রুতিতে জানতে পারলাম নর্ম্মদা এখন নদীরূপে পূত সলিলা হ'য়ে সাগর সঙ্গমে ধাবিতা হয়েছেন। তাই ছুটে এসেছি

আজীবন অর্জ্জিত মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত ক'রতে ছুটে এসেছি। নর্ম্মদে! দেবীরূপা নর্ম্মদে! জীবন ভোর কুভাবে তোমায় দর্শন ক'রে এখন উন্মাদ। তাই ক্ষমা চাইতে এসেছি—তোমার পবিত্র জলে প্রাণ বিসর্জ্জন ক'রে মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত ক'রতে এসেছি। মা! সন্তান কোল প্রার্থী—তাপিত তনয়ের ত্রাণকারিণী হয়ে তোমার শান্তি সলিলে জীবনের সমস্ত শ্রান্তি দূর করব! মা নর্ম্মদা—

(জলে ঝাঁপ দিলেন)

(ধীরে ধীরে সত্যনারায়ণ গীতকণ্ঠে আসিলেন)

গীত।

সত্যনারায়ণ। নর্ম্মদা পুলিনে, শ্যামা সখী সনে,
সারাটী জীবন গাব গান।
বড়ই তাপিতা হ'য়ে, তাপ্তি নাম লয়ে
(দিদি) ওঘোবতী নদী হ'য়ে, করিল প্রয়াণ॥
শুভ্র শৈল শোভা মধ্য ও পার্শ্বে,
জলময়ী মাতা সুতা সিন্ধু স্পর্শে,
সুন্দর মনোহর, নয়ন সুখকর,
সাধু যোগী নর দর্শে;
হর্ষে বিহগ গায় বিভু গান,
তীরে তরু শোভা পায়, তটিনী বয়ে যায়
শ্রবণ সুখদ কুলু তান॥
উত্তর পর্ব্বতে প্রদীপ্ত হুতাশন,
বন্য অনার্য্যে দহিছে অনুক্ষণ,

মধুপুরী আজ শান্তি নিকেতন,
মহীতে মহাপুণ্য স্থান—
নর্ম্মদা তাঁহি জলে, স্নান পান করিলে
গঙ্গা সম সব পাপ অবসান ॥

যবনিকা